CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

গৌরবের ৭২ তম বছর

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-352 ■ 22 September, 2026 ■ আগরতলা ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ইং ■ ৪ আশ্বিন, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

এজিএমসিতে আরও ১০০ এমবিবিএস আসনের অনুমোদন

প্রধানমন্ত্রী ও স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর ।। ত্রিপুরায় চিকিৎসা শিক্ষার ক্ষেত্রে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক অর্জিত হল। আগরতলা সরকারি মেডিকেল কলেজের (এজিএমসি) এমবিবিএস আসন সংখ্যা ১৫০ থেকে বৃদ্ধি করে ২৫০ করা হয়েছে। এর ফলে ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষ থেকেই এজিএমসিতে চিকিৎসা শিক্ষায় আগ্রহী ছাত্রছাত্রীদের জন্য আরও ১০০টি আসনের সুযোগ তৈরি হল।

এই আসন বৃদ্ধির ফলে রাজ্যের পাশাপাশি অন্যান্য প্রান্তের মেধাবী ছাত্রছাত্রীদেরও চিকিৎসা শিক্ষার ক্ষেত্রে আরও বেশি সুযোগ তৈরি হবে বলে আশা করা হচ্ছে। একই সঙ্গে এর মাধ্যমে রাজ্যের চিকিৎসা শিক্ষা পরিকাঠামো আরও শক্তিশালী হওয়ার পাশাপাশি ভবিষ্যতে স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রেও এর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। এজিএমসিতে এমবিবিএস আসন বৃদ্ধির বিষয়টিকে ত্রিপুরার চিকিৎসা শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হিসেবে তুলে ধরেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, এই সম্প্রসারণের ফলে রাজ্যের যুবসমাজের জন্য চিকিৎসা শিক্ষায় আরও বেশি সুযোগ সৃষ্টি হবে। পাশাপাশি ত্রিপুরার চিকিৎসা শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে এই সিদ্ধান্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

চিকিৎসা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিকাঠামো শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতার কথাও উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী। ত্রিপুরায় চিকিৎসা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নয়নে ধারাবাহিক সহযোগিতার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে. পি. নাড্ডার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানান তিনি।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, ২৫০টি এমবিবিএস আসনের অনুমোদন পাওয়ার ফলে এজিএমসি এখন দেশের সেই সমস্ত প্রিমিয়ার মেডিকেল কলেজের তালিকায় যুক্ত হল, যেগুলিতে ২৫০ জন শিক্ষার্থীকে এমবিবিএস কোর্সে ভর্তির সক্ষমতা রয়েছে। এটি ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশন (এনএমসি) অনুমোদিত সর্বোচ্চ আসন সংখ্যার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তর হিসেবেও বিবেচিত হচ্ছে।

দেশের বিভিন্ন নামী চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মৌলানা আজাদ মেডিকেল কলেজ, নয়াদিল্লি; বি. জে. মেডিকেল কলেজ, আহমেদাবাদ, গুজরাট; বেঙ্গালুরু মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কর্ণাটক; এসএমএস মেডিকেল কলেজ, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিখোঁজ যুবকের পচাগলা দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর ।। নিখোঁজ যুবকের পচাগলা ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। ওই ঘটনায় আজ সকালে বামুটিয়া এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত প্রায় ১৩ দিন ধরে নিখোঁজ ছিলেন চন্দন সরকার।তিনি সিধাই থানাধীন উত্তর তালতলা এলাকার বাসিন্দা। পরিবারের পক্ষ থেকে তাঁর নিখোঁজের বিষয়ে সিধাই থানায় যোগাযোগ করে মিসিং ডায়েরিও করা হয়েছিল বলে দাবি পরিবারের সদস্যদের।

এর পর সোমবার সকালে লেফুঙ্গা থানাধীন বামুটিয়া বাজার সংলগ্ন একটি ইটভাটায় চন্দন সরকারের ঝুলন্ত পচাগলা মৃতদেহ দেখতে পান স্থানীয়রা। মৃতদেহ থেকে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ার পর বিষয়টি স্থানীয়দের নজরে আসে বলে জানা গেছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

তিনটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ব্যবহারের অধিকার মমতা শিবিরের ঃ হাইকোর্ট

কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস)।। তৃণমূল কংগ্রেসের 'মূল কিন্তু সংখ্যালঘু' গোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত প্রাক্তন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন শিবিরকে দলের তিনটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে থাকা অর্থ 'আংশিক' ও 'শর্তসাপেক্ষে' ব্যবহারের অধিকার বহাল রাখল কলকাতা হাইকোর্ট। নির্বাচন কমিশন তৃণমূল কংগ্রেসের নাম ও নির্বাচনী প্রতীক সাময়িকভাবে হিমায়িত করলেও, তার প্রভাব ওই তিনটি অ্যাকাউন্ট ব্যবহারের বিষয়ে আদালতের আগের নির্দেশে পড়বে না বলে জানিয়েছে আদালত।

সোমবার বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের একক বেঞ্চ স্পষ্ট করে জানায়, নির্বাচন কমিশনের অন্তর্বর্তী নির্দেশে 'অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস' নাম এবং 'ফুল ও ঘাস' প্রতীক সাময়িকভাবে স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত আদালতের আগের নির্দেশকে প্রভাবিত করবে না।

বিচারপতি ভট্টাচার্য বলেন, নির্বাচন কমিশন এখনও কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়নি। আগামী মাসে পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রাম এবং মুর্শিদাবাদের রেজিনগর বিধানসভা আসনের উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে কমিশন আপাতত অন্তর্বর্তী নির্দেশ দিয়েছে। ফলে ওই নির্দেশের পরও তিনটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টের অর্থ 'আংশিক' ও 'শর্তসাপেক্ষে' ব্যবহারের বিষয়ে আদালত তার আগের অবস্থানই বহাল রাখছে।

আদালত জানিয়েছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল শিবিরের ওই তহবিল ব্যবহারের অধিকার ২০২৭ সালের ২৯ জানুয়ারি পর্যন্ত থাকবে। তবে আদালতের অনুমোদিত ব্যবস্থার বাইরে ইচ্ছেমতো অর্থ খরচ করা যাবে না। নির্বাচন কমিশনের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জিএনএম কাউন্সেলিংয়ে সংরক্ষিত আসন বন্টন নিয়ে ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর ।। চাকরি ও শিক্ষাক্ষেত্রে সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে যখন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে যুবসমাজের মধ্যে নানা প্রশ্ন ও দাবি উঠছে, ঠিক সেই সময় সরকারি প্রতিষ্ঠানে এএনএম ও জিএনএম কোর্সে ভর্তির কাউন্সেলিংকে ঘিরে নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। মেধাতালিকায় যোগ্য প্রার্থী হিসেবে স্থান পাওয়ার পরও অসংরক্ষিত বা 'ইউআর' (আন - রিজার্ভড) বিভাগের আসনে সংরক্ষিত শ্রেণির প্রার্থীদের সুযোগ দেওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে সোমবার তীব্র অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে। মেধাতালিকায় অবস্থান থাকা সত্ত্বেও পছন্দের সরকারি প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ না পাওয়ায় বেশ কয়েকজন মেধাবী প্রার্থী এবং তাঁদের অভিভাবকদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দেয়।

জানা যায়, ত্রিপুরা সরকারের ডাইরেক্টর অফ মেডিকেল কাউন্সিলের পক্ষ থেকে ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষে এএনএম এবং জিএনএম কোর্সে সরকারি প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছিল। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী আগ্রহী ছাত্রীরা আবেদনপত্র জমা দেন। পরবর্তী সময়ে আবেদনকারীদের ইন্টারভিউ অনুষ্ঠিত হয় এবং এরপর প্রকাশ করা হয় মেধাতালিকা।

অভিযোগকারী ছাত্রীদের বক্তব্য অনুযায়ী, জিএনএম কোর্সে ভর্তির বিজ্ঞপ্তিতে 'ইউআর' অর্থাৎ অসংরক্ষিত বিভাগের জন্য মোট ২১টি আসন নির্ধারিত থাকার কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। একই সঙ্গে এসটি বিভাগের জন্য ১৩টি এবং এসসি বিভাগের জন্য ৬টি আসন সংরক্ষিত থাকার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু আবেদন পত্রে যারা ইউআর হিসেবে আবেদন করেছেন, মেধাতালিকায় যারা স্থানও পেয়েছেন তারাই আসন থেকে বঞ্চিত হলেন।

কিন্তু সোমবার জিএনএম কোর্সের কাউন্সেলিংয়ে অংশ নিতে গিয়ে আবেদনকারীদের অভিযোগ, মেধাতালিকা অনুযায়ী 'ইউআর' বিভাগের ২১ জন ছাত্রীর সুযোগ পাওয়ার কথা থাকলেও সেই আসনগুলির একটি বড় অংশে এসসি ও এসটি বিভাগের প্রার্থীদের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি সামনে আসতেই 'ইউআর' বিভাগের ছাত্রী ও তাঁদের অভিভাবকদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

অভিযোগকারীদের দাবি, বিজ্ঞপ্তিতে যখন ইউআর বিভাগের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন বরাদ্দের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল, তখন সেই আসনগুলিতে ইউআর প্রার্থীদের পরিবর্তে এসসি ও এসটি বিভাগের প্রার্থীদের কীভাবে সুযোগ দেওয়া হল, সেটিই তাঁদের মূল প্রশ্ন। তাঁদের আরও অভিযোগ, মোট ৪০টি জিএনএম আসনের মধ্যে মাত্র ৮টি আসন ইউআর বিভাগের প্রার্থীরা পেয়েছেন। বাকি ইউআর আসনগুলিও এসসি ও এসটি বিভাগের প্রার্থীদের দেওয়া হয়েছে বলে তাঁদের অভিযোগ।

এমন পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট ছাত্রীরা সংরক্ষণ নীতি এবং আসন বন্টনের পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁদের বক্তব্য, তাঁরা মেধাতালিকায় যোগ্য প্রার্থী হিসেবে স্থান পাওয়ার পরও নির্ধারিত ইউআর আসনে সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। এর ফলে তাঁদের মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলেও অভিযোগ করেছেন তাঁরা।

অভিযোগকারী ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিরোধীদের রুখতে মথাকে সমর্থন করবে বিজেপি ঃ মন্ত্রীরতন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর ।। যে সমস্ত এলাকায় সিপিআই(এম) বা কংগ্রেসের সঙ্গে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা রয়েছে, সেখানে তিপরা মথাকে সমর্থন করবে বিজেপি। আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই জানিয়েছেন মন্ত্রী রতন লাল নাথ।

নির্বাচনকে সামনে রেখে দলের রণকৌশল প্রসঙ্গে মন্ত্রী রতন লাল নাথবলেন, রাজ্যবিরোধী মতাদর্শের প্রতিনিধিদের কোনওভাবেই রাজনৈতিক জমি দখল করতে দেওয়া হবে না। তিনি জানান, যেসব আসনে তিপরা মথার সঙ্গে সিপিআই(এম) বা কংগ্রেসের সরাসরি লড়াই রয়েছে, সেখানে বিজেপির ভোটারদের মথাকে সমর্থন করার জন্য দলীয়ভাবে কৌশল নেওয়া হবে।

তিনি বলেন, যেখানে মথার সঙ্গে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা রয়েছে, অথবা যেখানে সিপিএম কিংবা কংগ্রেস রয়েছে, সেখানে আমরা কৌশল তৈরি করব, যাতে আমাদের ভোটাররা তিপরা মথাকে সমর্থন করেন।

পাশাপাশি তিনি জানান, যে কয়েকটি আসনে বিজেপির সঙ্গে সিপিআই(এম)-এর সরাসরি লড়াই রয়েছে, সেসব ক্ষেত্রে মথাও তাদের সমর্থকদের সিপিএম বা কংগ্রেসকে ভোট না দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে।

তবে নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল যে ভোটাররাই নির্ধারণ করবেন, তা স্বীকার করেন মন্ত্রী। তাঁর দাবি, বর্তমানে রাজ্যে সিপিআই(এম) ও ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

এনডিএ জোটকে অশুভ ও অনৈতিক বলে আখ্যায়িত করেন জিতেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর ।। আসন্ন এডিসি ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে সামনে রেখে দক্ষিণ ত্রিপুরার জোলাইবাড়িতে নির্বাচনি প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়েছে বামফ্রন্ট। সোমবার কোয়াইফাং বাজারে বামফ্রন্ট প্রার্থীদের সমর্থনে আয়োজিত নির্বাচনি সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিজেপি, তিপ্রা মথা ও আইপিএফটির জোটকে 'অশুভ' ও 'অনৈতিক' বলে মন্তব্য করেন সিপিআই(এম) পলিটব্যুরোর সদস্য তথা রাজ্যের বিরোধী দলনেতা জীতেন্দ্র চৌধুরী।

সমাবেশের আগে কোয়াইফাং বাজারে লালঝান্ডার প্রচার মিছিল বের করা হয়। সিপিআই(এম) কোয়াইফাং অঞ্চল কার্যালয়ের সামনে থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে টিএসআর ক্যাম্পসহ বাজারের বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে সমাবেশে মিলিত হয়। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন জীতেন্দ্র চৌধুরী, সিপিআই(এম) শান্তিরবাজার মহকুমা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য দেবেন্দ্র ত্রিপুরা ও হেমন্ত রিয়াং-সহ দলীয় নেতৃত্ব।

সভায় জীতেন্দ্র চৌধুরী দাবি করেন, চার মাস আগে অনুষ্ঠিত টিটিএএডিসি নির্বাচনে বামফ্রন্ট একটি আসনেও জয়ী ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভিসি নির্বাচনে ইলেকশন ডিউটি ভোট গ্রহণ আজ থেকে শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর ।। এডিসির ভিলেজ কমিটি নির্বাচনে ইলেকশন ডিউটি ভোট গ্রহণ আগামীকাল থেকে শুরু হচ্ছে। তা চলবে আগামী ২৪ শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। মোট ৫২ টি ব্লকের মধ্যে ৩৮টি ব্লকে ভোটগ্রহণ করা হবে আগামীকাল ও তেইশে সেপ্টেম্বর। ছয়টি ব্লকে ইলেকশন ডিউটি ভোট গ্রহণ করা হবে তেইশ ও চব্বিশে সেপ্টেম্বর। এই ছয়টি ব্লক হল, করবুক, রূপাইছড়ি, অমরপুর, অম্পি, মাতাবাড়ি ও ডম্বুরনগর। উল্লেখ্য, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা সবকয়টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হওয়ায় আটটি ব্লকে ভোট গ্রহণ করা হবে না। এই ব্লকগুলি হল, চড়িলাম, নলছড়, ডুকলি, বেলবাড়ি, ওল্ড আগরতলা, জিরানিয়া, হেজামারা ও লেফুঙ্গা।

ব্যবসায়ীকে মারধর, টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশ্রামগঞ্জ, ২১ সেপ্টেম্বর ।। রেস্টুরেন্টে ঢুকে ব্যবসায়ী ও তাঁর বাবাকে মারধর, দোকানে ভাঙচুর এবং নগদ টাকা ও সোনার চেইন ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে একদল যুবকের বিরুদ্ধে। রবিবার বিকেল সাড়ে ৪টা নাগাদ বিশ্রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত জোড়পুকুর এলাকার রামঠাকুর আশ্রম সংলগ্ন সড়কের পাশে ঘটনাটি ঘটে। অভিযোগ অনুযায়ী, জোড়পুকুর এলাকার রেস্টুরেন্ট ব্যবসায়ী বাপ্পি দাসের দোকানে পাশের গ্রামের ১০ থেকে ১২ জন যুবক ঢুকে তাঁকে এবং তাঁর বাবা আশীষ দাসকে মারধর করেন। হামলায় দোকানের রান্না করা মাছ-মাংস ফেলে দেওয়ার পাশাপাশি এসি ঘরের দরজাও ভাঙচুর করা হয় বলে অভিযোগ।

বাপ্পি দাসের অভিযোগ, হামলাকারীরা তাঁর গলা থেকে প্রায় দেড় ভরির একটি সোনার চেইন এবং নগদ ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকা ছিনিয়ে নিয়ে যায়। হামলার ঘটনায় তাঁর মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে।

এই ঘটনায় নেপাল সরকার, অভিজিৎ সরকার, বিশ্বজিৎ সরকার, জীবন সরকার, জুয়েল সরকার, পরেশ সরকার, শিপন সরকার এবং খোকন সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে বলে জানান বাপ্পি দাস। তিনি বিশ্রামগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

বাপ্পি দাস আরও অভিযোগ করেন, বিশ্বকর্মা পুজোর দু'দিন আগে তাঁর বোন ও জামাই বাড়িতে আসার সময়ও অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে তাঁদের লক্ষ্য করে ঢিল ছোড়ার ঘটনা ঘটেছিল। তাঁর পরিবারের উপর বারবার কেন এ ধরনের হামলা হচ্ছে, তা বুঝতে পারছেন না বলে জানান তিনি।

বাপ্পি দাস ও তাঁর বাবা অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ডেপুটেশন না দেওয়ায় রামদুর্লভপুর চা বাগানে শ্রমিক বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ২১ সেপ্টেম্বর ।। শ্রমিকদের ১৭ দফা দাবির ভিত্তিতে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি গ্রহণ না করার অভিযোগকে কেন্দ্র করে কমলপুরের রাম দুর্লভপুর চা বাগানে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। শ্রমিকদের অভিযোগ, তাঁদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের দাবিতে বাগান কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ম্যানেজারের কাছে ডেপুটেশন দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হলেও তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন।

জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত চা বাগানের শ্রমিকরা। শ্রমিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট মোট ১৭ দফা দাবি নিয়ে বাগান কর্তৃপক্ষের কাছে স্মারকলিপি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তাঁরা। সেই অনুযায়ী শ্রমিকরা ম্যানেজারের কাছে ডেপুটেশন দিতে গেলে অভিযোগ ওঠে, ম্যানেজার স্মারকলিপি গ্রহণ করতে রাজি হননি।

এই ঘটনায় শ্রমিকদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। তাঁদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে একাধিক সমস্যার কথা কর্তৃপক্ষকে জানানো হলেও কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। এবার দাবিগুলি নিয়ে ডেপুটেশন দিতে গিয়েও ম্যানেজারের কাছ থেকে সহযোগিতা না পাওয়ায় ক্ষোভ আরও বেড়েছে। শ্রমিকদের এই ক্ষোভকে কেন্দ্র করে যেকোনও সময় পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠতে পারে বলে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। বাগান কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিকদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে দ্রুত সমস্যার সমাধান না হলে পরিস্থিতি আরও জটিল হতে পারে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা।

নেশার টাকা না দেওয়ায় বাবাকে ছুরিকাঘাত ছেলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর ।। নেশার টাকা দিতে অস্বীকার করায় বাবাকে চাকু দিয়ে আঘাত করার অভিযোগ উঠল ছেলের বিরুদ্ধে। আহত বাবা ন্যায়বিচারের আশায় থানার দ্বারস্থ হয়েছেন। সোমবার বেলা ১১টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে গণ্ডাছড়া মহকুমার দুর্গাপুর গ্রামে।

আহত কান্ত ত্রিপুরা দুর্গাপুর গ্রামের বাসিন্দা। তিনি মহকুমার পানীয় জল দপ্তরের গ্রুপ-ডি কর্মী। তাঁর অভিযোগ, ২৭ বছর বয়সি ছেলে অতীন্দ্র ত্রিপুরা ২০১৭ সাল থেকে মাদকাসক্ত। গত কয়েক বছর ধরে সে শিরায় বিভিন্ন ধরনের মাদক গ্রহণ করে আসছে বলেও অভিযোগ করেন কান্ত ত্রিপুরা।

কান্ত ত্রিপুরার দাবি, ছেলের মাদক সেবনের জন্য প্রতিদিন ৫০০ থেকে ২ হাজার টাকা পর্যন্ত দিতে হয়। টাকা দিতে অস্বীকার করলেই ছেলে তাঁকে মারধর করে বলে অভিযোগ।

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পথ দুর্ঘটনায় শিশুর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর ।। গণেশ পুজো দেখতে যাওয়ার পথে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল ৮ বছরের এক শিশুর। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন শিশুটির বাবা-মা। রবিবার রাত আনুমানিক ৯টা নাগাদ জোলাইবাড়ি ফায়ার সার্ভিস সংলগ্ন এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, লতুয়াটিলা এলাকার বাসিন্দা সুশাঙ্কর মজুমদার তাঁর স্ত্রী রেশমি রিয়াং মজুমদার এবং ৮ বছরের ছেলে তুষার মজুমদারকে নিয়ে একটি বাইকে করে জোলাইবাড়িতে গণেশ পুজো দেখতে যাচ্ছিলেন। ফায়ার সার্ভিস সংলগ্ন এলাকায় পৌঁছতেই আচমকা বাইকের সামনে একটি কুকুর চলে আসে।

কুকুরটিকে বাঁচাতে গিয়ে বাইকের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন চালক। এরপর বাইকটি রাস্তায় ছিটকে পড়ে। দুর্ঘটনায় তিনজনই গুরুতর আহত হন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে জোলাইবাড়ি দমকল বাহিনীর কর্মীরা। তাঁরা আহত তিনজনকে উদ্ধার করে জোলাইবাড়ি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান।

সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁদের শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরের পরামর্শ দেন। তবে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই মৃত্যু হয় ৮ বছরের তুষার মজুমদারের। বর্তমানে শান্তিরবাজার জেলা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সই জাল করে টাকা আত্মসাতের অভিযোগ ইউকো ব্যাঙ্কের প্রাক্তন ম্যানেজারের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২১ সেপ্টেম্বর ।। ইউকো ব্যাঙ্কের ঋণ প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে গুরুতর অনিয়ম এবং গ্রাহকের সঞ্চয়ী হিসাব থেকে অনুমতি ছাড়াই বিপুল পরিমাণ টাকা উত্তোলনের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় ইউকো ব্যাঙ্কের তৎকালীন শাখা ব্যবস্থাপক সুরজিৎ মল্লিকের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন কৈলাসহরের দুর্গাপুর এলাকার বাসিন্দা সরকারি কর্মচারী ও ব্যাংক গ্রাহক দিলীপ কুমার দাস।

অভিযোগের ভিত্তিতে ব্যাংকের গুয়াহাটি জোনাল অফিসের সহকারী জেনারেল ম্যানেজার ও ফিল্ড ইন্সপেক্টরের কাছে লিখিত আবেদন করে ঋণ সংক্রান্ত নথি, টাকা উত্তোলনের রসিদ এবং তাঁর সঞ্চয়ী হিসাব থেকে হওয়া লেনদেনের পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন অভিযোগকারী।

অভিযোগপত্রে দিলীপ কুমার দাস জানিয়েছেন, ২০২১ সালের জুলাই মাসে তিনি ইউকো ব্যাঙ্কের ধর্মনগরের চন্দ্রপুর শাখায় ১০ লক্ষ টাকার গৃহঋণের জন্য আবেদন করেন। তাঁর দাবি, ২০২১ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর ঋণটি অনুমোদিত হয় এবং প্রথম পর্যায়ে তাঁকে ৯ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়া হয়।

অভিযোগকারীর দাবি, গৃহঋণের প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে তৎকালীন শাখা ব্যবস্থাপক সুরজিৎ মল্লিক তাঁকে কয়েকটি টাকা উত্তোলনের রসিদে স্বাক্ষর করতে বলেন। ব্যাংক কর্তৃপক্ষের ওপর আস্থা রেখে তিনি ওই রসিদগুলিতে স্বাক্ষর করেছিলেন বলে জানিয়েছেন দিলীপবাবু।

তবে পরবর্তীতে তাঁর অভিযোগ, ওই স্বাক্ষর করা টাকা উত্তোলনের রসিদ তাঁর অজ্ঞাতসারে ব্যবহার করে বিভিন্ন সময়ে তাঁর সঞ্চয়ী হিসাব থেকে টাকা তোলা হয়। ব্যাংকের নথি ও স্টেটমেন্ট পর্যালোচনা করে তাঁর দাবি, তাঁর সঞ্চয়ী হিসাব থেকে মোট ১১ লক্ষ ৯৪ হাজার ৫৬৯ টাকা উত্তোলন করা হয়েছে। পাশাপাশি, তাঁর ঋণ হিসাবে মোট ২২ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা ঋণের পরিমাণ দেখানো হয়েছে বলেও তিনি অভিযোগ করেছেন।

অভিযোগপত্রে আরও একটি ঋণের বিষয় উল্লেখ করেছেন দিলীপ কুমার দাস। তাঁর দাবি, ২০২২ সালে তাঁকে কর্মসংস্থান সংক্রান্ত শংসাপত্র জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে তাঁর নামে ২ লক্ষ ৪২ হাজার টাকার একটি ঋণ ১৮ মার্চ ২০২২ তারিখে অনুমোদন ও উত্তোলন করা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ইং
৪ আশ্বিন, মঙ্গলবার ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

পাকের ফাঁদে পড়বে বাংলাদেশ

নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সাক্ষাতের আগেই শেহবাজ শরিফের সঙ্গে বৈঠক করিবেন তারেক রহমান। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর দফতরের জানানো হয়েছে, রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে ভাষণ দেওয়ার আগেই নিউ ইয়র্কে সকাল-সকাল পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করগবেন। যাহা দুই রাষ্ট্রনেতার প্রথম আনুষ্ঠানিক বৈঠক হইতে চলি আছে। তবে সেই দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে কী কী বিষয়ে আলোচনা হবে, সে বিষয়ে ঢাকার তরফে কোনও উচ্চবাচ্য করা হয়নি।কূটনৈতিক মহলের অবশ্য ধারণা, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর বৈঠকে মক্কা চুক্তির বিষয়ে আলোচনা হতে পারে। যখন থেকে সৌদি আরব, তুরস্ক এবং পাকিস্তানের মধ্যে মক্কা চুক্তির স্বাক্ষর হয়েছে, তখন থেকেই কোনওরকম আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণ ছাড়াই সেই বিষয়টি নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের শীর্ষ মহল থেকে বাড়তি 'উন্মাদনা' দেখানো নিতে ছিল। সেই চুক্তিকে ''ইসলামিক ন্যাটোর'' রূপ দেখাইয়া একাধিক বয়ান দিয়াছে ঢাকা।কিন্তু সৌদি আরবে হুথি গোষ্ঠীর আক্রমণের পরই পাকিস্তানের আসল স্বরূপটা ফাঁস হ ইয়ে গিয়েছে। মুখে মক্কা চুক্তি বাস্তবায়নের হুংকার দিলেও প্রকৃতপক্ষে সৌদির থেকে মুখ ঘুরিয়ে ইসলামাবাদ পালিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। সেই পরিস্থিতিতে মক্কা চুক্তির ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। আর সেইসময় হাতেগরম প্রমাণ দেখেও বাংলাদেশ ইসলামাবাদের কথায় 'নাচবে' কিনা, সেদিকে তাকিয়ে আছে কূটনৈতিক মহল। আর সেই মক্কা চুক্তির পাশাপাশি প্রতিরক্ষা, শিক্ষা-সহ একাধিক বিষয় নিয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে আলোচনা হতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। কূটনৈতিক মহলের মতে, ভারতকে চাপে রাখতে বাংলাদেশের সঙ্গে দহরম-মহরম বাড়ানোর চেষ্টা করবে পাকিস্তান। মহম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার যেমন ইসলামাবাদের দিকে ঝুঁকেছিল, সেরকমই করিতে চাইবে পাকিস্তান। মহলের মতে, পাকিস্তানে যেহেতু সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠিয়াছে, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস ব্যবহার করাই কার্যত অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে, তাহা থেকে নজর এড়াইতে ইসলামাবাদের এখন 'নাটক' প্রয়োজন। সেই 'নাটকের' অংশ হিসেবে ভারত এবং বাংলাদেশের সম্পর্কে চোনা ফেলিবার চেষ্টা যদি পাকিস্তান করে, তাতে অবাক হওয়ার কিছুই নাই বলিয়া মনে করিতেছে সংশ্লিষ্ট মহল।

এশিয়ান গেমসে শুটিংয়ে ভারতের তিন পদক, ১০ মিটার এয়ার রাইফেলে রৌপ্য-রূপা ও ব্রোঞ্জ

আইচি-নাগোয়া, জাপান, ২১ সেপ্টেম্বর: ২০তম এশিয়ান গেমসে শুটিংয়ে ভারতের দারুণ পারফরম্যান্স অব্যাহত রয়েছে। প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় দিনে পুরুষদের ১০ মিটার এয়ার রাইফেলে ব্যক্তিগত বিভাগে রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ এবং দলগত বিভাগে রৌপ্য পদক জিতেছেন ভারতের শুটাররা। পুরুষদের ১০ মিটার এয়ার রাইফেলের ব্যক্তিগত ফাইনালে রৌপ্য পদক জিতেছেন হিমাংশু থিলোঁ। ব্রোঞ্জ পেয়েছেন রুদ্রাঙ্ক্ষ পাটিল। এই ইভেন্টে সোনা জিতেছেন চিনের শেং লিহাও।

সকালের যোগ্যতা পর্বের ফলের ভিত্তিতেই দলগত পদকের সিদ্ধান্ত হয়। ভারতের হয়ে রুদ্রাঙ্ক্ষ পাটিল ৬৩১.৮ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয়, হিমাংশু থিলোঁ ৬৩০.০ পয়েন্ট নিয়ে সপ্তম এবং পার্থ মানে ৬২৮.৩ পয়েন্ট নিয়ে শেষ করেন। তিনজনের সম্মিলিত স্কোর ১৮৯০.১ পয়েন্ট। এই স্কোরের সুবাদে ভারত দলগত বিভাগে রৌপ্য পদক নিশ্চিত করে। চিন ১৮৯৯.০ পয়েন্ট নিয়ে প্রথম এবং দক্ষিণ কোরিয়া ১৮৮৪.২ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় হয়।

যোগ্যতা পর্বে ব্যক্তিগতভাবে সেরা আটের মধ্যে থাকায় রুদ্রাঙ্ক্ষ ও হিমাংশু ব্যক্তিগত ফাইনালেও অংশ নেন। আট শুটারের এই ফাইনালে শুরু থেকেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল তীব্র।

রুদ্রাঙ্ক্ষ প্রথম দুই সিরিজে যথাক্রমে ৫২.৮ ও ৫৩.২ পয়েন্ট সংগ্রহ করে শুরুতে এগিয়ে যান। ১২টি শটের পর তাঁর স্কোর ছিল ১২৭.৪, যেখানে হিমাংশুর ১২৬.৬ এবং শেং লিহাওয়ের ১২৬.৩ পয়েন্ট। ১৬টি শটের পর চিনের শেং ১৬৮.৮ পয়েন্ট নিয়ে এগিয়ে যান। হিমাংশু ও রুদ্রাঙ্ক্ষ তখন ১৬৮.৬ পয়েন্টে ছিলেন।

শেষদিকে হিমাংশুর ধারাবাহিকতা তাঁকে পদকের লড়াইয়ে ধরে রাখে। অন্যদিকে ২২তম শটের পর ৯.৭ স্কোরের কারণে রুদ্রাঙ্ক্ষ প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে যান। তিনি ২৩০.৯ পয়েন্ট নিয়ে ব্রোঞ্জ পদক নিশ্চিত করেন।

এরপর সোনা ও রৌপ্যের জন্য হিমাংশু এবং শেং লিহাওয়ের মধ্যে লড়াই হয়। শেষ দুই শটে দুজনেই ১০.৬ স্কোর করেন। শেষ পর্যন্ত শেং ২৩৩.০ পয়েন্ট নিয়ে সোনা এবং হিমাংশু ২৩১.০ পয়েন্ট নিয়ে রৌপ্য পদক জেতেন।

এই তিন পদকের ফলে এশিয়ান গেমসের শুটিংয়ে ভারতের মোট পদকসংখ্যা দাঁড়াল তিন। এর আগে মহিলাদের ১০ মিটার এয়ার রাইফেল দলগত বিভাগে একটি রৌপ্য পদক জিতেছিল ভারত। অর্থাৎ, এখনও পর্যন্ত ভারতের তিনটি পদকই এসেছে শুটিংয়ের একই ইভেন্ট ১০ মিটার এয়ার রাইফেল থেকে।

মাসুল গুনবে বাকি পৃথিবী

ডগলাস রাশকফ নিউ ইয়র্কে থাকেন। মিডিয়া তত্ত্ব এবং ডিজিটাল অর্থনীতির বিশেষজ্ঞ। মানুষের জীবনে ডিজিটাল প্রযুক্তির কী প্রভাব পড়ছে এবং পড়তে চলেছে, এটাই তাঁর দীর্ঘ দিনের চর্চা ও অনুসন্ধানের বিষয়। অধ্যাপনার পাশাপাশি এই বিষয়ে বিভিন্ন কোম্পানি বা সংগঠনের উপদেষ্টা হিসাবেও কাজ করেন। অনেকগুলি বহুলপ্রচারিত এবং পুরস্কৃত বই লিখেছেন, ''টিম হিউম্যান'' নামে একটি পডকাস্ট চালান, ২০১২ সালে এমআইটি টেকনোলজি রিভিউ প্রণীত বিশ্বের প্রথম দশ জন 'প্রভাবশালী ব্যক্তি'র তালিকায় তাঁর স্থান ছিল ছ'নম্বরে। গত বছর প্রকাশিত তাঁর নতুন বইয়ের নাম: সারভাইভাল অব দ্য রিচেস্ট, অর্থাৎ ধনকুবেরদের বেঁচে থাকা।

মনে হতেই পারে, এই নিয়ে আম আদমির মাথা ঘামানোর কী আছে? উত্তর সহজ। ডগলাসের বক্তব্য, কর্পোরেট দুনিয়ার তিমি এবং তিমিঙ্গিলেরা জানেন যে তাঁদের মুনাফা বাড়ানোর দুর্নিবার অভিযানের তাড়নায় পৃথিবীতে বিপর্যয় কেবল অবশ্যম্ভাবী নয়, শিয়রে সমাসন্ন। কিন্তু অভিযান বন্ধ করার কোনও পরিকল্পনা তাঁদের নেই। শেষের সে দিন উপস্থিত হলে তাঁরা নিজেদের কী করে বাঁচাবেন সেটাই ওই মহাশক্তিধরদের চিন্তার বিষয়। এবং এক কথায় সে-প্রশ্নের উত্তর হল: তাঁরা পালাবেন। হ্যাঁ, যাঁদের সম্পদ এবং ক্ষমতা বাড়ানোর মাসুল গুনতে পৃথিবীর প্রকৃতি-পরিবেশ প্রতিনিয়ত সর্বনাশের অতলান্ত গহ্বরের দিকে চলেছে, সর্বনাশ ঘটলে তাঁরা সেই আদি মন্ত্রের সাধন করবেন: যঃ পলায়তে স জীবতি। এমন পরিকল্পনা নিয়ে এখন মাথা না ঘামালে কবে ঘামাব? তলিয়ে যাওয়ার পরে?

ডগলাস তাঁর বই শুরু করেছেন একটি অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়ে। বছরকয়েক আগে একটু অন্য রকমের এক আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন তিনি। উপদেষ্টা হিসাবেই, তবে কোনও কোম্পানির ব্যবসা বাঁচানোর বা বাড়ানোর উপদেশ দিতে নয়, কোনও বাণিজ্য সম্মেলনের বিশেষ অধিবেশনের বক্তা হিসাবেও নয়, স্বদেশের পাঁচ জন অতিবৃহতব্যবসায়ী নিভৃতে তাঁর মুখোমুখি বসে কিছু পরামর্শ নিতে চান। ডিজিটাল দুনিয়ার গতিপ্রকৃতি এবং ব্যবসায়িক সম্ভাবনার বিষয়ে নামজাদা বিশেষজ্ঞের পরামর্শ। অন্তত তেমনটাই বুঝেছিলেন ডগলাস, সেই মতো নিজের বক্তব্যও তৈরি করে নিয়ে গিয়েছিলেন। কার্যত জনহীন এক তেপান্তরের মাঝখানে অত্যাধুনিক কনভেনশন সেন্টার, তার একটি সভাকক্ষে যথাসময়ে বসানো হল তাঁকে, শ্রোতাদের সামনে। অল্পক্ষণের মধ্যেই বোঝা গেল, প্রযুক্তির বর্তমান এবং ভবিষ্যতসম্পর্কে বিশেষজ্ঞের নিজের বক্তব্য শোনার তাগিদ ওঁদের নেই, ওঁরা নিজেদের প্রশ্নমালা নিয়েই এসেছেন, তার উত্তর জানতে চান। প্রথম দিকে প্রশ্নগুলো এক ভাবে চলছিল। যেমন বিটকয়েন না এথেরিয়াম? ভার্চুয়াল রিয়ালিটি না অগমেন্টেড রিয়ালিটি? কোয়ান্টাম কম্পিউটারের দুনিয়ায় কে এক নম্বর হবে, গুগল না চিন? কিন্তু ডগলাসের মনে হচ্ছিল এগুলো গৌরচন্দ্রিকা মাত্র, ওঁরা আসলে অন্য কিছু জানতে চান।

অচিরেই ঝুলি থেকে বেরোল সেই প্রকৃত প্রশ্নমালা। ''নিউ জিল্যান্ড না আলাস্কা? জলবায়ু সঙ্কটের ফলে বিপর্যয়ের ধাক্কা কোথায় সবচেয়ে কম লাগবে?'' এর পরে পরিস্থিতি আরও খারাপ হল। বড়কর্তারা প্রশ্ন তুলতে লাগলেন, কোনটার ভয় বেশি: জলবায়ু পরিবর্তন না জৈব যুদ্ধ? বিপর্যয় ঘটার পরে বাইরের পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে বেঁচে থাকার জন্য (ভূগর্ভস্থ বাঙ্কারে বা অন্য আশ্রয়স্থলে) কত দিনের রসদ তৈরি রাখতে হবে? নিজস্ব বাতাস সরবরাহের আয়োজন রাখতে হবে কি? ভূমিজল বিষাক্ত হওয়ার সম্ভাবনা কতটা? অবশেষে একটি ব্রোকারেজ কোম্পানির কর্ণধার জানালেন, তিনি মাটির নীচে নিজস্ব বাঙ্কারের গোটা ব্যবস্থা প্রায় তৈরি করে ফেলেছেন, কিন্তু তাঁর প্রশ্ন হচ্ছে, ''ঘটনাটা ঘটে যাওয়ার পরে আমার নিরাপত্তা রক্ষীদের উপরে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখব কী করে?'' ঘটনা? কোন ঘটনা? অনেক কিছুই হতে পারে। প্রকৃতি-পরিবেশের চরম বিপর্যয়। দুনিয়ার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে অভূতপূর্ব খাদ্য সঙ্কট। চূড়ান্ত সামাজিক অস্থিরতা। পারমাণবিক অঘটন। অদম্য ভাইরাসের হানা। ডিজিটাল দস্যুর আক্রমণে কম্পিউটার ব্যবস্থার মহাপ্রলয়। এই সব কিছুই ওঁদের কাছে ঘটনা। ''দি ইভেন্ট''। ডগলাস লিখছেন, ''বাকি সময়টা কেটে গেল ওই একটি প্রশ্নের আলোচনাতেই। ওঁরা জানেন, হানাদার কিংবা ক্রুদ্ধ জনতার আক্রমণ থেকে নিজেদের আশ্রয়স্থলকে বাঁচানোর জন্য সশস্ত্র রক্ষীদের মোতায়েন করতেই হবে। এক জন ইতিমধ্যেই ডজনখানেক (অবসরপ্রাপ্ত) নেভি সিল-এর পাকা বন্দোবস্ত করে রেখেছেন, তিনি নির্দিষ্ট সঙ্কেত দিলেই তারা চলে আসবে।'' কিন্তু ক্রিপ্টোকারেন্সির গোটা ব্যবস্থাটাই অচল হয়ে পড়লে তাদের মজুরি দেবেন কী করে? এবং লাখ লাখ ডলার মাইনের দুর্ধর্ষ রক্ষীরা শেষ পর্যন্ত নিজেদের হাতে সব ক্ষমতা তুলে নিতে চাইলে আটকাবেন কী উপায়ে? এ সব চিন্তায় অর্বুদপতিরা ভয়ানক উদ্বিগ্ন।

সংক্ষিপ্ত বৈঠক সেরে নিউ ইয়র্কে ফিরেই ডগলাস রাশকফ এই অভিজ্ঞতা নিয়ে একটি লেখা পোস্ট করেন। এবং ক্রমাগত নানা মাপের কোটিপতিদের অনুরোধ-বার্তা পেতে থাকেন ওই পাঁচ জনের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া যায় কি? তাঁরা তৈরি থাকতে চান, যাতে ''ঘটনাটা'' ঘটলে আত্মরক্ষা করা যায়। কেউ কেউ আবার ঝোপ বুঝে বাঙ্কার-টাঙ্কার তৈরি করার ব্যবসায় নেমেছেন, অনেকেই যথেষ্ট লগ্নি করার লোক পাচ্ছেন না, তাঁরা শাঁসালো খদ্দের ধরতে ততর, ডগলাস কি সে ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবেন?

বিপর্যয় ঘটলে লোকে আত্মরক্ষার আগাম ব্যবস্থা করে রাখতে চাইবে, সে আর বেশি কথা কী? যার যেমন ক্ষমতা, সে সেই অনুসারে খরচাপাতি করবে, সেটাও নিতান্তই স্বাভাবিক। কেউ মাটির নীচে বাঙ্কার তৈরি রাখবে, কেউ একখানা দ্বীপ কিনে সেখানে মালপত্র রেডি রাখবে যাতে দরকার বুঝলেই প্রাইভেট জেট নিয়ে কেটে পড়া যায়, কেউ বা মঙ্গলগ্রহে উপনিবেশ বসানোর পরিকল্পনা করবে। এর কোনওটাই কল্পনা নয়, অনেক দিন ধরেই বিভিন্ন দেশে এমন সব প্রস্তুতি চলছে, যার একটা বিরাট অংশ স্বাভাবিক কারণেই গোপন অথবা অতি গোপন। কিন্তু সে-দিনের বৈঠক এবং তার পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহের অভিজ্ঞতা থেকে যে ব্যাপারটা ডগলাসকে নাড়া দেয়, তা হল একটি ''মাইন্ডসেট'' মানসিকতা। যাঁরা অতিকায় পুঁজির মালিক কিংবা সেই পুঁজির সাম্রাজ্যে বড় বড় আসনে অধিষ্ঠিত, তাঁদের এক বিরাট অংশের মানসিকতা। তাঁরা বিলক্ষণ জানেন, ক্রমাগত এই সাম্রাজ্য বিস্তারের পরিণামে পৃথিবী আর তার মানুষের জীবনে গভীর সঙ্কট প্রতিনিয়ত গভীরতর হয়ে উঠছে, আক্ষরিক অর্থেই বিপর্যয় শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সাম্রাজ্য বিস্তারই তাঁদের অভিধানে সাফল্যের একমাত্র অর্থ, বস্তুত তার সংজ্ঞা। সুতরাং ব্রেক কষা চলবে না, ফেরার তো কোনও প্রশ্নই নেই। তাঁরা বুঝতে পারছেন, সাফল্য মানেই বিপর্যয়ের সলতেয় স্ফুলিঙ্গটির আর একটু এগিয়ে আসা। আর সে কারণেই, বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী জেনেই, আত্মরক্ষার আয়োজন। স্থলে, জলে, অন্তরিক্ষে দুর্ভেদ্য আশ্রয় নির্মাণের রকমারি প্রকল্পে লগ্নি। যে যত সফল, তার লগ্নির ক্ষমতা তত বেশি, তার প্রকল্প তত জোরদার।

শেষ অবধি আত্মরক্ষা হবে কি? কেউ জানে না। জানা সম্ভব নয়, কারণ ''ঘটনাটা'' কী চেহারা নেবে, তার কোনও নিশ্চিত অঙ্ক নেই। নেই বলেই প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞকে নিভৃতে ডেকে নিয়ে গিয়ে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যেতে হয়, যাতে আরও একটু ভাল করে পথের সন্ধান মেলে। পালাবার পথ। নিজেদের সাফল্যের গ্রাস থেকে পালাবার পথ। বাকি পৃথিবী? তারা হল সাফল্যের কাঁচামাল, সুতরাং অন্তিমে তার বর্জ্য পদার্থ। শেষ দৃশ্যে তাদের ফেলে রেখে চম্পট দিতে হবে। এটাই সাফল্য, সমৃদ্ধি, উন্নয়নের পরিণাম। ডগলাস লিখেছেন, ''সমাজের মহান বিজয়ীদের সঙ্গে বসে আমদানি-করা আইসবার্গ গলানো জলে চুমুক দিতে দিতে এবং শেষের সে-দিনের নানা সম্ভাবনা নিয়ে কথা বলতে বলতে উপলব্ধি করেছিলাম, ওঁরা আসলে পরাজিত, ব্যর্থ। ওই মহাধনীরা অর্থনীতির খেলায় জিতছেন না, ওঁরা সেই খেলার ভয়ঙ্কর বিকৃত নিয়মগুলির শিকার।''

ডগলাস রাশকফ নিজেকে মার্কবাদী মিডিয়া-তত্ত্ববিদ বলে অভিহিত করেছেন। মার্কবাদী বলতে তিনি ঠিক কী বোঝেন, জানা নেই। তবে কার্ল মার্ককে যথেষ্ট মনে রাখলে জয় এবং পরাজয়, সাফল্য এবং ব্যর্থতা, সমৃদ্ধি এবং সর্বনাশের এই অঙ্গাঙ্গি সম্পর্কের ব্যাপারটা তাঁকে কিছুমাত্র অবাক করতে পারত না। মার্ক তো খুব পরিষ্কার করেই দেখিয়েছিলেন যে অনন্ত এবং বেলাগাম আত্মস্ফীতির অভিযান চালিয়ে যাওয়াই পুঁজির ধর্ম, আর সেই ধর্ম পালনের পথই প্রকৃতি-পরিবেশের চরম বিপর্যয়ের দিকে চূড়ান্ত ''মেটাবলিক ভাঙন''-এর দিকে নিয়ে যায়। পুঁজিতন্ত্রের পরাক্রমী তান্ত্রিকরা দুর্ভেদ্য বাঙ্কারে কিংবা মাঝদরিয়ায় মোতায়েন জাহাজনগরীতে অথবা সিধে মঙ্গলগ্রহে পাড়ি দেওয়ার আয়োজন করবেন, এতটা অবশ্য তিনি ভাবেননি।

একশো বছর পরে বিশ্রাম

সপ্তাহে সত্তর ঘণ্টা কাজের ''সুপরামর্শ'' নিয়ে সম্প্রতি ভারতে খুব হইচই হচ্ছে। এমনিতে দুনিয়ার জনমত ক্রমেই ঢলে পড়ছে পাঁচ দিনের পরিবর্তে সপ্তাহে চার দিন কাজের পক্ষে। অতিমারি আবার ''ওয়ার্ক ফ্রম হোম''-কে স্বাভাবিক কর্মসংস্কৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছে। কিছু অতিধনী ব্যবসায়ী অবশ্য মাঝেমধ্যেই কর্মীদের কাজের সময় বৃদ্ধির কথা বলেন। ২০১৯ সালে চিনের ধনীতম ব্যক্তি জ্যাক মা সরাসরি সওয়াল করলেন সে দেশের বিতর্কিত ''৯-৯-৬'' নীতির পক্ষে সকাল ন''টা থেকে রাত ন'টা পর্যন্ত ছ''দিন, অর্থাতসপ্তাহে ৭২ ঘণ্টার কর্মসংস্কৃতি। গত নভেম্বরেই টুইটার অধিগ্রহণের পর কর্মীদের হুঁশিয়ারি দিলেন ইলন মাস্ক: টিকে থাকতে হলে তাঁদের প্রস্তুত থাকতে হবে সপ্তাহে ৮০ ঘণ্টা কাজ করার জন্য। ইনফোসিস-এর সহপ্রতিষ্ঠাতা নারায়ণমূর্তির কথার সুর এর থেকে বিশেষ আলাদা নয়।

বিতর্কে উঠে এসেছে অনেক মতামত। জানা যাচ্ছে, জিডিপি-র নিরিখে বিশ্বের প্রথম দশটি দেশের মধ্যে ভারতে কর্মীদের গড় কর্মসময় নাকি সবচেয়ে বেশি। মাত্রাছাড়া কাজ করলে ক্লান্তি এবং একঘেয়েমির ফলে উতাদন কমতে পারে, মনে করিয়েছেন অনেকে। কেউ কেউ বলেছেন, কাজের সময়কাল নয়, তার গুণমানই মুখ্য। অনেকেই জোর দিয়েছেন কর্মজীবন এবং ব্যক্তিজীবনের সুষ্ঠু সমন্বয়ে। নিয়োগকারী ৪০ ঘণ্টার মাইনে দিয়ে ৭০ ঘণ্টার কাজ চাইতে পারেন না, এমন কথাও শোনা গিয়েছে। কর্মীদের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য এবং মানসিক শান্তি নিয়েও উদ্বিগ্ন অনেকে। সফল হওয়ার জন্য কত

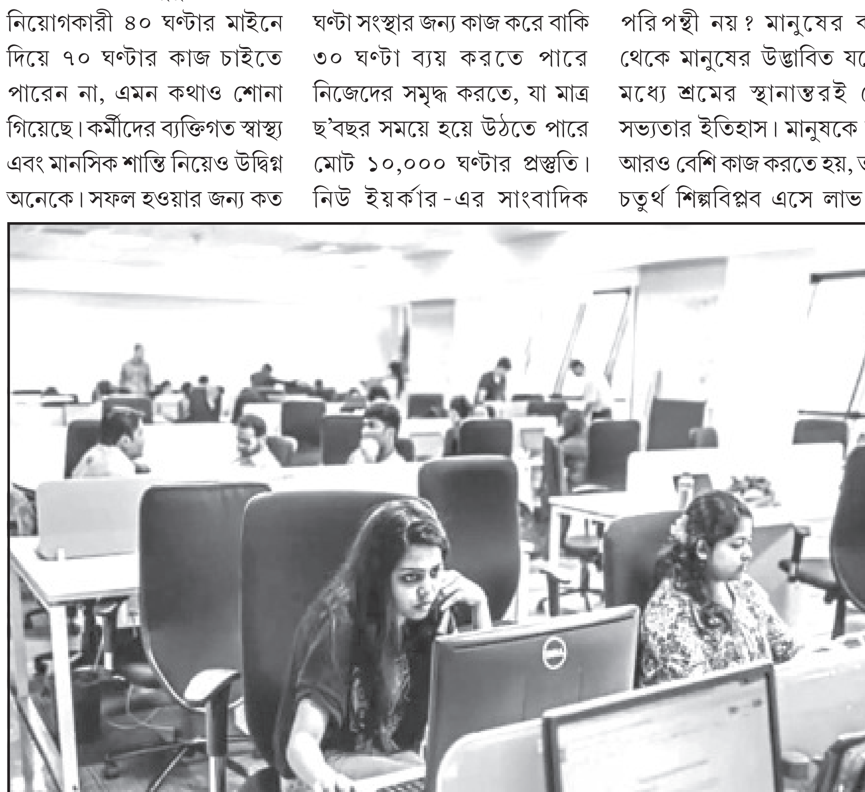

ক্ষণ কাজ করা প্রয়োজন? ২০০৬ সালে হার্ভার্ড বিজনেস রিভিউ-এ প্রকাশিত এক নিবন্ধে দেখছি, আমেরিকার উচ্চ-আয়ের মানুষদের ৬২ নাকি সপ্তাহে অন্তত ৫০ ঘণ্টা কাজ করেন। তাঁদের মধ্যে প্রতি দু'জনের এক জন সপ্তাহে কাজ করেন অন্তত ৬০ ঘণ্টা, ছ'জনের এক জন করেন সপ্তাহে ৮০ ঘণ্টারও বেশি। কর্পোরেট কর্তারা ইদানীং বলছেন, তরুণ প্রজন্ম সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টা সংস্থার জন্য কাজ করে বাকি ৩০ ঘণ্টা ব্যয় করতে পারে নিজেদের সমৃদ্ধ করতে, যা মাত্র ছ'বছর সময়ে হয়ে উঠতে পারে মোট ১০,০০০ ঘণ্টার প্রস্তুতি। নিউ ইয়র্কার-এর সাংবাদিক ম্যালকম গ্ল্যাডওয়েল তাঁর বই আউটলায়ার-এর মাধ্যমে জনপ্রিয় করেছিলেন এই সূত্রটা যে কোনও ক্ষেত্রে সত্যিকারের দক্ষতা অর্জনের চাবিকাঠি হল সঠিক উপায়ে অন্তত ১০,০০০ ঘণ্টার অনুশীলন।

তা হলে কি সত্যিই রোজকার কাজের সময় বাড়ানো উচিত সাধারণ মানুষের? সপ্তাহে ৭০ বা ৮০ ঘণ্টা, কিংবা তারও বেশি? এটা কি সভ্যতার স্বাভাবিক নিয়মের পরিপন্থী নয়? মানুষের কাছ থেকে মানুষের উদ্ভাবিত যন্ত্রের মধ্যে শ্রমের স্থানান্তরই তো সভ্যতার ইতিহাস। মানুষকে যদি আরও বেশি কাজ করতে হয়, তবে চতুর্থ শিল্পবিপ্লব এসে লাভ কী হবে? ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ জন মেনার্ড কেন্স ১৯৩০ সালে ''ইকনমিক পসিবিলিটিজ ফর আওয়ার গ্র্যান্ডচিলড্রেন'' শীর্ষক একটি নিবন্ধে কিছু ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন শতবর্ষ পরে তাঁর নাতি-নাতনিদের সামাজিক জীবন এবং অর্থনৈতিক অবস্থা বিষয়ে। আসলে বিশিষ্ট চিন্তাবিদদের একটি বৃহত গোষ্ঠীকেই অনুসরণ করেছেন কেন্স, যাঁদের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল উতাদনশীলতা বৃদ্ধির ফলে ন্যূনতম সময়ের বেশি শ্রমের প্রয়োজনীয়তা থাকবে না মানুষের। কর্মকাল হ্রাসের ফলে জনগণের পক্ষে দিনযাপন করাই হবে অত্যন্ত কঠিন। এক শতাব্দী সময়কালের মধ্যে বিপুল আয়বৃদ্ধির ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন কেন্স। ফলে মানুষের জীবনযাত্রাও উচ্চতর হতে বাধ্য। কেন্স লিখছেন, সেই অভূতপূর্ব প্রায়-অবসরের সময়কালে মানুষ কাজ করবে দৈনিক তিন ঘণ্টা করে সপ্তাহে মোট পনেরো ঘণ্টা; বাড়তি সময়কে কাজে লাগিয়ে মানুষ নিজের জন্য করবে কিছু! আজকের কর্মসংস্কৃতির রকমসকম দেখে বলা চলে, এ গ্রহের সার্বিক শ্রমনীতির ভবিষ্যতগতিপ্রকৃতি অনুমানে ব্যর্থই হয়েছিলেন কেন্স।

সত্যিই কি ভুল বলেছিলেন কেন্স? চিনের কুখ্যাত ''৯-৯-৬'' সংস্কৃতির ঢাক পেটানোর মাসকয়েক পরেই শাংহাইতে বিশ্ব কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্মেলনে জ্যাক মা বলেছিলেন, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি এবং শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার ঠিকমতো হলে পরবর্তী দশ-বিশ বছরেই দিনে চার ঘণ্টা করে তিন দিন, অর্থাৎ সপ্তাহে ১২ ঘণ্টা কাজ করাই যথেষ্ট হতে পারে মানুষের। বিশ শতকে বিদ্যুতযেমন পাল্টে দিয়েছিল সাধারণ মানুষের কাজ আর অবসরের ধারণাকে, একুশ শতকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাই সেই আলিবাবার রত্নগুহার চিচিং ফাঁক মন্ত্র। যে গুহায় প্রবেশাধিকারই জনগণকে দিতে পারে ''মানুষ'' হিসাবে নিজেদের উপভোগের জন্য আরও বেশি সময়। তাঁর কথা ঠিক হলে, ২০৩০-এর আগে-পরেই তো আমাদের পৌঁছে যাওয়া উচিত কেন্স-বর্ণিত সেই স্বপ্নের ইস্টিশনে। তবু, দিনের শেষে সে স্টেশনখানা হয়তো আরব্য উপন্যাসের মতো স্বপ্নের জগতহয়েই থেকে যাবে। এ গ্রহের শ্রম আইনগুলি বোধ হয় কিছুতেই সেই সীমান্ত ছুঁতে পারবে না অদূর ভবিষ্যতে। আমরা ৪০, ৭০, কিংবা ৮০ ঘণ্টা, অথবা সপ্তাহে পাঁচ দিন না চার দিন কাজ করা উচিত, সেই সব আলোচনাতেই ক্লান্ত হতে থাকব। গুণোত্তর প্রগতির ছন্দে ঊর্ধ্বগামী প্রযুক্তি আর উৎপাদনশীলতার রেখচিত্রের সঙ্গে শ্রমনীতির অতলান্তিক ফারাকের কারণও হয়তো বিশ্লেষণ করতে বসবেন একুশ শতকের কোনও দিকপাল চিন্তানায়ক। সঙ্গে তিনি আশাবাদী অনুমানও করতে পারেন ২১৩০ নাগাদ মানুষের শ্রম - সপ্তাহের পরিমাণের। তা প্রমাণ- অপ্রমাণের দায় অবশ্য আমাদের নাতিপুতিদের।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সোমবার প্রদেশ কংগ্রেস কার্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন কংগ্রেস মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী। ছবি নিজস্ব

রুশ তেল ক্রেতাদের উপর নতুন মার্কিন নিষেধাজ্ঞার আইন খতিয়ে দেখছে ভারত: পীযূষ গোয়াল

নয়াদিল্লি, ২১ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): রুশ তেল কেনা দেশগুলির উপর নতুন আইনের আওতায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে শুল্ক আরোপ করতে পারে, তার বিস্তারিত আগে খতিয়ে দেখা হবে বলে সোমবার জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়াল। তিনি বলেন, বিষয়টি নিয়ে "উপযুক্ত সময়ে" আলোচনা করা হবে।

নয়াদিল্লিতে এক অনুষ্ঠানে 'লিন্ডসে ও. গ্রাহাম স্যাংশনিং রাশিয়া অ্যান্ড ইরান অ্যাক্ট, ২০২৬' নিয়ে প্রশ্ন করা হলে পীযূষ গোয়াল বলেন, "বিস্তারিত তথ্য এখন সামনে আসছে। আমরা সেগুলি খতিয়ে দেখব এবং উপযুক্ত সময়ে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব।"

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ১৮ সেপ্টেম্বর এই আইনটিতে স্বাক্ষর করেছেন। নতুন আইনের ফলে রুশ তেল ও গ্যাস কেনা অব্যাহত রাখা দেশগুলির উপর সর্বোচ্চ ১০০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপের ক্ষমতা পেতে পারে মার্কিন প্রশাসন। এর ফলে ভারত ও চিনের মতো রুশ তেলের বড় ক্রেতা দেশগুলি থেকে আমেরিকায় রফতানি করা পণ্যের উপর অতিরিক্ত শুল্কের ঝুঁকি তৈরি হতে পারে।

তবে ১০০ শতাংশ শুল্ক কোনও স্বয়ংক্রিয়ভাবে কার্যকর হওয়া শুল্ক নয়। নতুন আইনের অধীনে মার্কিন প্রশাসন সর্বোচ্চ যে পরিমাণ শুল্ক আরোপ করতে পারবে, সেটিই ১০০ শতাংশ।

এদিকে, ভারত ও আমেরিকার মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে দুই দেশ নিয়মিত যোগাযোগ রাখছে। চলতি মাসের শেষ দিকে মিলওয়াকিতে অনুষ্ঠিতব্য জি২০ বাণিজ্যমন্ত্রীদের বৈঠকের সময় মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধি জেমিসন গ্রিয়ারের সঙ্গে পীযূষ গোয়ালের দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

মার্কিন হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভসে পাস হওয়া এই বিল ট্রাম্পকে রুশ তেল ও গ্যাসের শীর্ষ পাঁচ ক্রেতা দেশের উপর সর্বোচ্চ ১০০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপের বিস্তৃত ক্ষমতা দেয়। রুশ তেলের শীর্ষ দুই ক্রেতা দেশের মধ্যে ভারত ও চিন রয়েছে।

বিলটির আওতায় ইরানের জ্বালানি ও অস্ত্র ক্ষেত্রের উপরও ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। প্রয়াত মার্কিন সেনেটর লিন্ডসে গ্রাহামের নামে এই আইনের নামকরণ করা হয়েছে। চলতি বছরের জুলাইয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। রাশিয়ার সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে ইউক্রেনের অন্যতম জোরালো সমর্থক ছিলেন গ্রাহাম। আইনে এমন দেশগুলির জন্য কিছু ব্যতিক্রমের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে, যারা রাশিয়া থেকে নিজেদের প্রাকৃতিক গ্যাসের ১৫ শতাংশের কম আমদানি করে এবং রুশ গ্যাসের উপর নির্ভরতা কমানোর জন্য পদক্ষেপ করছে।

এছাড়া রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন, রুশ সরকারের শীর্ষ আধিকারিক, বিভিন্ন ব্যাংক এবং নিষেধাজ্ঞা এড়াতে ব্যবহৃত রাশিয়ার 'শ্যাডো ফ্লিট'-এর ট্যাঙ্কারগুলির বিরুদ্ধেও নিষেধাজ্ঞার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

ফরিদপুরে হিন্দু মন্দিরে চুরি, কালী প্রতিমা-সহ একাধিক ধর্মীয় সামগ্রী খোয়া গেল

ঢাকা, ২১ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): বাংলাদেশে হিন্দু ধর্মীয় উপাসনালয়ের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগের মধ্যেই ফরিদপুর শহরের উত্তর কালীবাড়ি মন্দির থেকে কালী প্রতিমা, স্বর্ণালংকার-সহ একাধিক ধর্মীয় সামগ্রী চুরির ঘটনা ঘটেছে। মন্দির কর্তৃপক্ষের উদ্ধৃতি দিয়ে স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে সোমবার এই খবর প্রকাশিত হয়েছে।

মন্দির পরিচালনা কমিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, শনিবার রাত সাড়ে ১০টা থেকে রবিবার ভোর পৌনে ৬টার মধ্যে চুরির ঘটনাটি ঘটে। চুরি যাওয়া সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে কষ্টিপাথরের কালী প্রতিমা, প্রতিমায় থাকা প্রায় ৭-৮ ভরি সোনার অলংকার, পিতলের ছোট বিষ্ণু, রাধাকৃষ্ণ ও মনসা প্রতিমা এবং শিবলিঙ্গের সঙ্গে জড়ানো প্রায় ৮-১০ ভরি ওজনের একটি রুপোর সাপ।

মন্দিরের পুরোহিত দেবী প্রসাদ চক্রবর্তী জানান, কালী প্রতিমাটি একটি শ্বেতপাথরের শিব প্রতিমার উপর স্থাপিত ছিল। চোরেরা শ্বেতপাথরের শিব প্রতিমাটি রেখে কেবল কালী প্রতিমাটি নিয়ে যায়। দুটি প্রতিমার কাঠামোর মোট ওজন প্রায় ৪০ কেজি এবং কালী প্রতিমাটির ওজন অন্তত ২০ কেজি বলে তিনি জানান।

পুরোহিতের বক্তব্য অনুযায়ী, মন্দিরের পূর্ব দিকে কাঠের দরজা ও কলাপসিবল গেট দিয়ে একটি কক্ষে প্রতিমাগুলি রাখা ছিল। চোরেরা প্রথমে তালা ভেঙে কাঠের দরজা খোলে এবং পরে চারটি তালা দিয়ে সুরক্ষিত লোহার শাটার গেটও ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করে।

মন্দির পরিচালনা কমিটির সভাপতি কুশল চক্রবর্তী জানান, মন্দিরের সিসিটিভি ক্যামেরাগুলি অকেজো ছিল। চুরি যাওয়া সামগ্রীর এখনও কোনও হদিশ মেলেনি। ভোর পৌনে ৬টার দিকে জাতীয় জরুরি পরিষেবা ৯৯৯-এ খবর দেওয়া হলে ফরিদপুর কোতোয়ালি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়।

ফরিদপুরের পুলিশ সুপার শাহরিয়ার মোহাম্মদ মিয়াজী এবং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মাহমুদুল হাসান ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। পরে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)-র একটি দল ঘটনাস্থল থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করে। চুরির ঘটনায় জড়িতদের শনাক্ত ও গ্রেফতারের জন্য পুলিশের একাধিক দল কাজ শুরু করেছে বলে জানান ওসি মাহমুদুল হাসান। সাম্প্রতিক সময়ে ফরিদপুরে মন্দির থেকে প্রতিমা চুরির আরও ঘটনা সামনে এসেছে। গত আগস্টে নগরকান্দার একটি শতাব্দীপ্রাচীন মন্দির থেকে রাধাকৃষ্ণ ও গোপাল প্রতিমা চুরি হয়েছিল। পরে পুলিশ ওই দুই প্রতিমা উদ্ধার করে এবং ঘটনায় চারজনকে গ্রেফতার করে বলে 'দ্য ডেইলি স্টার' জানিয়েছিল।

এদিকে, বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে বিভিন্ন অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগও রয়েছে। আওয়ামী লীগ সম্প্রতি দাবি করেছে, ২০২৪ সালের আগস্টের পর থেকে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা বিভিন্ন ধরনের বৈষম্য ও নির্যাতনের মুখে পড়েছে। দলটির এই অভিযোগগুলি রাজনৈতিক বক্তব্য হিসেবে এসেছে; এসব দাবির স্বাধীন যাচাই এই প্রতিবেদনে করা হয়নি।

সীমানা পুনর্বিন্যাস শেষ হওয়ার পরেই বিহারে পঞ্চায়েত নির্বাচন: মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী

পাটনা, ২১ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): চলতি সীমানা পুনর্বিন্যাসের কাজ শেষ হওয়ার পরেই বিহারে পঞ্চায়েত রাজ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে সোমবার জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, রাজ্যজুড়ে পঞ্চায়েতের প্রশাসনিক ও নির্বাচনী সীমানা নতুন করে নির্ধারণের কাজ চলছে এবং তা শেষ না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচন সংক্রান্ত কোনও প্রক্রিয়া শুরু হবে না।

পাটনায় আয়োজিত 'গ্রাম সংসদ বিহার চ্যাপ্টার' অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে পঞ্চায়েতগুলির সীমানা পুনর্নির্ধারণের প্রক্রিয়া চলছে। জনসংখ্যার ৭,৫০০-র মানদণ্ডকে ভিত্তি করে পঞ্চায়েতগুলির সীমানা পুনর্গঠন করা হবে।

মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণায় মুখিয়া, সরপঞ্চ, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য এবং জেলা পরিষদ সদস্য পদে নির্বাচনে লড়াইয়ের প্রস্তুতি নেওয়া সম্ভাব্য প্রার্থীদের মধ্যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কারণ সীমানা ও জনসংখ্যার বণ্টনে পরিবর্তন হলে সংশ্লিষ্ট এলাকার নির্বাচনী সমীকরণও বদলাতে পারে।

চৌধুরী বলেন, বিহারের বেশ কয়েকটি পঞ্চায়েতের ভৌগোলিক আয়তন অনেক বড় এবং জনসংখ্যাও যথেষ্ট বেশি। ফলে প্রশাসনিক পুনর্গঠন প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। নিজের গ্রামের উদাহরণ দিয়ে তিনি জানান, তাঁর গ্রামের জনসংখ্যা প্রায় ২০ হাজার হলেও বর্তমানে আরও তিনটি গ্রামের সঙ্গে মিলিয়ে একটি পঞ্চায়েত গঠন করা হয়েছে।

তিনি জানান, পঞ্চায়েতের সীমানা পুনর্বিন্যাসের জন্য রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে আবেদন করা হয়েছিল এবং সেই প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। এর ফলে বর্তমান পঞ্চায়েতগুলির গঠন ও সীমানায় পরিবর্তন আসতে পারে।

কিছু গ্রাম এক পঞ্চায়েত থেকে অন্য পঞ্চায়েতের আওতায় যেতে পারে। একই সঙ্গে নতুন পঞ্চায়েত তৈরি অথবা পুরনো পঞ্চায়েতগুলির পুনর্গঠনও হতে পারে। এর সরাসরি প্রভাব পড়তে পারে মুখিয়া, সরপঞ্চ, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদ নির্বাচনের নির্বাচনী সমীকরণে।

সম্ভাব্য প্রার্থীদের ক্ষেত্রে তাই চূড়ান্ত প্রশাসনিক সীমানা নির্ধারিত হওয়ার পরেই নির্বাচনী প্রস্তুতির বিস্তারিত পরিকল্পনা করা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। সীমানা পুনর্বিন্যাসের কাজ শেষ হওয়ার পরই নির্বাচনের প্রকৃত চিত্র আরও স্পষ্ট হবে।

অনুষ্ঠানে চৌধুরী তৃণমূল স্তরের প্রশাসনে নির্বাচিত পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের গুরুত্বের কথাও তুলে ধরেন। তিনি বলেন, সাধারণত মানুষ প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী বা জেলাশাসককে প্রশাসনিক ব্যবস্থার সবচেয়ে ক্ষমতাশালী ব্যক্তি হিসেবে মনে করলেও তৃণমূল স্তরে মুখিয়ার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মুখিয়ার উপর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব থাকে এবং মুখিয়া পদে নির্বাচন লড়াই করা সহজ নয়। তাঁর মতে, নির্বাচন যত তৃণমূল স্তরের দিকে যায়, প্রতিদ্বন্দ্বিতাও তত বেশি হয়। ওয়ার্ড সদস্য ও মুখিয়া নির্বাচনে স্থানীয় সম্পর্ক এবং সামাজিক সমীকরণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তৃণমূল স্তরের গণতন্ত্রের প্রসঙ্গ তুলে চৌধুরী বলেন, ভোটাররা অনেক সময় নিজেদের পছন্দের প্রার্থীর নাম গোপন রাখেন, এমনকি প্রতিবেশী বা পরিবারের সদস্যদের কাছেও তা প্রকাশ করেন না।

পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের দায়িত্ব এবং সরকারি সম্পদের বিষয়েও মুখ্যমন্ত্রী বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তিনি চাইবেন কেন্দ্রীয় সরকার বিহারের প্রয়োজনীয় সমস্ত অর্থ দিক। তবে বাস্তবে তা সবসময় সম্ভব নয়।

একইভাবে জেলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত স্তরের প্রতিনিধিদেরও সরকারি সম্পদের সীমাবদ্ধতা বুঝতে হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। তাঁর বক্তব্য, মানুষ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দায়িত্ব দেয় এবং শেষ পর্যন্ত কারা তাদের প্রতিনিধিত্ব করবেন, সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাও জনগণের হাতেই থাকে।

বিহারের পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থা নিয়ে চৌধুরী আরও দাবি করেন, বিহারে যে ধরনের সরপঞ্চের পদ রয়েছে, দেশের অন্য রাজ্যগুলিতে একই ধরনের পদ নেই এবং এটি বিহারের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

এসএএপি দফতরে ওয়াইএসআরসিপির বিক্ষোভ ঘিরে উত্তেজনা, পাল্টা প্রতিবাদে শিক্ষকরা

বিজয়ওয়াড়া, ২১ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): অন্ধ্রপ্রদেশের বিজয়ওয়াড়ায় শিক্ষক নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগ তুলে শিক্ষা মন্ত্রী নারা লোকেশের পদত্যাগের দাবিতে ওয়াইএসআর কংগ্রেস পার্টির (ওয়াইএসআরসিপি) বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে সোমবার স্পোর্টস অথরিটি অব অন্ধ্রপ্রদেশ (এসএএপি) দফতরের সামনে উত্তেজনা ছড়ায়। ওয়াইএসআরসিপির বিক্ষোভের পাল্টা প্রতিবাদে সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকরা সেখানে অবস্থান নেওয়ায় পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

ক্রীড়া কোটায় শিক্ষক নিয়োগে কথিত অনিয়মের অভিযোগ তুলে এসএএপি দফতরে বিক্ষোভের ডাক দিয়েছিল ওয়াইএসআরসিপি। দলের দাবি ছিল, শিক্ষা মন্ত্রী নারা লোকেশকে পদত্যাগ করতে হবে এবং 'মেগা ডিএসসি' শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে পূর্ণাঙ্গ সিবিআই তদন্ত করতে হবে।

অন্যদিকে, ক্রীড়া কোটায় নিয়োগ পাওয়া শিক্ষকরা ওয়াইএসআরসিপির অভিযোগকে 'মিথ্যা প্রচার' বলে পাল্টা প্রতিবাদে সামিল হন। নিজেদের অবস্থান জানাতে এবং এসএএপি কর্তৃপক্ষের কাছে স্মারকলিপি জমা দিতে তারা দফতর চত্বরে পৌঁছান। দুই পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে শুরু করলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। প্রায় হাতাহাতির পরিস্থিতি তৈরি হয়। প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে এলাকায় উত্তেজনা বজায় ছিল। শিক্ষকরা এসএএপি চত্বরের ভিতরে থাকলেও ওয়াইএসআরসিপি নেতাকর্মীরা মূল গেটের বাইরে বিক্ষোভ করছিলেন। সংঘর্ষ এড়াতে পুলিশ গেট বন্ধ করে দেয় এবং ওয়াইএসআরসিপির বেশ কয়েকজন নেতা ও কর্মীকে আটক করে।

ওয়াইএসআরসিপির অভিযোগ, শাসক তেলুগু দেশম পার্টি (টিডিপি)-র কর্মীরা শিক্ষকের ছদ্মবেশে তাদের কর্মীদের উপর হামলা চালান। পুলিশ ব্যারিকেড দিয়ে বিক্ষোভকারীদের এসএএপি দফতরের দিকে যেতে বাধা দেয়। লাব্বিপেট এলাকায় পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ লাঠিচার্জ করে এবং বেশ কয়েকজন নেতা-কর্মীকে আটক করে বলে দলটির অভিযোগ।

ওয়াইএসআরসিপি নেতারা দাবি করেন, তাদের বিক্ষোভ শান্তিপূর্ণ ছিল। শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে স্বাধীন তদন্তের পরিবর্তে কেন সরকার পুলিশি শক্তি প্রয়োগ করছে, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তারা।

দলের পিএসি সদস্য তথা প্রাক্তন ভিনুকোন্ডা বিধায়ক বোল্লা ব্রহ্মনাইডু বিক্ষোভে যোগ দিয়ে মেধাবী ও যোগ্য ডিএসসি প্রার্থীদের স্বার্থে প্রকৃত তথ্য সামনে আনতে পূর্ণাঙ্গ সিবিআই তদন্তের দাবি জানান।

ওয়াইএসআরসিপির অভিযোগ, টিডিপির সঙ্গে যুক্ত কয়েকজন ব্যক্তি শিক্ষকের পরিচয় দিয়ে এসএএপি চত্বরে ঢুকে লাঠি নিয়ে তাদের কর্মী ও ছাত্র শাখার নেতাদের উপর হামলা চালান। এতে বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন বলে দাবি করেছে দলটি। সংঘর্ষ ঠেকাতে পুলিশ ব্যর্থ হয়েছে এবং উল্টে তাদের কর্মীদের উপরই শক্তি প্রয়োগ করেছে বলেও অভিযোগ ওয়াইএসআরসিপির।

এদিকে, বিভিন্ন জেলা থেকে বিজয়ওয়াড়ার উদ্দেশে রওনা হওয়া ওয়াইএসআরসিপি নেতাদেরও পুলিশ আটক করে বলে দলটির দাবি। প্রাক্তন মন্ত্রী অম্বাতি রামবাবু, বনমা বালা বজ্রবাবু, অম্বাতি মুরলীকৃষ্ণ, নুরি ফাতিমা-সহ কয়েকজনকে কাজা টোল প্লাজার কাছে আটক করে পেদাকাকানি থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। ডিএসসি বিক্ষোভে যোগ দেওয়ার পর জাক্কামপুডি রাজা, পেরনি কৃষ্ণমূর্তি, নাগার্জুন যাদব-সহ কয়েকজনকে কৃষ্ণলঙ্কা থানায় আটক করা হয়।

ওয়াইএসআরসিপির মুখপাত্র কোন্ডা রাজীব বলেন, শিক্ষক নিয়োগের বিষয়ে প্রার্থীদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পরিবর্তে জোট সরকার পুলিশি শক্তি ব্যবহার করে দলের নেতা-কর্মীদের আটক করছে। তাঁর প্রশ্ন, "অন্ধ্রপ্রদেশে গণতান্ত্রিক শাসন চলছে, নাকি স্বৈরাচারী 'রেড বুক' শাসন চলছে?"

তিনি অভিযোগ করেন, জোট সরকার তথ্য-প্রমাণ এড়িয়ে যাওয়া, ভিন্নমত পোষণকারীদের ভয় দেখানো এবং হিংসার আশ্রয় নেওয়ার পথ অনুসরণ করছে। তাঁর দাবি, এই ধরনের দমন-পীড়নের মাধ্যমে সত্যকে চাপা দেওয়া যাবে না। যোগ্য ও মেধাবী প্রত্যেক প্রার্থী ন্যায়বিচার না পাওয়া পর্যন্ত এবং অনিয়মে জড়িত প্রত্যেকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়া পর্যন্ত আন্দোলন আরও জোরদার করা হবে।

রাজস্থানের পুরসভা নির্বাচনে অজমের ও পালিতে বিজেপি, বিকানেরে কংগ্রেসের জয়

জয়পুর, ২১ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): রাজস্থানের পুরসভা নির্বাচনে অজমের ও পালিতে বেশি সংখ্যক কাউন্সিলর জিতেও মেয়র পদে হেরে গেল কংগ্রেস। দুই পুরসভাতেই মেয়র পদ দখল করেছে বিজেপি। অন্যদিকে, বিকানের পুরসভায় কংগ্রেস নিজেদের নিয়ন্ত্রণ ধরে রেখেছে এবং অনিল কাল্লা মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন।

অজমেরে বিজেপির অনামিকা শর্মা ৪৩ ভোট পেয়ে মেয়র নির্বাচিত হন। ৮০টি ওয়ার্ডের মধ্যে বিজেপি ৩২টি আসনে জয় পেলেও কংগ্রেস ৩৭টি আসন জিতে বৃহত্তম দল হিসেবে উঠে এসেছিল। এছাড়া ১১ জন নির্দল কাউন্সিলর জয়ী হন। মেয়র নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য প্রয়োজন ছিল ৪১ ভোট।

পালিতে বিজেপির নমিতা বুবাকিয়া ৩৩ ভোট পেয়ে মেয়র নির্বাচিত হন। সেখানে বিজেপি ২১টি কাউন্সিলর আসনে জয় পায়, আর কংগ্রেস ২৯টি আসন নিয়ে বৃহত্তম গোষ্ঠী ছিল। কংগ্রেস প্রার্থী সুমিত্রা জৈন পান তিনটি ভোট। পালিতে ১৫ জন নির্দল কাউন্সিলর থাকায় মেয়র নির্বাচনে তাঁদের সমর্থন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

উদয়পুরেও মেয়র পদে জয় পেয়েছে বিজেপি। দলের পরশ সিংভি নির্বাচিত হন। ৮০টি ওয়ার্ডের মধ্যে বিজেপি ৫৩টি আসনে জয় পেয়ে স্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিল।

আলওয়ারে বিজেপির সুমনলতা আগরওয়াল ৪২ ভোট পেয়ে কংগ্রেস প্রার্থী কমলেশ শর্মাকে পরাজিত করেন। শর্মা পান ২৩ ভোট। অন্যদিকে, বিকানেরে প্রাক্তন মন্ত্রী বি ডি কাল্লার ভাইপো এবং কংগ্রেস নেতা অনিল কাল্লা মেয়র নির্বাচিত হন। ৮০টি ওয়ার্ডের মধ্যে কংগ্রেস ৪২টি আসনে জয় পেয়ে এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিল।

বারান জেলার আত্রু পুরসভায় কংগ্রেসের নিশা নৈনওয়াল তিন ভোটের ব্যবধানে বিজেপির কৃষ্ণ মুরারি দিলাওয়ারকে পরাজিত করেন। কৃষ্ণ মুরারি দিলাওয়ার রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী মদন দিলাওয়ারের ভাই।

এদিকে, শ্রীগঙ্গানগর জেলার শ্রী বিজয়নগর পুরসভায় চেয়ারপার্সন নির্বাচনের আগে উত্তেজনা ছড়ায়। কংগ্রেস সমর্থকদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষে এক পুলিশ আধিকারিকের মাথায় আঘাত লাগার খবর পাওয়া যায়। কংগ্রেস নেতা টিকরাম জুল্লির সঙ্গেও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) প্রিয়াঙ্কা রঘুবংশীর উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হয়।

অন্যদিকে, বাজুওয়ালা রোডের একটি নার্সারির কাছে তিন কাউন্সিলরকে ঘিরে গুলি চালানোর অভিযোগ ওঠে। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, ওয়ার্ড ২০-এর মঙ্গতরাম, ওয়ার্ড ২১-এর প্যারেলাল এবং ওয়ার্ড ১৩-এর নির্দল কাউন্সিলর বিজয় কুমারকে অপহরণ করা হয়েছে। তাঁদের পরিবারের সদস্যরা শ্রী বিজয়নগর থানায় অভিযোগ দায়ের করে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান। তবে গুলি চালানো ও অপহরণের অভিযোগগুলি রিপোর্ট লেখার সময় পর্যন্ত পুলিশ বা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করা হয়নি।

বারান জেলার অন্তা পুরসভায় কংগ্রেসের প্রদীপ নগর এক ভোটের ব্যবধানে চেয়ারপার্সন নির্বাচিত হন। তিনি বিজেপির ধনরাজ চৌরাসিয়ার ১৭ ভোটের বিপরীতে ১৮ ভোট পান। সেখানে কংগ্রেস ও বিজেপি উভয়েই ১৬টি করে কাউন্সিলর আসন জিতেছিল। বাকি তিনটি আসন ছিল নির্দলদের দখলে। তাঁদের মধ্যে দু'জন কংগ্রেসকে এবং একজন বিজেপিকে সমর্থন করেন। এর ফলে অন্তা পুরসভায় টানা চতুর্থবারের মতো নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখল কংগ্রেস।

সিকরাই পুরসভায় বিজেপির কৈলাশ বৈরওয়া এক ভোটের ব্যবধানে কংগ্রেস প্রার্থী কৈলাশ বাসওয়ালকে পরাজিত করেন। সাব-ডিভিশনাল রিটার্নিং অফিসার মনোজ ভার্মা তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান।

চুরু পুরসভায় বিজেপির বিনয় গোয়েঙ্কা ৩৪ ভোট পেয়ে চেয়ারপার্সন নির্বাচিত হন। কংগ্রেস প্রার্থী সঞ্জয় ভাটি পান ২৬ ভোট। খৈরতাল-তিজারা জেলার মুন্ডাওয়ার পুরসভায় বিজেপির মহেন্দ্র গুর্জর ৯ ভোটের ব্যবধানে কংগ্রেস প্রার্থী মনীষা বাই গুর্জরকে পরাজিত করে চেয়ারপার্সন হন। ভরতপুরে বিজেপির অনুরাধা সিং একাধিক কাউন্সিলরকে সঙ্গে নিয়ে মেয়র হিসেবে শপথ নিতে পৌঁছন। বাকি কাউন্সিলরদের পরের দিন শপথ নেওয়ার কথা রয়েছে।

পাঁচ পুরনো মামলায় গ্রেফতারি থেকে সুরক্ষা চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টে নন্দীগ্রামের কংগ্রেস প্রার্থী

কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): পশ্চিম মেদিনীপুরের নন্দীগ্রাম বিধানসভা উপনির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধান ২০০৭ সালের আরও পাঁচটি পুরনো মামলায় পুলিশের 'কঠোর পদক্ষেপ' থেকে অন্তর্বর্তী সুরক্ষা চেয়ে সোমবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন। গত সপ্তাহেই ২০০৭ সালের একটি পুরনো খুনের মামলায় তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছিল।বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য্যের একক বেঞ্চ আবেদনটি গ্রহণ করেছে। মামলাটির প্রথম শুনানি হবে ২২ সেপ্টেম্বর।গত ১৮ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় পূর্ব মেদিনীপুরের চণ্ডীপুর থেকে মিলন প্রধানকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশের দাবি, ২০০৭ সালে তৎকালীন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্যের নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট সরকারের আমলে জমি অধিগ্রহণ বিরোধী আন্দোলনের সময় দায়ের হওয়া একটি পুরনো খুনের মামলায় তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। দীর্ঘদিন আগেই অন্য কয়েকটি মামলাতেও তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়েছিল বলে পুলিশ জানিয়েছে।

পুলিশের দাবি, নির্বাচন কমিশন অব ইন্ডিয়ার (ইসিআই) নির্দেশ অনুযায়ী দীর্ঘদিন ধরে জারি থাকা নন-বেলেবল ওয়ারেন্ট (এনবিডব্লিউ) কার্যকর করতেই মিলন প্রধানকে গ্রেফতার করা হয়েছে।সোমবার কলকাতা হাইকোর্টে আবেদন দাখিলের পর মিলন প্রধানের আইনজীবী অয়ন ভট্টাচার্য্য বলেন, তাঁর মক্কেলকে ইতিমধ্যে একটি মলায় গ্রেফতার করা হয়েছে। ফলে আশঙ্কা রয়েছে, তাঁকে আরও পাঁচটি পুরনো মামলায় গ্রেফতার দেখানো হতে পারে।গত ১৮ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় মিলন প্রধানকে গ্রেফতার করা হয়। এর কিছুক্ষণ আগে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন যে তৃণমূল কংগ্রেসের তাঁর নেতৃত্বাধীন গোষ্ঠী নন্দীগ্রামে কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানকে সমর্থন করবে। তৃণমূলের ওই গোষ্ঠীর প্রার্থী সঞ্চিতা দে প্রধান নন্দীগ্রাম থেকে মনোনয়ন প্রত্যাহার করার পরই এই ঘোষণা করা হয়।পুলিশ জানিয়েছে, ২০০৭ সালের নন্দীগ্রাম আন্দোলনের সময় মিলন প্রধানের বিরুদ্ধে একটি খুনের মামলা দায়ের হয়েছিল। এছাড়াও খুনের চেষ্টা, খুনের উদ্দেশ্যে অপহরণ, প্রমাণ নষ্ট করা, অনধিকার প্রবেশ এবং অস্ত্র ব্যবহার করে অশান্তি ছড়ানোর মতো অভিযোগে মামলাও রয়েছে বলে পুলিশের দাবি।

ভারত-নিউজিল্যান্ড এফটিএ ২০ অক্টোবর থেকে কার্য্যকর হবে: পীযূষ গোয়েল

নয়াদিল্লি, ২১ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): ভারত ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) আগামী ২০ অক্টোবর থেকে কার্যকর হবে বলে সোমবার ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল।

সম্প্রতি নিউজিল্যান্ডের সংসদে এই চুক্তি ব্যাপক সমর্থন পেয়েছে। সংসদে ৯৩ জন আইনপ্রণেতা চুক্তির পক্ষে এবং ২৬ জন বিপক্ষে ভোট দেন। সমাজমাধ্যম 'এক্স'-এ পীযূষ গোয়েল লেখেন, "দুই দেশের জন্যই একটি বিজয়। বিজয়া দশমীর দিন, ২০ অক্টোবর ২০২৬ থেকে ভারত-নিউজিল্যান্ড এফটিএ কার্যকর হচ্ছে।"

গত সপ্তাহে আইএএনএস-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নিউজিল্যান্ডের বাণিজ্য ও বিনিয়োগমন্ত্রী টড ম্যাকক্লে বলেছিলেন, আগামী এক মাসের মধ্যে ভারত-নিউজিল্যান্ড এফটিএ কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি জানিয়েছিলেন, পরবর্তী ধাপে চুক্তিটিকে আইনে পরিণত করার পাশাপাশি ভারত ও নিউজিল্যান্ডকে কূটনৈতিক নোট বিনিময় করতে হবে। এরপরই চুক্তি কার্যকর হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হবে।

গত ২৭ এপ্রিল নয়াদিল্লিতে চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি কার্যকর হওয়ার দিন থেকেই নিউজিল্যান্ডে ভারতের ১০০ শতাংশ রপ্তানির জন্য শুল্কমুক্ত সুবিধা দেওয়া হবে। এর ফলে বস্ত্র ও পোশাক, চামড়া ও জুতো, ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য, ওষুধ, কৃষিপণ্য এবং প্রক্রিয়াজাত খাদ্যসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারতীয় রপ্তানির নতুন সুযোগ তৈরি হবে।

অন্যদিকে, নিউজিল্যান্ডের কাঠ, উল, ভেড়ার মাংস এবং কাঁচা চামড়াসহ বিভিন্ন পণ্যের জন্য ভারতীয় বাজারে আরও উন্নত ও অগ্রাধিকারমূলক প্রবেশাধিকার তৈরি হবে।

এই এফটিএ পরিষেবা, বিনিয়োগ এবং পেশাজীবী, ছাত্র ও যুবকদের চলাচলের ক্ষেত্রেও নতুন সুযোগ তৈরি করবে। ভারতীয় পেশাজীবী ও পড়ুয়াদের জন্য আরও উন্নত সুযোগের পথ খুলবে।

কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রকের মতে, এই চুক্তির মাধ্যমে ভারতে ২০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের সুযোগ তৈরি হবে। পাশাপাশি কৃষি উৎপাদনশীলতা, ওষুধ ও চিকিৎসা সরঞ্জাম, ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা ও আয়ুষ, প্রযুক্তি এবং বাণিজ্য সহজীকরণসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা আরও জোরদার হবে।

বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, কৃষি, শিক্ষা, ক্রীড়া, প্রযুক্তি-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান সহযোগিতা এবং দুই দেশের মানুষের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ওপর ভারত ও নিউজিল্যান্ডের সম্পর্ক দীর্ঘদিন ধরে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

স্টার্ডফ্লেক্স এবার উত্তর পূর্ব ভারতে নিয়ে আসতে চলেছে তার ওয়াটারপ্রুফিং আর কনস্ট্রাকশন কেমিক্যালের বিশাল রেঞ্জ

দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ওয়াটারপ্রুফিং ও কনস্ট্রাকশন কেমিক্যাল ব্র্যান্ড, নিয়ে এল উত্তর পূর্ব ভারতের আবহাওয়া আর প্রয়োজন অনুযায়ী তৈরী করা স্পেশালাইজড প্রোডাক্টের সম্ভার।

গুয়াহাটি, ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬: শ্যাম স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের ওয়াটারপ্রুফিং সলিউশন ও কনস্ট্রাকশন কেমিক্যালস ব্র্যান্ড 'স্টার্ডফ্লেক্স' আজ নর্থ-ইস্টের বাজারে পা রাখার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করল। এই অঞ্চলের মধ্যে আসামকে তারা অন্যতম প্রধান মার্কেট হিসেবে দেখছে।

নানা ধরনের নির্মাণ সমস্যার জন্য তৈরি

বাড়িতে জল চুঁইয়ে ঢোকা, ড্যাম্প লাগা, অতিরিক্ত গরম হওয়া কিংবা দেওয়ালে ফাটল ধরার মতো বড় বড় সমস্যাগুলোর জুতসই সমাধান দিতে স্টার্ডফ্লেক্সের কাছে রয়েছে স্পেশালাইজড প্রোডাক্টের এক বিশাল রেঞ্জ। আসাম ও নর্থ-ইস্টের অন্যান্য বড় বাজারে ডিলার, ঠিকাদার, অ্যাপ্লিকেটর, বিল্ডার এবং কনস্ট্রাকশন প্রফেশনালদের হাত ধরে কোম্পানি তাদের ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক আরও মজবুত করছে।

স্টার্ডফ্লেক্স শুধু প্রোডাক্টই দিচ্ছে না, সেই সঙ্গে অন-সাইট টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্সের সুবিধাও দিচ্ছে, যাতে সাইটে গিয়ে সমস্যা খতিয়ে দেখে সঠিক সমাধান দেওয়া যায়। তাছাড়া, রাজমিস্ত্রিদের জন্য ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থাও করছে কোম্পানি, যাতে প্রোডাক্ট ব্যবহারের সঠিক নিয়ম সবাই জানতে পারেন এবং ওয়াটারপ্রুফিং আর নির্মাণের মান আরও ভালো হয়।

এই বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে শ্যাম স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের ডিরেক্টর মিস্টার গোবিন্দ বেরিওয়াল বলেন: "গত ৭০ বছরেরও বেশি সময় ধরে শ্যাম স্টিল মানেই কোয়ালিটি স্টিল, যা দেশের প্রচুর ঘরবাড়ি, ল্যান্ডমার্ক ও আইকনিক প্রোজেক্ট তৈরিতে সাহায্য করেছে। কনস্ট্রাকশন জগতের সাথে আমাদের এই বহু বছরের সম্পর্ককে স্টার্ডফ্লেক্সের ওয়াটারপ্রুফিং সলিউশন আর কনস্ট্রাকশন কেমিক্যাল আরো শক্তিশালী করবে। দুর্দান্ত সব প্রোডাক্ট, টেকনিক্যাল এক্সপার্টাইজ আর কনস্ট্রাকশন ইন্ডাস্ট্রির নাড়ি নক্ষত্র বুঝে স্টার্ডফ্লেক্সকে একটা ভরসাযোগ্য ব্র্যান্ড হিসেবে গড়ে তোলাই আমাদের লক্ষ্য। নর্থ-ইস্ট আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ মার্কেট। এই অঞ্চলে নিজেদের শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করতে আমরা দায়বদ্ধ।"

শ্যাম স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের আরেক ডিরেক্টর মিস্টার গৌরব বেরিওয়াল বলেন: "ওয়াটারপ্রুফিংয়ের একেকটা সমস্যা একেক রকম হয়, তাই তার সমাধানও সঠিক হওয়া দরকার। জল চুঁইয়ে ঢোকা, ড্যাম্প, অতিরিক্ত গরম বা দেওয়ালে ফাটলসবকিছুর জন্যই স্টার্ডফ্লেক্সের কাছে স্পেশালাইজড প্রোডাক্ট আছে। অন-সাইট টেকনিক্যাল হেল্প আর রাজমিস্ত্রিদের কাজ শেখানোর মাধ্যমে আমরা প্রোডাক্ট ব্যবহারের সঠিক পদ্ধতি আর ভালো কোয়ালিটির ওয়াটারপ্রুফিং নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে চাইছি। নর্থ-ইস্টে পা রেখে আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য নির্মাণকার্যে যুক্ত মানুষের কাছে সঠিক সলিউশন আর এক্সপার্টাইজ সহজে পৌঁছে দেওয়া।"

নর্থ-ইস্টে প্রচণ্ড আর্দ্রতা আর ভারী বৃষ্টির কারণে বাড়িঘর ও বিল্ডিংয়ে ড্যাম্প বা ময়েশ্চার প্রটেকশন একটা মস্ত বড় ব্যাপার। স্টার্ডফ্লেক্স তাদের স্পেশালাইজড প্রোডাক্ট পোর্টফোলিও, টেকনিক্যাল সাপোর্ট আর কনস্ট্রাকশনের ভালো অভ্যাসের ওপর জোর দিয়ে ঠিক এই সমস্যাগুলোকেই মেটাতে চাইছে।

জন্মদিনে কেক বানাতে কি কি উপাদন কতটা মেশাতে হবে জেনে নিন

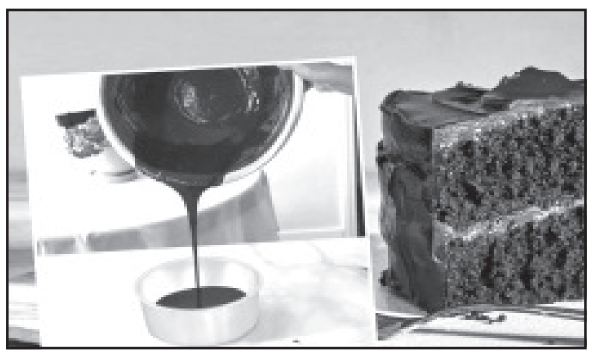

খুদের জন্মদিনে নিজে হাতে কেক তৈরি করতে চাইছেন? কোন উপাদান, কতটা মেশাতে হবে, সে সব জেনে নিয়েছেন। কিন্তু জানেন কি, যে পাত্রে কেক বেক করবেন, তাতে যদি সঠিক ভাবে তেল বা মাখন লাগানো না হয়, তা হলে পুরো পরিশ্রমটাই বিফল হতে পারে? প্রেসার কুকার বা মাইক্রোওয়েভ অভেন কিংবা ওটিজি, কেক যেখানেই তৈরি করুন, সেই কেক পাত্র থেকে বার করতে গিয়ে কোনওটা একটাং অংশ যদি ভেঙে যায়, বা খানিকটা খুবলে যায়, দেখতে মোটেই ভাল লাগে না।

কেক যাতে বেকিং-এর পাত্র থেকে সহজ ভাবে বেরিয়ে আসে, তাই এই পদ্ধতিও গুরুত্বপূর্ণ।

কেকের পাত্রে তেল বা মাখনলাগানোর সঠিক পদ্ধতি

প্রথমে পাত্রের নীচের অংশে একটু তেল বা নরম মাখন ব্রাশের সাহায্যে লাগিয়ে সেই মাপের বাটার পেপার বসিয়ে দিতে হবে।

বাটার পেপারের উপর থেকেও কিছুটা তেল বা মাখন দিয়ে ব্রাশ করতে হবে।

শুধু পাত্রের নীচের অংশই নয়। পাশের সমস্ত অংশেই তেল অথবা মাখন বেশ ভাল করে লাগাতে হবে। বাটার পেপার হাতের কাছে না থাকলে মাখন বা তেল মাখিয়ে নেওয়ার পর অল্প একটু ময়দার গুঁড়ো পাত্রের নীচ থেকে ধারগুলিতে লাগিয়ে নিতে পারেন। এতেও সুবিধা হবে। তবে অতিরিক্ত ময়দা যেন না থাকে। তা হলে কেকের নীচে ও আশপাশের অংশে ময়দার পরত লেগে স্বাদের বারোটা বেজে যেতে পারে।

তেল না মাখন

তেল না কি মাখন, কেকের পাত্রে কোনটি লাগাবেন? মাখনের বাড়তি স্বাদ ও গন্ধ থাকে। পাশাপাশি, মাখনের স্তরও একটু পুরু হয়। ফলে বেকিং এর পর সহজেই পাত্র থেকে কেক বার করা যায়। তবে তেলও ব্যবহার করা যায়। এতেও কোনও অসুবিধা হবে না।

নাক বন্ধে অস্বস্তি দূর করতে কাজে লাগাতে পারেন পুজোর সামগ্রীটি

গৃহস্থ বাড়িতে পুজোপাঠ করতে কিংবা জামাকাপড়ে সুগন্ধ আনতেই মূলত কর্পূর ব্যবহার করা হয়। অনেক সময় আবার বাড়িতে পোকামাকড়ের উপদ্রব শুরু হলেও এটি ব্যবহার করা হয়। কিন্তু রোজের গার্হস্থ্য ব্যবহার ছাড়াও কর্পূরকে নানা ভাবে কাজে লাগানো যায়। কর্পূর গুঁড়ো বা তেলের ব্যবহার যেমন নানা অসুখ সারায়, তেমনই ত্বক পরিচর্যাতেও কাজে আসে এই কর্পূর।

জেনে নিন কর্পূর কেন এত উপকারী। ১) ত্বকের যত্নেও কর্পূরের জুড়ি মেলা ভার। ত্বকে চুলকানি বা র্যা শের সমস্যা দূর করে কর্পূর। এক টুকরো ভোজ্য কর্পূরকে জলের সঙ্গে মিশিয়ে ত্বকে লাগিয়ে কিছু ক্ষণ রাখার পর ধুয়ে দিন। ত্বকে প্রদাহ ও র্যা শের সমস্যা কমে যাবে। মুখে ব্যবহারের আগেই অবশ্যই হাতে-পায়ে ব্যবহার করে দেখুন কোনও রকম সমস্যা হচ্ছে কি না। তবে ভুলেও সরাসরি রক্তের সংস্পর্শে আনবেন না কর্পূরকে। ২) মরসুম বদলের সময় বুকে কফ জমা, শ্লেষ্মাজমিত সমস্যা নতুন নয়। ঠান্ডা লেগে নাক বন্ধ হয়ে যাওয়াও খুব স্বাভাবিক সমস্যা। এমন হলে গরম সর্ষের তেলের সঙ্গে সামান্য কর্পূর গুঁড়ো মিশিয়ে নিন। এ বার রোগীর বুকে ও পিঠে এই তেল মালিশ করলে আরাম পাওয়া যায়। ৩) বর্ষায় চুল পাতলা হয়ে যাওয়া বা খুশকির সমস্যায় অনেকেই ভোগেন। নারকেল তেলের সঙ্গে কর্পূর মিশিয়ে চুলে মাখুন। সারা রাত রাখার পর সকালে শ্যাম্পু করে নিন। এতে যেমন চুল ঝরার পরিমাণ কমবে, তেমনই এটি খুশকির সমস্যা কমাতেও সাহায্য করবে। ৪) পেশিতে টান লাগলে কিংবা পিঠে, কোমরে যন্ত্রণা হলে কর্পূর তেল দিয়ে মালিশ করলে উপকার পাওয়া যায়। ৫) অনিদ্রার সমস্যা দূর করতেও কর্পূরের ভূমিকা রয়েছে। ঘরে কর্পূর জ্বালিয়ে রাখলে ঘরে সুবাস আসে। সেই সুবাস ঘুম আনতে সাহায্য করে।

অল্প তেলে মাছ ভাজতে গেলেই কড়াইতে লেগে যায়? মুশকিল আসান হবে টৌটকা জানলেই

অনেকেই আছেন যাঁরা মাছ ভাজা কড়া করে না ভাজলে খেতে ঠিক পছন্দ করেন না। আর মাছ ভাজতে গিয়েই হয় বিপত্তি। কড়াইতে মাছ ভাজার ক্ষেত্রে বেশির ভাগ সময়েই মাছ লেগে যায়। ভাজার সময়ে উল্টোতে গেলেই বাজার থেকে সুন্দর করে কাটিয়ে আনা মাছের টুকরোগুলি ভেঙে যায়। এখন উপায়? শুধু মাছ ভাজার সময়েই নয়, বিভিন্ন পদ রান্নার সময়ে এক বার তলায় লেগে গেলে তার স্বাদ বিগড়ে যায়। রান্নার সময়ে কিছু নিয়ম মেনে চললেই আর এমনটা হবে না। রান্নার স্বাদও বজায় থাকবে আর বাসন পরিষ্কার করতেও কালঘাম ছুটবে না। ১) রান্নার সময়ে কড়াইটি সঠিক তাপমাত্রায় গরম হয়েছে কি না, তা বুঝতে হলে কড়াইতে জলের ছিঁটে দিয়ে দেখতে পারেন। জল সঙ্গে সঙ্গে বাষ্পীভূত হয়ে গেলে বুঝবেন কড়াই ঠিকঠাক গরম হয়নি। অতিরিক্ত আঁচ বাড়িয়ে কড়াই গরম করবেন না। এতে রান্না ধরে যেতে পারে। ২) রান্না বসিয়ে দিয়ে অনেকেই অন্য কাজ সেরে ফেলেন। আর এতেই ঘটে বিপত্তি। রান্নায় জলের পরিমাণ কম থাকলে সেই রান্না প্রতিনিয়ত নাড়িয়ে যেতে হয়। ঢাকা দিয়ে বেশি ক্ষণ রাখবেন না, পুড়ে যেতে পারে। ৩) তেল ভাল করে গরম না করলেও রান্না ধরে যেতে পারে। প্রথমে কড়াই ভাল করে গরম করে তাতে তেল ঢালুন। তার পর তেল ভাল করে তাঁতিয়ে নিতে ভুলবেন না। ৪) রান্নার সময়ে আঁচ মাঝারি করে রাখুন। তাড়াতাড়ি করার জন্য গ্যাসের আঁচ বাড়িয়ে দেন অনেকেই। অসাবধান হলেই রান্না ধরে যেতে পারে।

ছাতু খেলে ঝরবে ওজন

শরীরচর্চা করার পর প্রচণ্ড খিদে পায়। কী খাবেন ভেবে না পেয়ে অনেক সময়ে ছাতু খেয়ে নেন। আবার সকালে কাজে বেরোনোর আগে তাড়াহুড়োতে খুব বেশি রান্না করার সময় না পেলেও অনেকে ছাতু-মুড়ি খেয়ে থাকেন। পুষ্টিবিদেরা বলছেন, শুধু পেট ভরানোর জন্য নয়, ছাতু প্রোটিন সাপ্লিমেন্টের বিকল্প হিসাবে কাজ করে।

শরীরচর্চা করার পর বাইরে থেকে প্রোটিন সাপ্লিমেন্ট না খেয়ে ছাতু খেলেও একই কাজ হবে। এ ছাড়া ছাতুর মধ্যে সহজপাচ্য ফাইবার থাকায় হজম সংক্রান্ত সমস্যাও নিয়ন্ত্রণে থাকে। যাঁরা কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যায় ভুগছেন, তাঁরাও ছাতু খেলে উপকার পাবেন। শরীরচর্চা করার পর পেশিতে ব্যথা হওয়া স্বাভাবিক। ছাতু খেলে পেশির ক্ষতও নিরাময় হয়। তবে ছাতু খাওয়ারও নিয়ম আছে। কী ভাবে ছাতু খেলে শরীরের উপকার হবে জেনে নিন। ছাতু খাওয়ার সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি হল শরবত করে খাওয়া। চট করে বানিয়ে ফেলা যায়। খুব বেশি উপকরণেরও প্রয়োজন নেই। পানীয় হিসাবে খেলে তেষ্টা তো মেটেই। ছাতুর পুষ্টিগুণ শোষণ করার প্রক্রিয়াও সহজ হয়।

কী ভাবে বানাবেন ছাতুর শরবত?

উপকরণ:

১ গ্লাস জল

৩ টেবিল চামচ ছাতু

আধ চা চামচ বিটনুন

আধ চা চামচ জিরে গুঁড়ো

১ টেবিল চামচ লেবুর রস

পদ্ধতি:

গ্লাসে পরিমাণ মতো জল নিয়ে সমস্ত উপকরণ দিয়ে ভাল করে মিশিয়ে নিন। খিদে পেলে শরবতের মতো খেয়ে নিন।

বর্ষায় চুল পড়া রুখতে এবার পেঁয়াজ, রসুনের পর আদা ব্যবহার

চুল বা মাথার ত্বকে নানা রকম সমস্যা বশে রাখতে ঘরোয়া টোটকা হিসাবে অনেকে পেঁয়াজের রস মাখেন। আবার, একই ভাবে রসুনের তেলও কার্যকরী। তবে বর্ষাকালে চুল পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মাথায় খুশকির দাপটও বাড়ে। কেশচর্চা বিশেষজ্ঞেরা বলছেন, এই সমস্যা বশে রাখতে পেঁয়াজ, রসুনের মতো আদাও কিন্তু কাজের। চুল পড়া রুখতে, খুশকি দূর করতে আদার রস মাথায় মাখা যেতে পারে। মাথার ত্বকে আদা মাখবেন কেন? ভাল চুলের গোপন কথা লুকিয়ে থাকে মাথার ত্বকে। স্ক্যাল্পের স্বাস্থ্য ভাল না হলে চুলের মান ভাল হতে পারে না। তার জন্য শুধু শ্যাম্পু করলে বা তেল মাখলেই হবে না। মাথার ত্বকে রক্ত চলাচল ভাল করতে এবং পিএইচের সমতাও বজায় রাখতে হবে। আদার মধ্যে রয়েছে "জিঞ্জারল" নামক একটি উপাদান। যা আসলে অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট হিসাবে কাজ করে। চুলের ফলিকলগুলিকে উদ্দীপিত করতে এই উপাদানটির যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে।

কী ভাবে মাখবেন আদা?

আদা থেঁতো করে রস বার করে নিতে পারেন। না হলে গ্রেট করে নেওয়া যেতে পারে। এ বার মাথার ত্বকে আদার রস মেখে কিছু ক্ষণ রেখে শ্যাম্পু করে নিতে হবে। আবার, নারকেল তেলের সঙ্গে আদার রস মিশিয়ে মাখেন অনেকে। খুশকি কিংবা ছত্রাকঘটিত সংক্রমণ দূর করতে এই টোটকা দারুণ কাজ করে।

স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া হলে কী ভাবে নিজেকে শান্ত রাখবেন?

দাম্পত্য জীবনে ছোটখাটো বিষয় নিয়ে ঝগড়া হয়েই থাকে। মনের মধ্যে রাগ পুষে না রেখে ঝগড়া করে নেওয়াই ভাল। মন খুলে ঝগড়া করা যেতেই পারে, তবে ঝগড়ার পরবর্তী মুহূর্তগুলি কী ভাবে সামলাচ্ছেন, সেটা কিন্তু ভীষণ জরুরি। দীর্ঘ দিনের সাজানো সংসার ভেঙে যেতে পারে খানিক ক্ষণের উত্তেজনার বশেই। তাই ঝগড়ার পরে কিন্তু দু'জনকেই সাবধান হতে হবে।

জানতে হবে নিজেকে শান্ত রাখার কৌশল। সঙ্গীর সঙ্গে ঝগড়ার পর কী ভাবে মেজাজ ঠান্ডা করে পরিস্থিতি সামাল দেবেন, রইল হদিস।

১) ঝগড়ার শেষে একে অপরকে খানিকটা সময় দিন। সঙ্গে সঙ্গে মিটমাট করতে গেলে হিতে বিপরীত হবে। ঠান্ডা মাথায় ভাবুন, কী করলে ঝগড়া এড়ানো যেত। কিছুটা সময় দিলে দু'জনের মন থেকেই ধীরে ধীরে অশান্তির রেশ কমে যাবে। তার পরেই না হয় সঙ্গীর সঙ্গে ঠান্ডা মাথায় কথা বলুন।

২) ঝগড়ার পরেই দরজায় খিল আটকে বসে থাকবেন না যেন। রাগ পুষে রাখলে সমস্যা কিন্তু আরও বাড়বে। খানিকটা শান্ত হয়ে একে অপরের সঙ্গে কথা বলুন। ঝগড়ার পরেই পরস্পরের সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবে কথা বলতে খানিক সময় লাগে। তাই বলে একেবারে কথা বন্ধ করে বসে থাকার কোনও অর্থ হয় না।

৩) ঝগড়ার ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী দু'জনেরই সমান ভূমিকা থাকে। তাই ঝগড়ার শেষে দু'জনেই একে অপরের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলে কিন্তু সমস্যা মিটে যায়। এই অভ্যাস কিন্তু যে কোনও ঝগড়ার শেষে মিটমাট করার সেরা উপায়। এ ক্ষেত্রে সমান ভাবে উদ্যোগী হতে হবে।

৪) ঝগড়া হলে আর পাঁচজনের সঙ্গে নিজেদের সমস্যা ভাগ করে নেবেন না। এতে কিন্তু সমস্যা বাড়ে। নিজেদের মধ্যেই ঝগড়া মিটিয়ে নিন। তৃতীয় ব্যক্তির হস্তক্ষেপে সমস্যা আরও বাড়বে বই কমবে না।

৪) অনেক সময় ঝগড়া মিটে গেলেও ঝগড়ার রেশ থেকে যায় কয়েক দিন। সেই সময় আবার কোনও ছোট ঘটনা থেকে নতুন ঝগড়া শুরু হতে সময় লাগে না। তাই ঝগড়া মিটে যাওয়ার পর দু'জনে একান্তে সময় কাটান। সিনেমা দেখুন, বাইরে কোথাও খেতে যান, কাছেপিঠে ঘুরে আসুন। এ ভাবে মনমেজাজ দু'জনেরই ভাল থাকবে।

বয়সের আগেই বলিরেখা?

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক নিয়মে ত্বক কুঁচকে যায়। কিন্তু যদি কম বয়সেই ত্বকে বলিরেখা পড়তে শুরু করে তখন তা চিন্তার ব্যাপার। মহিলারা যে বিষয়টি নিয়ে সবচেয়ে বেশি চিন্তা করেন, তা হল গলার চামড়া ঝুলে যাওয়া বা কুঁচকে যাওয়া। চল্লিশের পর থেকে অবধারিত ভাবেই গলার ত্বকের সেই টান টান ভাবটা চলে যেতে থাকে। আর ঘাড়-গলার ত্বকে বলিরেখা পড়লেই কেমন যেন বুড়োটে ছাপ চলে আসে। তখন মুখে গাদা গাদা প্রসাধনী লাগিয়েও লাভ হয় না। মুখের পাশাপাশি গলার ত্বকও টান টান রাখতে তাই অনেকেই বিভিন্ন রকম স্কিন থেরাপি করান, বোটক্সও করান। কিন্তু এই সবের অনেক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও থাকে। তাই যদি কিছু ঘরোয়া নিয়ম মেনে চলেন, তা হলে এই সমস্যাই হবে না। আপনার বয়স বুঝতে পারবে এমন সাধ্য কার! সবচেয়ে আগে রোজের জীবনে কিছু নিয়ম মানতে হবে। প্রতি দিন অন্তত ২০ মিনিট হলেও গায়ে সূর্যের আলো লাগান। দুপুরের চড়া রোদে নয়, সকালের রোদই ত্বকের জন্য ভাল। এতে ভিটামিন ডি তৈরি হবে ত্বকে। ভিটামিন ডি থেকেই পুষ্টি পাবে ত্বক, অকালে বলিরেখা পড়বে না। খাওয়াদাওয়ায় নজর দিতে হবে। প্রচুর শাকসব্জি, টাটকা ফল, ফলের রস খেতে হবে। বাইরের খাবার খাওয়া একেবারেই চলবে না। বেশি চিনি দেওয়া পানীয়, প্যাকেটজাত পানীয়, অ্যালকোহল, প্রক্রিয়াজাত মাংস কম খেলেই ত্বকের স্বাস্থ্য ভাল থাকবে। ধূমপানের নেশা থাকলে তা কমাতে হবে। তামাক ও তামাকজাত দ্রব্যেরও খারাপ প্রভাব পড়ে ত্বকে।

শুষ্ক ত্বকে বলিরেখা পড়ে দ্রুত। তাই ত্বকের চাই আর্দ্রতা। তার জন্য শুধু প্রসাধনী মাখলেই হবে না। বরং বেশি করে জল খেতে হবে। ত্বক টান টান রাখতে পর্যাপ্ত পরিমাণে জল খাওয়া জরুরি। প্রতি দিন সকালে স্নানের পরে ভিটামিন সি, ভিটামিন ই এবং ফেরুলিক অ্যাসিডযুক্ত ক্রিম ব্যবহার করতে পারেন। এই ক্রিম ত্বকে পিএইচের ভারসাম্য বজায় রাখে। চামড়া ঝুলে যাওয়া বা বলিরেখা পড়ার মতো সমস্যা সহজে হয় না।

ত্বকের তারুণ্য ধরে রাখতে হলে সঠিক ময়েশ্চারাইজার বেছে নিতে হবে। নিষ্প্রাণ, কুঁচকানো ত্বকে জেল্লা ফেরাতে এমন ময়েশ্চারাইজার বাছতে হবে, যাতে হায়ালুরনিক অ্যাসিড আছে। ত্বকে কোনও রকম ক্ষত সৃষ্টি হলে তা চট করে নিরাময় করতে পারে এই অ্যাসিড। কারণ ক্ষতস্থানে দ্রুত নতুন কোষ তৈরি করতে এবং ক্ষতের দাগ দূর করতেও হায়ালুরনিক অ্যাসিড অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বলিরেখার মতো সমস্যা দূর করতে "রেটিনল" যুক্ত ক্রিম, ইমালশন বা সিরাম ব্যবহার করার পরামর্শ দেন চিকিৎসকেরাই। তবে এই অ্যাসিডের মাত্রা একটু বেশি হয়ে গেলেই ত্বকের ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। রেটিনলের প্রধান উপাদান হল ভিটামিন এ। রেটিনলযুক্ত ক্রিম ত্বকের বলিরেখা দূর করতে পারে। তবে স্পর্শকাতর ত্বকের জন্য এই ক্রিম উপযুক্ত নয়।

ঘাড়-গলার ত্বকে নিয়মিত টি ট্রি তেল বা ভিটামিন সি সমৃদ্ধ মোরিঙ্গা তেল দিয়ে মালিশ করতে পারেন। তা ছাড়া নারকেল তেল যে কোনও ত্বকের জন্যই স্বাস্থ্যকর।

জিবিপি হাসপাতালে নতুন আইসিইউ এবং সিএসএসডি ইউনিটের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর: রাজ্যের জনগণের জন্য উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা সুনিশ্চিত করতে রাজ্য সরকার দায়বদ্ধতা নিয়ে কাজ করে চলেছে। বর্তমানে রাজ্যের প্রধান রেফারেল হাসপাতালগুলির সমস্ত ইউনিটগুলিকে অত্যাধুনিক চিকিৎসা পরিকাঠামোর সাথে যুক্ত করা হচ্ছে। রাজ্য সরকারের লক্ষ্য রাজ্যের কোন মানুষকেই যেন উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজ্যের বাইরে না যেতে হয়।

বর্তমানে রাজ্যে রেফারেল রোগীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। রাজ্য সরকারের লক্ষ্য সেই সংখ্যাকে শূন্যের কোঠায় নিয়ে আসা। রাজ্যের হাসপাতালগুলিকে উন্নত পরিকাঠামো, দ্রুত চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান ও পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার মাধ্যমে আরও উন্নত চিকিৎসা পরিসেবার ব্যবস্থা করা রাজ্য সরকারের অন্যতম লক্ষ্য।

আজ আগরতলার গভর্ণমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও জিবিপি হাসপাতালে সুপার স্পেশালিটি ব্লকের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট (আইসিইউ) এবং সেন্ট্রাল স্টেরাইল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট (সিএসএসডি) ইউনিটের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। সুপার স্পেশালিটি ব্লকের আইসিইউতে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য ৯টি করে শয্যা রয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি অত্যাধুনিক মেডিক্যাল ইউনিটগুলিকে দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনার লক্ষ্যে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের পর্যায়ক্রমে উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বর্তমানে রাজ্যে আগরতলা গর্ভমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ সারা দেশের মধ্যে সুনাম অর্জন করেছে। সরকারের লক্ষ্য দেশের ১০টি ভালো সরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলির মধ্যে আগরতলা গভর্ণমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ যেন স্থান করে নিতে পারে। বর্তমানে সমস্ত হাসপাতালগুলিতে ডিজিট্যাল পরিষেবা প্রদানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে অনেক হাসপাতালে ডিজিট্যাল পরিষেবা প্রদান করা হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগরতলা গভর্ণমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও জিবিপি হাসপাতালে মোট ১৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নতুন আইসিইউ ও সিএসএসডি চালু হওয়ার ফলে রাজ্যের মানুষের দ্রুত ও ধারাবাহিকভাবে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হবে এবং রোগীদের স্বাস্থ্য জনিত নিরাপত্তাও সুনিশ্চিত হবে। উন্নত চিকিৎসা প্রদানে বর্তমানে ৯টি সুপার স্পেশালিটি ব্লক চালু আছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের প্রধান রেফারেল হাসপাতালের পাশাপাশি জেলা ও মহকুমা স্তরের হাসপাতালগুলিতেও অত্যাধুনিক স্বাস্থ্য পরিকাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে।

২০৩ কোটি টাকা ব্যয়ে জিবিপি হাসপাতালে প্রসূতি মা ও শিশুদের জন্য সুপার স্পেশালিটি ব্লক গড়ে তোলা হচ্ছে। চিকিৎসা পরিষেবার পরিধি বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাজ্যে গড়ে তোলা হচ্ছে চক্ষু চিকিৎসা হাসপাতাল।

চিকিৎসা পরিকাঠামোর উন্নয়নের পাশাপাশি চিকিৎসা শিক্ষার পরিধিও রাজ্যে বৃদ্ধি পেয়েছে। ইতিমধ্যে রাজ্যে হোমিও, আয়ুর্বেদিক, ডেন্টাল কলেজ চালু রয়েছে। এছাড়াও রাজ্যে একটি মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটি গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজের মাধ্যমে রাজ্যের মানুষের জন্য আরও বেশি করে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা সুনিশ্চিত করা রাজ্য সরকারের অন্যতম লক্ষ্য।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জিবিপি হাসপাতালের ২৪ ঘন্টা নিরাপত্তার জন্য অত্যাধুনিক সিসি ক্যামেরার আওতায় নিয়ে আসা হবে এবং তারজন্য একটি আলাদা ইউনিট গড়ে তোলা হবে। হাসপাতালগুলিতে অ্যাম্বুলেন্সে রোগী নিয়ে দ্রুত প্রবেশের জন্য বিশেষ করিডোর তৈরি করা হবে। রাজ্যে প্রয়োজনীয় জেনেরিক ওষুধ যেন সবসময় পাওয়া যায় তারজন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নয়নের পাশাপাশি রোগী, চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যে সমন্বয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক তথা রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারপার্সন মিনারানী সরকার, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্তে, আগরতলা গভর্ণমেন্ট মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ডা. তপন মজুমদার ও জিবিপি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ডা. বিধান গোস্বামী।

টিটিএএডিসি ভিলেজ কমিটি নির্বাচন: পশ্চিম জেলায় ২৬ সেপ্টেম্বর বিকেল থেকে নিষেধাজ্ঞা

আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর: আসন্ন টিটিএএডিসি ভিলেজ কমিটি সাধারণ নির্বাচনকে সামনে রেখে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাজুড়ে নিষেধাজ্ঞামূলক বিধিনিষেধ জারি করল জেলা প্রশাসন। আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর ভিলেজ কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে অবৈধ জমায়েত, নগদ অর্থ, উপহার ও মদ বিতরণসহ শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত করতে পারে এমন কার্যকলাপ রুখতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

পশ্চিম ত্রিপুরার জেলা শাসক ও জেলাশাসক ড. বিশাল কুমার, আইএএস ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা, ২০২৩-এর ১৬৩ ধারায় এই নির্দেশ জারি করেছেন। ত্রিপুরা রাজ্য নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুসারে জারি করা এই নিষেধাজ্ঞা ২৬ সেপ্টেম্বর বিকেল ৪টা থেকে ২৯ সেপ্টেম্বর সকাল ৬টা পর্যন্ত কার্যকর থাকবে।

জেলা প্রশাসনের নির্দেশ অনুযায়ী, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ২৮ সেপ্টেম্বর সকাল ৭টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ হবে। নির্বাচনকে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে নগদ টাকা, উপহার বা মদ বিতরণ, বেআইনি জমায়েত এবং শান্তি ও জনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত করতে পারে এমন কর্মকাণ্ড প্রতিরোধ করাই এই নির্দেশের মূল উদ্দেশ্য বলে জানানো হয়েছে।

নির্দেশে বলা হয়েছে, পাঁচ বা তার বেশি ব্যক্তির জমায়েত নিষিদ্ধ থাকবে। জমায়েতে অস্ত্র থাকুক বা না থাকুক, লাঠি, লোহার রড, বাঁশ, পাথরসহ অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে এমন কোনও বস্তু বহন করে জমায়েত করা যাবে না।

এছাড়াও জেলার বিভিন্ন স্থানে জনসভা, মিছিল, সমাবেশ ও প্রকাশ্য বক্তৃতা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। লাউডস্পিকার ব্যবহার করে কোনও ধরনের জনসমাবেশ বা প্রচারও এই সময়ের মধ্যে করা যাবে না।

ভোটকেন্দ্রের ২০০ মিটার ব্যাসার্ধের এলাকাতেও বিশেষ বিধিনিষেধ জারি থাকবে। একইভাবে দুই বা তার বেশি মোটরসাইকেল কিংবা যানবাহন একসঙ্গে এমনভাবে চলাচল করতে পারবে না, যা বেআইনি জমায়েতের পর্যায়ে পড়ে।

তবে ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হয়েছে। বৈধ পরিচয়পত্র সঙ্গে নিয়ে ভোট দিতে যাওয়া ভোটার, নির্বাচনী কর্মী, নির্বাচনী কাজে নিযুক্ত সিএপিএফ ও পুলিশ কর্মী, সরকারি কাজে নিয়োজিত কর্মচারী, বৈধ অনুমতিপত্রধারী সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের এই বিধিনিষেধের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। নির্বাচনী কাজে ব্যবহৃত অনুমোদিত যানবাহনও চলাচল করতে পারবে।

ভোটাররা নিজেদের ব্যক্তিগত গাড়ি ব্যবহার করে ভোটকেন্দ্রে যেতে পারবেন। তবে সেই গাড়িতে শুধুমাত্র পরিবারের সদস্যদের নেওয়া যাবে, অন্য ভোটারদের পরিবহণ করা যাবে না।

পাশাপাশি সরকারি ও বেসরকারি অফিস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বাজার, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, বিবাহ ও অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠান স্বাভাবিকভাবে চালু রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তবে নির্ধারিত শর্ত মেনে চলতে হবে।

অনুমোদিত প্রার্থীদের মোটরকেড এবং সংশ্লিষ্ট নির্বাচন কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত অন্যান্য যানবাহনের ক্ষেত্রেও ছাড় রাখা হয়েছে। ভোটারদের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা এবং বিশেষভাবে সক্ষম ভোটারদের জন্য হুইলচেয়ার ও অন্যান্য সহায়তার ব্যবস্থাও চালু রাখা যাবে।

জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সাধারণ জনজীবন ব্যাহত করা এই নিষেধাজ্ঞার উদ্দেশ্য নয়। অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন করা এবং নির্বাচনের সময় আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখাই এর মূল লক্ষ্য।

নির্দেশ অমান্য করলে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ২০২৩-এর ২২৩ ধারায় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জেলা প্রশাসনের নির্দেশে উল্লেখ করা হয়েছে।

চন্দ্রপুরে ইসরোর অ্যাডভান্সড রাডার গবেষণা কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অসমের মুখ্যমন্ত্রীর

গুয়াহাটি, ২১ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সোমবার চন্দ্রপুরে ইসরোর আইএসটিআরএসি-র অ্যাডভান্সড রাডার গবেষণা কেন্দ্রের নির্মাণকাজের ভূমিপূজন করেন। তিনি বন, উন্নত প্রযুক্তি পরিকাঠামোর কেন্দ্র হিসেবে অসমের আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্রে এই প্রকল্প একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ‘এক্স’-এ একটি পোস্টে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ভারতের মহাকাশ পরিস্থিতি সম্পর্কে নজরদারি ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করা এবং কক্ষপথে থাকা বস্তুগুলির গতিবিধি পর্যবেক্ষণের সক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে নেওয়া ‘প্রজেক্ট নেত্রা’-র আওতায় এই কেন্দ্রটি গড়ে তোলা হবে।

শর্মা বলেন, প্রস্তাবিত রাডার গবেষণা কেন্দ্রটি মহাকাশে থাকা বিভিন্ন বস্তুর উপর নজরদারির ক্ষেত্রে ভারতের সক্ষমতা বাড়াবে। একইসঙ্গে দেশের গুরুত্বপূর্ণ মহাকাশ সম্পদ সুরক্ষাতেও এটি সহায়ক হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, একসময় ভারতের প্রধান প্রযুক্তি ও গবেষণা কেন্দ্রগুলি থেকে দূরে থাকা রাজ্য হিসেবে বিবেচিত অসম এখন কৌশলগত গুরুত্বসম্পন্ন উন্নত জাতীয় পরিকাঠামো তৈরির জন্য নির্বাচিত হচ্ছে। তিনি এই পরিবর্তনে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

শর্মা তাঁর পোস্টে বলেন, ভারতের প্রধান প্রযুক্তি কেন্দ্রগুলি থেকে একসময় দূরে থাকা একটি রাজ্য হিসেবে অসমে এই ধরনের অত্যাধুনিক জাতীয় পরিকাঠামো গড়ে ওঠা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়।

এই কৌশলগত প্রকল্পের জন্য অসমকে বেছে নেওয়ায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ধন্যবাদ জানান মুখ্যমন্ত্রী। উত্তর-পূর্বের এই রাজ্যে প্রকল্পটি নিয়ে আসার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকার কথাও উল্লেখ করেন তিনি।

প্রস্তাবিত রাডার গবেষণা কেন্দ্রটি মহাকাশ পর্যবেক্ষণ এবং উপগ্রহসহ মহাকাশভিত্তিক বিভিন্ন সম্পদের সুরক্ষায় ভারতের সামগ্রিক সক্ষমতা বাড়ানোর প্রচেষ্টায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা হচ্ছে। পৃথিবীর কক্ষপথে মহাকাশযান ও অন্যান্য বস্তুর সংখ্যা বাড়তে থাকায় মহাকাশ পরিকাঠামো জাতীয় নিরাপত্তা, যোগাযোগ এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

অসমে এই প্রকল্পের ঘোষণা দেশের প্রচলিত মহানগরকেন্দ্রিক পরিকাঠামোর বাইরে উচ্চপ্রযুক্তির বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত পরিকাঠামো গড়ে তোলার উপর ক্রমবর্ধমান গুরুত্বেরও ইঙ্গিত দিচ্ছে। একইসঙ্গে জাতীয় গবেষণা ও প্রযুক্তি উদ্যোগের সঙ্গে অসমের সংযোগ আরও শক্তিশালী করার সুযোগ তৈরি হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

DIRECTORATE OF INFORMATION TECHNOLOGY
Government of Tripura

Notice Inviting Tender for hiring of "Vehicle" for Office use)

Sealed eTenders has been floated in https://tripuratenders.gov.in/ by the Directorate of Information. Technology, Govt. of Tripura, ITI Road, Indranagar, Agartala- 6 for hiring of Commercial Vehicle for office use: - Maruti Swift Dzire Other equivalent vehicle
Detailed terms & conditions may be seen at www.dit.tripura.gov.in and www.tripura.gov.in.
The interested tenderers may submit the tender at the office of the undersigned on or before 11 A.M. on 7th October, 2026.

Director Directorate of IT,
Govt. of Tripura
ICA/C-1996/26

NOTICE INVITING e-TENDER

F.3(409)/AGMC & GBPH/S&P/SASCI/Biochemistry/2026-27/21351-52

E-Tender for Procurement of various Equipment's for use in the Department of Biochemistry, AGMC & GBP Hospital, Agartala.

E-Tender is hereby invited on behalf of the Medical Superintendent & HOD, AGMC & GBP Hospital, Agartala from resourceful, experienced bonafide renowned licensed Manufacturers or their Authorized distributor/supplier for "Procurement of various Equipment's for use in the Department of Biochemistry, AGMC & GBP Hospital, Agartala." The details of tender, list of items with indicative quantity and Tender Documents are made available on website (http://tripuratenders.gov.in).

Important dates related to tender
The last date/time of submission 09/10/2026 up to 06:00 pm.
• Date of Pre-bid Meeting: 22.09.2026 from 01.00 pm
• Venue of Pre-bid meeting: Council Room, AGMC&GBP Hospital, Agartala
All future modification/corrigendum shali be made available in the e procurement portal. So, bidders are requested to update themselves from the e procurement web portal only.

Medical Superintendent and Head of Department
AGMC & GBP Hospital, Agartala
ICA/C-1990/26

PNIeT No: 57/EE/CCD/PWD/2026-27, Dated. 18/09/2025

The Executive Engineer, Capital Complex Division, PWD(Buildings), Agartala, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online item rate e-tender in single bid tendering system from the Central & State Public Sector undertaking/Enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm/Agencies of Appropriate Class & Category registered with any wing of State(s) PWD /CPWD /MES /Railway for the following work through e-procurement portal: for the following work, Construction of composite building for accommodation of different offices of PWD at Capital Complex, Khejurbagan, Agartala/ SH: Hiring of Vehicle 1(one) no Maruti Van(EECO) - not before manufacturing year 2021 in good working condition by the fuel (CNG) with commercial registration of the vehicle along with driver for official use of the Assistant Engineer, Capital Complex Subdivision-II, PWD(R&B), Kunjaban Extn., Agartala during the year 2026-27. For Details visit website https://tripuratenders.gov.in. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
DNIET No: 48/DNIT/EE/CCD/PWD/2026-27
Estimated Cost: 2,41,800.00 Earnest Money: 4,836.00 and Time for completion: 248 (two hundred forty eight) days
Last date & time for online Bidding: 28/09/2025 upto 3:00 PM

Executive Engineer
Capital Complex Division, PWD(Buildings)
Kunjaban, Agartala, Tripura.
ICA/C-1999/26

দাবিহীন পুরুষ ব্যক্তির মৃতদেহ সনাক্তকরণ চাই

Ref: NCC PS GDE NO:28 Dated 15.09.2026

পাশের ছবিটি অজ্ঞাত পরিচয় পুরুষ ব্যক্তির মৃতদেহ। বয়স আনুমানিক ৬৭ বছর। গত ১৫-০৯-২০২৬ ইং বিকাল ৪টা ১০ মিনিটে আগরতলা গোয়ালাবস্তির প্রবেশ পথে রাস্তার পাশে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। বর্তমানে মৃতদেহটি আগরতলা জিবিপি হাসপাতালের মর্গে রাখা আছে সনাক্তকরণ করার জন্য।আজ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি বা আত্মীয়স্বজন মৃতদেহের দাবি করেনি।
উপরে উল্লেখিত মৃতদেহ সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে বা আত্মীয়স্বজন থাকলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হল।
১। পুলিশ সুপার (পঃ ত্রিপুরা)-০৩৮১-২৩২৩৫৮৬
২। সিটি কন্ট্রোল - ৬০৩৩২৩৭৫১৪/১০০
৩। এন সি সি থানা - ০৩৮১-২৪১০০১০

Sd/-
পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা
ICA/D-1026/26

নাবালিকা ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার যুবক, চাঞ্চল্য

তেলিয়ামুড়া, ২১ সেপ্টেম্বর: নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ। ওই ঘটনায় তেলিয়ামুড়া থানাধীন কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের মাইগঙ্গা এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, মাইগঙ্গা এলাকা থেকে নাবালিকা সংক্রান্ত একটি অভিযোগ তেলিয়ামুড়া থানায় আসে। অভিযোগটি মহিলা ও নাবালিকা সংক্রান্ত হওয়ায় পুলিশ দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে। তেলিয়ামুড়া থানার মহিলা সাব-ইন্সপেক্টর সুমিত্রা দেববর্মার নেতৃত্বে তদন্ত শুরু হয়। এরপর অভিযোগে জড়িত থাকার সন্দেহে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়। ওই ঘটনায় তেলিয়ামুড়া থানায় ৫৩ নম্বর মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে। মামলায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৬৫(২) ধারা এবং পকসো আইনের ৪(২) ধারা প্রয়োগ করা হয়েছে।পুলিশের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে, গ্রেপ্তারের পর অভিযুক্তকে আদালতে পাঠানো হয়েছে। নাবালিকার অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে মাইগঙ্গা এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে।

NOTIFICATION

WHEREAS, the State Election Commission, Tripura, vide Letter No. F.7(41)/SEC/VC/GEN-ELEC/2026/6419-21 dated 04.09.2026, has declared that the poll for the General Election to Village Committees, 2026 under TTAADC shall be held on 28.09.2026;

AND

WHEREAS, the Commissioner of Excise, Government of Tripura, vide Letter No. F.II-1(3)- EX/2016/1896-1904 dated 08.09.2026, has conveyed instructions for declaration of Dry Days in connection with the said General Election, in accordance with the provisions of the relevant Excise Act and Rules;

AND

WHEREAS, the counting of votes for the said election is scheduled to be held on 05.10.2026;

AND

WHEREAS, with a view to maintaining law and order and ensuring peace and tranquillity in Sepahijala District, it is considered necessary to keep all existing retail Foreign Liquor (FL) shops, Country Liquor (CL) shops and warehouses closed on 27.09.2026, being the day preceding the poll, 28.09.2026, being the day of poll, and 05.10.2026, being the day of counting of votes;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred under Section 24(1) of the Tripura Excise Act, 1987, it is hereby notified for general information that all Foreign Liquor (FL) shops, Country Liquor (CL) shops and warehouses under Sepahijala District shall remain closed on 27.09.2026, 28.09.2026 and 05.10.2026, and the aforesaid dates are hereby declared as DRY DAYS.

All licensees of FL/CL shops and warehouses under Sepahijala District are hereby directed to strictly comply with this Notification and ensure complete closure of their respective licensed premises on the aforesaid dates.

Any violation of this Notification shall attract action under the provisions of the Tripura Excise Act, 1987 and the Tripura Excise Rules, 1990, as applicable.

To
Smt./Sri ....
Licensee of ....FL/CL Shop Sepahijala District.

For information and strict compliance.

(Dr. Siddharth Shiv Jaiswal, IAS)
District Magistrate & Collector
Sepahijala District
ICA/D-1023/26

ইতালির বোরখা নিষেধাজ্ঞা: ‘দেশের আইনকে সম্মান করা উচিত’, বললেন ইসলামি ধর্মীয় পণ্ডিত

নয়াদিল্লি, ২১ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): ইতালির স্কুলগুলিতে বোরখা ও নিকাব পরার ওপর প্রস্তাবিত নিষেধাজ্ঞা প্রসঙ্গে ইসলামি ধর্মীয় পণ্ডিত মুফতি ওয়াজাহাত কাসমি বলেছেন, কোনও দেশ নিজেদের নিরাপত্তা, সুরক্ষা এবং আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য যে পদক্ষেপকে প্রয়োজনীয় বলে মনে করবে, সেই দেশের আইনকে সম্মান করা উচিত।

কাসমি বলেন, “প্রতিটি দেশ যদি নিজেদের নিরাপত্তা, সুরক্ষা বা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে, তাহলে আমাদের সেই দেশের আইনকে সম্মান করা উচিত। ইতালি যদি এমন আইন তৈরি করে থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই তাদের দেশের পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখেই তা করা হয়েছে। তাই আমরা সেটিকে সম্মান করব।”

ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি রবিবার তাঁর দল ব্রাদার্স অব ইতালির যুব শাখার একটি সমাবেশে বক্তব্য রাখার সময় দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় একাধিক পরিবর্তনের প্রস্তাব তুলে ধরেন। এর মধ্যে স্কুলে বোরখা ও নিকাব নিষিদ্ধ করার পরিকল্পনাও রয়েছে। পাশাপাশি, একটি শ্রেণিতে বিদেশি শিক্ষার্থীর সংখ্যা সীমিত করার প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে।

প্রস্তাবিত শিক্ষা সংস্কারের আওতায়, যেসব বিদেশি পড়ুয়ার বাবা-মায়ের ইতালির স্কুল ব্যবস্থার সঙ্গে একীভূত হতে ‘গুরুতর সমস্যা’ রয়েছে বলে বিবেচিত হবে, তাঁদের জন্য ইতালীয় ভাষা শেখার ক্লাস বাধ্যতামূলক করার কথাও বলা হয়েছে। সরকার এই পদক্ষেপগুলিকে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার কার্যকারিতা এবং বিদেশি পড়ুয়াদের একীভূতকরণের সঙ্গে যুক্ত করে দেখিয়েছে।

ইতালিতে আগামী সাধারণ নির্বাচনের আগে অভিবাসন ইস্যু রাজনৈতিক বিতর্কের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে থাকবে বলে মনে করা হচ্ছে।

এদিকে, দিল্লির যন্তর মন্তরে অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল’ বোর্ডের প্রস্তাবিত প্রতিবাদ কর্মসূচি স্থগিত হওয়া নিয়েও প্রতিক্রিয়া জানান কাসমি। তিনি সংগঠনটির বিভিন্ন কার্যকলাপের সমালোচনা করেন।

কাসমির অভিযোগ, “পার্সোনাল ল’ বোর্ড এমন কোনও সংগঠন নয়, যাকে এই ধরনের কর্মসূচি করার অনুমতি দেওয়া উচিত।” তাঁর দাবি, তিন তালাক থেকে ওয়াকফ বিল পর্যন্ত বিভিন্ন ইস্যুতে সংগঠনটি মুসলিমদের উসকানি দিয়েছে।

তিনি আরও বলেন, পার্সোনাল ল’ বোর্ডের কয়েকজন সদস্যকে তিনি প্রকাশ্যে আনতে চান, যাঁরা তাঁর অভিযোগ অনুযায়ী ধারাবাহিকভাবে মুসলিমদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে উসকানি দিয়েছেন। কাসমির বক্তব্য, এটি এমন এক ধরনের রাজনীতি যা ঘৃণা ছড়ায় এবং তা উপযুক্ত নয়। তাঁর মতে, এই কারণে সংগঠনটিকে কোথাও কর্মসূচি করার অনুমতি দেওয়া উচিত নয়। যন্তর মন্তরে প্রস্তাবিত কর্মসূচি ঘিরে সংবাদ সম্মেলন করে পরিবেশ উত্তপ্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি এবং এই ঘটনাকে নিন্দনীয় বলে মন্তব্য করেন।

নাড্ডার কনভয়ে হামলার ৬ বছর পর দুই প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা গ্রেফতার, উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র

কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাসে তৎকালীন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার কনভয়ে হামলার ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা থেকে দুই প্রভাবশালী তৃণমূল কংগ্রেস (টিএমসি) নেতাকে গ্রেফতার করেছে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ। সোমবার পুলিশ সূত্রে এই খবর জানানো হয়েছে। তাঁদের কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্রও উদ্ধার করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

এক পুলিশ আধিকারিক জানান, দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবার মহকুমার অন্তর্গত মগরাহাট পশ্চিম এলাকা থেকে দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তিনি বলেন, এলাকায় দু’জনেই প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা হিসেবে পরিচিত।

পুলিশের দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই দু’জনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অসামাজিক কার্যকলাপে জড়িত থাকার অভিযোগ ছিল। এছাড়াও বাইক বাহিনী নিয়ে এলাকায় দাদাগিরি চালানোর অভিযোগও তাঁদের বিরুদ্ধে রয়েছে। নাড্ডার কনভয়ে হামলার ঘটনাতেও তাঁরা জড়িত ছিলেন বলে অভিযোগ।

তবে নাড্ডার কনভয়ে হামলায় তাঁদের নির্দিষ্ট ভূমিকা সম্পর্কে পুলিশ আধিকারিক বিস্তারিত কিছু জানাননি। তিনি বলেন, উদ্ধার হওয়া আগ্নেয়াস্ত্রটি কোথা থেকে এসেছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই ঘটনায় আরও কেউ জড়িত ছিল কি না, সেই বিষয়েও তদন্ত চলছে।

উল্লেখ্য, ২০২০ সালের ১০ ডিসেম্বর দক্ষিণ ২৪ পরগনায় তৎকালীন বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডার কনভয়ে দু’বার হামলার অভিযোগ ওঠে। সেদিন ডায়মন্ড হারবারে একটি সভায় যোগ দিতে যাচ্ছিলেন নাড্ডা। পথে প্রথমে উস্তির সিরাকোলে এবং পরে ফলতার দোস্তিপুরে তাঁর কনভয়ে হামলার ঘটনা ঘটে। দু’টি এলাকাই ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত।

ওই ঘটনায় নাড্ডার গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং বেশ কয়েকজন আহত হন। সে সময় উস্তি থানার পুলিশও বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করেছিল।

হামলার সময় নাড্ডার সঙ্গে রাজ্য বিজেপির তৎকালীন শীর্ষ নেতাদের মধ্যে দিলীপ ঘোষ এবং সুকান্ত মজুমদারও ছিলেন। বর্তমানে দিলীপ ঘোষ পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত বিষয়ক ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী এবং সুকান্ত মজুমদার কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী। ঘটনাটি সে সময় রাজ্য রাজনীতিতে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল। বিজেপির অভিযোগ ছিল, তৃণমূল কংগ্রেসের শীর্ষ নেতাদের, বিশেষ করে ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উসকানির পরেই ওই হামলা হয়েছিল। তৃণমূল অবশ্য সেই অভিযোগ অস্বীকার করেছিল।

নাড্ডার কনভয়ে হামলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিজেপি ও তৃণমূলের মধ্যে তীব্র রাজনৈতিক চাপানউতোর তৈরি হয়েছিল। ঘটনাস্থলে হিংসা এবং পুলিশের ভূমিকা নিয়েও দুই পক্ষ পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগ তুলেছিল।

সাপের কামড় প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির বিষয়ে বিশালগড়ে জেলাস্তরের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর: আন্তর্জাতিক সাপের কামড় সচেতনতা দিবস উপলক্ষে সম্প্রতি সিপাহীজলা জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে সাপের কামড় প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির বিষয়ে জেলাস্তরের এক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে সিপাহীজলা জেলার বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের মেডিকেল অফিসারগণ অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য হলো, সাপের কামড়ের ঘটনা সম্পর্কে চিকিৎসকদের আরও সচেতন ও দক্ষ করে তোলা। প্রশিক্ষণে সাপের কামড়ের ক্ষেত্রে দ্রুত রোগ নির্ণয়, নির্ধারিত চিকিৎসা পদ্ধতি অনুযায়ী চিকিৎসা, অ্যান্টি-স্নেক ভেনম-এর সঠিক ও প্রয়োজনীয় ব্যবহার এবং আইএইচআইপি / আইডিএসপি পোর্টালে সময়মতো রোগীর তথ্য রিপোর্ট করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়াও সাপের কামড় প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, রোগীকে দ্রুত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে আসা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী উচ্চতর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানোর গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। জেলার সকল স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রয়োজনীয় এএসভি মজুত রাখার বিষয়েও গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে রিসোর্সপার্সন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডা. দীপ্তনীল নাথ এবং ডা. বিথিকা দাস। তারা মেডিকেল অফিসারগণকে সাপের কামড়ের রোগীদের চিকিৎসা ও ব্যবস্থাপনা, এএসভি-এর সঠিক ব্যবহার এবং সাপের কামড় প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেন।

কলেজটিলা থেকে ১৮ কেজি গাঁজাসহ দুই যুবক গ্রেফতার, রেলপথে বহিরাজ্যে পাচারের সন্দেহ

আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর: টহলদারির সময় সন্দেহভাজন দুই যুবককে আটক করে তাদের কাছ থেকে ১৮ কেজি গাঁজা উদ্ধার করেছে পূর্ব থানার পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে কলেজটিলা লেকের পাড় এলাকায়। এ ঘটনায় দুই যুবককে গ্রেফতার করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পূর্ব থানার ওসি কৃষ্ণধন সরকার জানান, সোমবার সকালে কলেজটিলা এলাকায় পুলিশের পক্ষ থেকে রুটিন চেকিং ও টহলদারি চলছিল। সেই সময় পুলিশের নজরে পড়ে দুই যুবক। তাদের দুজনের হাতেই দুটি পিঠু ব্যাগ ছিল। পুলিশ তাদের থামার জন্য বললেও তারা না থেমে যোগেন্দ্রনগর রেলস্টেশনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে।

বিষয়টি পুলিশের কাছে সন্দেহজনক মনে হলে তাদের আটক করে ব্যাগ দুটিতে তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশির সময় ব্যাগ থেকে মোট ছয়টি প্যাকেট উদ্ধার করা হয়। সেগুলিতে মোট ১৮ কেজি গাঁজা ছিল বলে পুলিশ জানিয়েছে।

প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের ধারণা, রেলপথ ব্যবহার করে ওই গাঁজা বহিরাজ্যে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। গ্রেফতার হওয়া দুই যুবকের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পূর্ব থানার পুলিশ।

পাশাপাশি, এই গাঁজা পাচারের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কিনা, কোথা থেকে গাঁজা সংগ্রহ করা হয়েছিল এবং কোথায় তা নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিলতা জানতে ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন ওসি।

প্রভাপুর উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে সমস্যা আর সমস্যা, পরিকাঠামোর অভাবে ব্যাহত পঠন-পাঠন

আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর: জম্পুইজলা আইএস-এর অধীন প্রভাপুর উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন ধরে একাধিক সমস্যা ও পরিকাঠামোগত ঘাটতি রয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বর্তমানে প্রায় ৪০ জন ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করছে। তাঁদের পাঠদানের জন্য রয়েছেন সাতজন শিক্ষক-শিক্ষিকা।

অভিযোগ, বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের বসার জন্য পর্যাপ্ত ও ভালো মানের টেবিল-বেঞ্চ নেই। পাশাপাশি নিরাপদ পানীয় জলেরও পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই বলে দাবি পড়ুয়া ও অভিভাবকদের। বৃষ্টির সময় বিদ্যালয়ের কয়েকটি শ্রেণিকক্ষের ছাদ দিয়ে জল পড়ে। ফলে শ্রেণিকক্ষে বসে স্বাভাবিকভাবে পঠন-পাঠন চালিয়ে যেতে সমস্যায় পড়তে হয় ছাত্রছাত্রীদের।

বিদ্যালয়ে সীমানা প্রাচীর বা বাউন্ডারি না থাকায় নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। অন্যদিকে, মিড-ডে মিলের খাবার খাওয়ার জন্যও ছাত্রছাত্রীদের উপযুক্ত বসার ব্যবস্থা নেই বলে অভিযোগ। ফলে বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন পঠন-পাঠনের পাশাপাশি নানা সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে পড়ুয়াদের।

এদিকে, বিদ্যালয়ে সাতজন শিক্ষক-শিক্ষিকা থাকা সত্ত্বেও তাঁদের মধ্যে কয়েকজন নিয়মিত সময়ে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হন না বলে অভিযোগ করেছে ছাত্রছাত্রীদের একাংশ। তাঁদের দাবি, শিক্ষকদের দেরিতে বিদ্যালয়ে আসার কারণে অনেক সময় নির্ধারিত সময়ে ক্লাস শুরু হয় না এবং পঠন-পাঠনে ব্যাঘাত ঘটে।

বিদ্যালয়ের একাধিক সমস্যা দ্রুত সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষা দপ্তর ও প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের একাংশ। বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো উন্নয়ন, নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা, শ্রেণিকক্ষের ছাদ মেরামত, সীমানা প্রাচীর নির্মাণ এবং পঠন-পাঠনের পরিবেশ স্বাভাবিক করতে দ্রুত পদক্ষেপের দাবি জানানো হয়েছে। এখন দেখার বিষয়, কবে এই সমস্যাগুলি সমাধানে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বিশ্বকর্মা পূজার রাতে গাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ, উত্তেজনা

আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর: বিশ্বকর্মা পূজার আনন্দের মাঝেই গাড়ি ভাঙচুর ও হামলার অভিযোগকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল উদয়পুর মহকুমার জোয়ালীখামার এলাকায়। দীর্ঘ বছর ধরে বিশ্বকর্মা পূজা করে আসা স্থানীয় বাসিন্দা টুটন দাশের বাড়িতে পূজার রাতে হামলা ও ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে কমল নমঃ ও শ্যামল দাশ নামে দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রতিবছরের মতো এবছরও টুটন দাশের বাড়িতে বিশ্বকর্মা পূজার আয়োজন করা হয়। পূজা উপলক্ষে আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীদের উপস্থিতিতে বাড়িতে আনন্দের পরিবেশ ছিল। অভিযোগ, পূজার আনুষ্ঠানিকতা শেষ হওয়ার পর রাত গভীর হতেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

টুটন দাশের অভিযোগ, রাত আনুমানিক ১টা থেকে দেড়টার মধ্যে কমল নমঃ ও শ্যামল দাশ তাঁর বাড়ির সামনে এসে রাস্তায় রাখা একটি গাড়ি কার তা জানতে চান। তিনি জানান, গাড়িটি তাঁর এক আত্মীয়ের। এরপর রাস্তায় গাড়ি রাখা নিয়ে আপত্তি জানানো হয় এবং বিষয়টি নিয়ে কথা কাটাকাটি শুরু হয় বলে অভিযোগ।

টুটন দাশের দাবি, প্রথমে বচসা হলেও পরবর্তীতে তা হাতাহাতির পর্যায়ে পৌঁছে যায়। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠায় বাড়ির মহিলা সদস্যসহ পরিবারের লোকজন আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। এমনকি ভয়ে পরিবারের কয়েকজন সদস্য রাতের অন্ধকারে জঙ্গলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

অভিযোগ, টুটন দাশের আত্মীয়ের টিআর০১এসি০৭০৮ নম্বরের গাড়িটি ভাঙচুর করা হয়েছে। পাশাপাশি বাড়িতে থাকা মহিলাদের উপরও হাত তোলার অভিযোগ উঠেছে। ঘটনার পর সোমবার টুটন দাশ ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা উদয়পুর মহিলা থানায় গিয়ে কমল নমঃ ও শ্যামল দাশের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বলে জানা গেছে।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, পূজার মতো সামাজিক অনুষ্ঠানের রাতে এ ধরনের ঘটনা কাম্য নয়। ঘটনার সঠিক তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

তবে অভিযুক্তদের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কোনো বক্তব্য এখনও জানা যায়নি। পুলিশের তরফেও ঘটনার বিষয়ে বিস্তারিত প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তদন্তের পরই ঘটনার প্রকৃত কারণ ও অভিযোগের সত্যতা স্পষ্ট হবে।

দুর্গাপূজা এবং মায়ের

● **আটের পাতার পর** আইন শৃঙ্খলা বজায় থাকলেই সবাই মিলে পুজোর আনন্দ উপভোগ করা সম্ভব। রাজ্যে বর্তমানে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে দিন দিন দর্শনার্থীদের সংখ্যা বেড়েই চলছে। বড় বড় ক্লাবগুলিকেও মায়ের গমন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য তিনি আহ্বান জানান। তিনি জানান, ক্লাবের পুজোর অনুমোদনের জন্য সিঙ্গেল উইন্ডো সিস্টেম চালু সহ রেজিস্ট্রেশন ফি মকুব করা হয়েছে। গতবছর আগরতলা শহরে ৬৯৭টি পুজো হয়েছে।

তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্তে বলেন, মায়ের গমন ত্রিপুরা রাজ্যের সংস্কৃতির দর্পণে পরিণত হচ্ছে। ২০২২ সাল থেকে এই অনুষ্ঠান আগরতলায় আয়োজন করা হচ্ছে। আমাদের সবার চেষ্টা করতে হবে মায়ের গমন অনুষ্ঠান যেন পর্যটকদের কাছে আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠে।

রাজস্ব দপ্তরের সচিব মিলিন্দ রামটেকে সুরক্ষিত মন্ডপ তৈরি, প্রয়োজনীয় আলোর ব্যবস্থা, প্রয়োজনীয় স্বেচ্ছাসেবকের দল নিযুক্তকরণ সহ পূজার সময় সৃষ্টি হওয়া অতিরিক্ত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানান।

সভায় আইজিপি (আইন শৃঙ্খলা) মনচাক ইপ্পার বলেন, জোর করে চাঁদা আদায়, ট্রাফিক নিয়ম ভঙ্গ করা থেকে পূজা আয়োজকদের দূরে থাকতে হবে। শারদ সম্মান এবং মায়ের গমন অনুষ্ঠান আয়োজনের প্রস্তুতিমূলক বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য। আজকের সভায় বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ সহ বিভিন্ন ক্লাবের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। আলোচনাসভায় মায়ের গমন নিয়ে একটি তথ্যচিত্রও প্রদর্শিত হয়।

নিখোঁজ যুবকের

● **প্রথম পাতার পর** পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে।

পরে পরিবারের সদস্যরা মৃতদেহটি চন্দন সরকার হিসেবে শনাক্ত করেন। প্রাথমিকভাবে পারিবারিক কলহের জেরে তিনি আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন বলে স্থানীয় সূত্রে দাবি করা হলেও, মৃত্যুর প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

এদিকে, নিখোঁজ ডায়েরি করার পরও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছে মৃতের পরিবার। ১৩ দিন পর যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

প্রধানমন্ত্রী ও স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে

● **প্রথম পাতার পর** জয়পুর, রাজস্থান; মাদ্রাজ মেডিকেল কলেজ, চেন্নাই, তামিলনাড়ু এবং কিং জর্জ'স মেডিকেল ইউনিভার্সিটি, লখনউ, উত্তরপ্রদেশ-সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে ২৫০টি এমবিবিএস আসনে শিক্ষার্থী ভর্তির সক্ষমতা রয়েছে। সেই তালিকায় এজিএমসির অন্তর্ভুক্তি রাজ্যের চিকিৎসা শিক্ষার পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ সংযোজন বলে মনে করা হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, আজকের শক্তিশালী চিকিৎসা শিক্ষা ব্যবস্থা আগামী দিনের আরও সুস্থ ও সমৃদ্ধ ত্রিপুরা গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। চিকিৎসা শিক্ষায় আসন সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় শুধু উচ্চশিক্ষার সুযোগই বাড়বে না, ভবিষ্যতে আরও বেশি চিকিৎসক তৈরি হওয়ার পথও প্রশস্ত হবে। এর ফলে রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার মানবসম্পদ আরও সমৃদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

এজিএমসিতে এমবিবিএস আসন ১৫০ থেকে ২৫০-এ বৃদ্ধি পাওয়ায় ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে চিকিৎসা শিক্ষায় রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের জন্য নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে গেল। চিকিৎসা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে ত্রিপুরাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথে এই আসন বৃদ্ধি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

এনডিএ জোটকে অশুভ ও

● **প্রথম পাতার পর** হতে পারেনি। তাঁর বক্তব্য, সেই বামফ্রন্টকে ঘিরে বিজেপি, তিপ্রা মথা ও আইপিএফটির মধ্যে জোট তৈরি হয়েছে। তবে এই জোটের কারণে বামফ্রন্টের রাজনৈতিক সম্ভাবনা আরও বেড়েছে বলে দাবি করেন তিনি।

এনডিএ জোটের রাজনৈতিক সমীকরণ নিয়ে প্রশ্ন তুলে বিরোধী দলনেতা বলেন, শীর্ষস্তরে তিন দলের মধ্যে সমঝোতা থাকলেও নিচুতলায় তাঁদের মধ্যে ঐক্য নেই বলে তিনি মনে করেন। তাঁর দাবি, জোটসঙ্গীদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ মতপার্থক্য নির্বাচনের ময়দানেও প্রভাব ফেলছে।

এডিসি ভিলেজ কমিটি নির্বাচন নিয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জীতেন্দ্র চৌধুরী আরও বলেন, দীর্ঘদিন নির্বাচন না হওয়ার পর তিপ্রা মথা এ বিষয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর নির্বাচন প্রক্রিয়া এগিয়েছে বলে উল্লেখ করে তিনি তিপ্রা মথার সুপ্রিমো প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের ভূমিকার কথাও তুলে ধরেন।

তবে একইসঙ্গে বিজেপির সঙ্গে তিপ্রা মথার বর্তমান রাজনৈতিক জোট নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, একদিকে নির্বাচনের দাবিতে বিজেপির বিরুদ্ধে আইনি লড়াই, অন্যদিকে সেই বিজেপির সঙ্গেই রাজ্য সরকারে অংশীদারিত্বএই রাজনৈতিক সমীকরণ নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।

উল্লেখ্য, জোলাইবাড়ি ব্লকের ১০টি ভিলেজ থেকে আসন্ন নির্বাচনে মোট ৪৯ জন বামফ্রন্ট প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। আগামী ২৮ সেপ্টেম্বরের নির্বাচনে বামফ্রন্ট প্রার্থীদের সমর্থনে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে এডিসির উন্নয়নকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বার্তা দেন জীতেন্দ্র চৌধুরী।

আমবাসা—গণ্ডাছড়া সড়কে বড় গর্ত, দুর্ঘটনার আশঙ্কায় এলাকাবাসী

আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর: আমবাসা—গণ্ডাছড়া মেইন রোডের পাশে আমবাসা বাজার সংলগ্ন এলাকায় ধলাই নদীর পাড় ঘেঁষা মূল সড়কে তৈরি হয়েছে বড়সড় গর্ত। গুরুত্বপূর্ণ এই সড়কের ওপর বিপজ্জনকভাবে গর্ত তৈরি হওয়ায় প্রতিদিন যাতায়াতকারী যানবাহন ও সাধারণ মানুষের মধ্যে দুর্ঘটনার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, আমবাসা—গণ্ডাছড়া এই ব্যস্ত সড়ক দিয়ে প্রতিদিন অসংখ্য ছোট-বড় যানবাহন চলাচল করে। কিন্তু রাস্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশে বড় গর্ত তৈরি হওয়ায় সমস্যায় পড়তে হচ্ছে যানচালকদের। বিশেষ করে রাতের বেলায় এবং বৃষ্টির সময় গর্তটি আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠছে বলে দাবি স্থানীয়দের।

গর্তটি এড়িয়ে চলতে গিয়ে যানবাহনকে রাস্তার এক পাশ দিয়ে চলাচল করতে হচ্ছে। এর ফলে বিপরীত দিক থেকে আসা যানবাহনের সঙ্গে সংঘর্ষ কিংবা চালকের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে।

সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয়, গর্তটির অবস্থান ধলাই নদীর পাড় ঘেঁষা হওয়ায় সামান্য অসাবধানতাতেও বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন এলাকাবাসী। দ্রুত গর্তটি মেরামত করা না হলে আগামী দিনে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে বলে দাবি তাঁদের।

এলাকাবাসীর দাবি, সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকরা দ্রুত ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে রাস্তার ক্ষতিগ্রস্ত অংশটি মেরামতের ব্যবস্থা করুন। বড় ধরনের দুর্ঘটনা কিংবা প্রাণহানির ঘটনা ঘটার আগেই প্রশাসনের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন বলে দাবি স্থানীয়দের।

এখন প্রশ্ন, বড় কোনও দুর্ঘটনা ঘটার পরই কি নড়েচড়ে বসবে সংশ্লিষ্ট দপ্তর, নাকি তার আগেই আমবাসা—গণ্ডাছড়া সড়কের এই বিপজ্জনক গর্তটি মেরামতের উদ্যোগ নেওয়া হবে?

ভিলেজ কমিটি নির্বাচন: ভোটারগণ

● **আটের পাতার পর** নির্বাচনে ভোট দেওয়ার অধিকারী তাদের মধ্যে যারা সরকারি সংস্থায় কর্মরত, যেকোন ব্যবসা-বাণিজ্যে কর্মরত, অধিনস্ত শিল্প কারখানায় কর্মরত অথবা যেকোন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত তারা নির্বাচনের দিন স্ববেতন ছুটি পাবেন। যদি কোন ব্যক্তি কোন নির্বাচন ক্ষেত্রের বসবাসকারী এবং ভোটার হয়ে থাকেন এবং তিনি সংশ্লিষ্ট নির্বাচন ক্ষেত্রের বাইরে সরকারি সংস্থায় অথবা কোন অধিগৃহীত শিল্প সংস্থায় অথবা কোন সংস্থায় কর্মরত থাকেন তবে তিনিও ভোট গ্রহণের দিন স্ববেতন ছুটি পাবেন। একইভাবে ক্যাজুয়েল অথবা দৈনিক মুজুরিপ্রাপ্ত শ্রমিকরাও ভোট গ্রহণের দিন স্ববেতন ছুটি পাবেন। তবে কোন ভোটার যদি এমন কোন সংস্থায় কর্মরত থাকে যেখানে তার অনুপস্থিতি বিপদের কারণ হতে পারে বা ক্ষতি হতে পারে সেক্ষেত্রে এই ছুটির আদেশ কার্যকর হবে না।

তিনটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট

● **প্রথম পাতার পর** গত সপ্তাহের অন্তর্বর্তী নির্দেশ অনুযায়ী, আপাতত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবির কিংবা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন 'বিদ্রোহী কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ' শিবিরকেউই দলের নাম বা নির্বাচনী প্রতীক ব্যবহার করতে পারবে না।

এই পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকারের হয়ে সওয়াল করা অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল রাজদীপ মজুমদার যুক্তি দেন, নির্বাচন কমিশনের অন্তর্বর্তী নির্দেশের পর 'অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস'-এর নামে থাকা তিনটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টের ওপর কোনও শিবিরেরই অধিকার থাকা উচিত নয়। তবে আদালত জানায়, কমিশনের নির্দেশ যেহেতু অন্তর্বর্তী, তাই এই মুহূর্তে আদালত তার আগের অবস্থান থেকে সরে আসছে না।

উল্লেখ্য, ওই তিনটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে বেআইনি লেনদেনের অভিযোগ ওঠার পর রাজ্য পুলিশ একটি বেসরকারি ব্যাংকে থাকা অ্যাকাউন্টগুলি ফ্রিজ করে দেয়। এরপর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন শিবির কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়।

এর আগে বিচারপতি ভট্টাচার্য ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলির অর্থ ব্যয়ের বিষয়টি তদারকির জন্য আদালত-নিযুক্ত বিশেষ আধিকারিক নিয়োগ করেছিলেন। চলতি বছরের ৯ জুলাই আদালত জানায়, আপাতত ওই ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলির নিয়ন্ত্রণ মমতা শিবিরের হাতে থাকবে। তবে কর্মীদের বেতন এবং দলের দৈনন্দিন কাজকর্মের মতো প্রয়োজনীয় খাতে আদালত-নিযুক্ত আধিকারিকের অনুমোদন নিয়ে অর্থ ব্যয় করা যাবে।

আদালত একই সঙ্গে ওই অ্যাকাউন্টগুলিতে বেআইনি লেনদেনের অভিযোগের তদন্ত করে রিপোর্ট জমা দেওয়ার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছিল। সোমবার মামলার শুনানির সময় পুলিশ তদন্তের রিপোর্ট আদালতে জমা দেয়।

বিরোধীদের রুখতে

● **প্রথম পাতার পর** কংগ্রেসের সাংগঠনিক শক্তি উল্লেখযোগ্যভাবে দুর্বল এবং তারা বড় ধরনের নির্বাচনী সাফল্য পাওয়ার মতো অবস্থায় নেই।

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়াস অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল বা টিটিএএডিসি নির্বাচনের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, বিরোধী দলগুলি একটি আসনও জিততে পারেনি। তাঁর দাবি, এর মধ্য দিয়ে তৃণমূল স্তরে ওই দলগুলির সাংগঠনিক উপস্থিতি কতটা কমেছে, তার প্রতিফলন ঘটেছে।

বিরোধীদের জন্য নির্বাচনী পরিবেশ প্রতিকূল হতে পারে বলে যে দাবি উঠছে, তাও খারিজ করেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, নির্বাচনে সাফল্যের জন্য মানুষের সমর্থনের পাশাপাশি শক্তিশালী সংগঠন ও কর্মীভিত্তি গুরুত্বপূর্ণ। মন্ত্রী বলেন, মানুষ যদি আপনার সঙ্গে থাকে, তাহলে প্রশাসন আপনাকে আটকাতে পারবে না। নিজের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে তিনি জানান, পূর্ববর্তী সিপিএম সরকারের সময়ও তিনি পঞ্চায়েত নির্বাচনে জয়ী হয়েছিলেন।

তিনি আরও দাবি করেন, তরুণ ভোটারদের মধ্যে বিরোধী দলগুলির সমর্থন সীমিত এবং তারা মূলত কিছু পুরনো ও ঐতিহ্যবাহী কর্মী-সমর্থকের উপর নির্ভরশীল। তাঁর বক্তব্য, বছরের পর বছর রাজ্যের মানুষ বিভিন্ন সরকারকে দেখেছেন। এবার বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারের কাজকর্মও জনগণ বিচার করবেন।

তবে একইসঙ্গে তিনি বলেন, বিজেপি, মথা কিংবা আইপিএফটি প্রত্যাশা অনুযায়ী কাজ করতে না পারলে জনগণ তাদেরও সরিয়ে দিতে পারেন। তাঁর কথায়, বর্তমানে বিরোধী দলগুলি এখনও এমন অবস্থানে পৌঁছয়নি, যেখান থেকে তারা বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারকে কার্যকরভাবে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে।

নেশা টাকা না দেওয়ায়

● **প্রথম পাতার পর** এমনকি নেশার টাকা জোগাড় করতে অতীন্দ্র বাড়ির বিভিন্ন সামগ্রীও বিক্রি করে দিয়েছে বলে জানান তিনি।

সোমবার সকালে নেশার জন্য টাকা চাইলে ছেলেকে ৭০০ টাকা দেন কান্ত ত্রিপুরা। কিন্তু বেলা ১১টা নাগাদ ফের আরও ১ হাজার টাকা দাবি করে অতীন্দ্র। সেই টাকা দিতে অস্বীকার করতেই ছেলে ক্ষিপ্ত হয়ে পকেটে থাকা একটি চাকু দিয়ে বাবাকে আঘাত করে বলে অভিযোগ।

ছেলের হাত থেকে কোনওরকমে নিজেকে ছাড়িয়ে সরাসরি গণ্ডাছড়া থানায় পৌঁছন কান্ত ত্রিপুরা। পুলিশ তাঁকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ফের থানায় ফিরে ছেলের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন বলে জানান তিনি।

ঘটনার পর পুলিশ কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে, এখন সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন আক্রান্ত বাবা। এদিকে, সাম্প্রতিক সময়ে গণ্ডাছড়া মহকুমায় বিভিন্ন ধরনের মাদকের ব্যবহার ও বিক্রির অভিযোগ নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, হাট-বাজারসহ বিভিন্ন এলাকায় প্রকাশ্যে দেশি-বিদেশি মাদক বিক্রির প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। মাদকাসক্তদের পাশাপাশি মাদক কারবারিদের বিরুদ্ধেও কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি উঠেছে।

ব্যবসায়ীকে মারধর

● **প্রথম পাতার পর** খবর লেখা পর্যন্ত অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি বলে জানা গেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ।

সংরক্ষিত আসন

● **প্রথম পাতার পর** ছাত্রীদের আরও প্রশ্ন, যদি এসসি ও এসটি বিভাগের প্রার্থীরা ইউআর বিভাগের আসনে সুযোগ পান, তাহলে তাঁরা কি একই সঙ্গে এসসি-এসটি সংরক্ষিত আসনের সুবিধা থেকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হবেন? সংরক্ষিত বিভাগের প্রার্থীরা ইউআর আসনে স্থান পাওয়ার পর সংরক্ষিত শ্রেণির জন্য নির্ধারিত আসন ও অন্যান্য সুবিধার ক্ষেত্রে কী নিয়ম কার্যকর হচ্ছে, তা নিয়েও তাঁরা স্পষ্টীকরণ দাবি করেছেন।

বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছেও প্রশ্ন তোলেন ছাত্রীরা ও তাঁদের অভিভাবকরা। তাঁদের দাবি, গোটা কাউন্সেলিং প্রক্রিয়া স্বচ্ছতার সঙ্গে সম্পন্ন করা হোক এবং কোন নিয়মের ভিত্তিতে কোন প্রার্থীকে কোন আসন দেওয়া হয়েছে, তা প্রকাশ্যে স্পষ্ট করা হোক।

তবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কাউন্সেলিংয়ের ক্ষেত্রে নির্ধারিত সমস্ত গাইডলাইন ও নিয়ম মেনেই প্রার্থীদের আসন বরাদ্দ করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, শুধু সংরক্ষণ নীতিই নয়, আসন সংখ্যা, সংরক্ষণ ব্যবস্থা, মেধাক্রম এবং প্রার্থীদের পছন্দের ভিত্তিতেই কাউন্সেলিং প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে। অর্থাৎ, কর্তৃপক্ষের দাবি অনুযায়ী আসন বণ্টনে নির্ধারিত নিয়মের কোনও ব্যত্যয় ঘটেনি।

অন্যদিকে, কাউন্সেলিং প্রক্রিয়াকে ঘিরে তৈরি হওয়া অসন্তোষের পর প্রার্থীদের একাংশ পুরো বিষয়টি আরও স্পষ্ট করার দাবি জানিয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য, মেধাতালিকায় প্রত্যেক প্রার্থীর অবস্থান, প্রাপ্ত নম্বর, সংরক্ষণের শ্রেণি এবং পছন্দের প্রতিষ্ঠানএই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করে ঠিক কীভাবে আসন বরাদ্দ করা হয়েছে, তা পরিষ্কারভাবে জানানো হলে বিভ্রান্তি অনেকটাই দূর হবে।

সংশ্লিষ্ট ছাত্রীদের অভিযোগ, ভর্তির বিজ্ঞপ্তিতে ইউআর অর্থাৎ অসংরক্ষিত বিভাগের জন্য মোট ২১টি আসন বরাদ্দ থাকার বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল। পাশাপাশি এসসি ও এসটি বিভাগের জন্য পৃথক সংরক্ষিত আসনও নির্ধারিত ছিল। তাহলে অসংরক্ষিত বিভাগের জন্য নির্ধারিত আসনে কীভাবে এসসি-এসটি বিভাগের প্রার্থীদের স্থান দেওয়া হলএই প্রশ্নেরই উত্তর চাইছেন তাঁরা।

তাঁদের আরও বক্তব্য, গোটা রাজ্যে শিক্ষার অগ্রগতি এবং স্বচ্ছ ও মেধাভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলা হলেও ভর্তির মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রক্রিয়াকে ঘিরে এমন অভিযোগ অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয়। এই অভিযোগের ফলে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার স্বচ্ছতা ও আসন বণ্টন প্রক্রিয়া নিয়েও প্রশ্ন উঠছে বলে দাবি করেছেন ভুক্তভোগী ছাত্রী ও তাঁদের অভিভাবকরা।

তবে অভিযোগের পাশাপাশি কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে নিয়ম মেনে কাউন্সেলিং সম্পন্ন করার দাবি করা হয়েছে। ফলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত সংরক্ষণ ব্যবস্থা, মেধাক্রম, আসন বণ্টনের নিয়ম এবং বাস্তবে কোন ভিত্তিতে প্রার্থীদের আসন দেওয়া হয়েছেএই বিষয়গুলির পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা এখন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

কাউন্সেলিংকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া এই পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কীভাবে বিষয়টির স্পষ্টীকরণ করেন এবং অভিযোগকারী ছাত্রী ও তাঁদের অভিভাবকদের বিভ্রান্তি কীভাবে দূর করা হয়, সেদিকেই এখন নজর রয়েছে।

মেধাতালিকায় যোগ্যতা অর্জন করেও যদি নির্ধারিত আসনে ভর্তির সুযোগ না মেলে, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠেমেধার মূল্যায়ন ঠিক কোথায়? সংরক্ষণ নীতির উদ্দেশ্য নিয়ে বিতর্ক থাকতেই পারে, কিন্তু সেই নীতির প্রয়োগ যদি বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত আসন কাঠামো নিয়েই বিভ্রান্তি তৈরি করে, তাহলে তার দায় এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। ইউআর আসন, সংরক্ষিত আসন, মেধাক্রম এবং আসন বণ্টনের নিয়মপ্রতিটি বিষয়ই যদি স্বচ্ছ থাকে, তাহলে কোনও প্রার্থীর মনে বঞ্চনার প্রশ্ন ওঠার কথা নয়।

আর যদি নিয়ম মেনেই সবকিছু হয়ে থাকে, তবে সেই নিয়ম ও হিসাব জনসমক্ষে প্রকাশ করতে আপত্তি কোথায়? কারণ ভবিষ্যতের নার্সিং প্রার্থীদের কাছে এটি শুধু একটি ভর্তি প্রক্রিয়া নয়, তাঁদের শিক্ষা ও কর্মজীবনের গুরুত্বপূর্ণ একটি সুযোগ। তাই অভিযোগের দ্রুত নিষ্পত্তির পাশাপাশি স্পষ্ট করতে হবেমেধাতালিকায় স্থান পাওয়া প্রার্থীরা ঠিক কোন নিয়মে আসন থেকে বঞ্চিত হলেন এবং সংরক্ষিত শ্রেণির প্রার্থীরা কোন বিধানের ভিত্তিতে ইউআর আসনে সুযোগ পেলেন। নইলে 'মেধা না সংরক্ষণকোনটির ভিত্তিতে আসন?' এই প্রশ্নই আরও জোরালো হয়ে উঠবে।

পথ দুর্ঘটনায় শিশুর মৃত্যু

● **প্রথম পাতার পর** হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তুষারের বাবা সুশাঙ্কর মজুমদার ও মা রেশমি রিয়াং মজুমদার। দুর্ঘটনার বিষয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে কথা বলতে রাজি হননি তুষারের বাবা। পরে তুষারের জেঠু শংকর মজুমদার ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দেন।

এদিকে, দুর্ঘটনাকে ঘিরে আরও একটি বিষয় নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। পরিবারের দাবি অনুযায়ী, দুর্ঘটনার পর ঘটনাস্থল থেকে বাইকটি সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। কে বা কারা বাইকটি সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ এবং বাইকটি সরিয়ে নেওয়ার বিষয়টি খতিয়ে দেখলেই ঘটনার পুরো বিষয়টি স্পষ্ট হবে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা।

সই জাল করে টাকা

● **প্রথম পাতার পর** হয়েছে বলে তিনি জানতে পারেন। অভিযোগপত্রে ওই ঋণ হিসাবের নম্বরও উল্লেখ করেছেন তিনি।

দিলীপবাবুর দাবি, ২০২৬ সালের ৫ জানুয়ারি ব্যাংক থেকে পাওয়া স্টেটমেন্ট পর্যালোচনা করার সময় বিষয়টি তাঁর নজরে আসে। এরপর ১৯ জানুয়ারি তিনি ব্যাংক ম্যানেজারের কাছে লিখিত আবেদন করে তাঁর অ্যাকাউন্টে হওয়া মোট ২৫টি লেনদেনের টাকা উত্তোলনের রসিদের কপি চান।

অভিযোগকারীর দাবি, দীর্ঘদিন ধরে বারবার অনুরোধ করার পরও সমস্ত নথি তাঁকে দেওয়া হয়নি। ২৫টি টাকা উত্তোলনের রসিদের মধ্যে সাতটি এখনও তাঁর হাতে দেওয়া হয়নি বলেও অভিযোগ করেছেন তিনি। তাঁর আরও দাবি, দীর্ঘ অনুসন্ধানের পরও ব্যাংক ম্যানেজার ওই সাতটি রসিদের হদিশ পাননি।

অভিযোগপত্রে আরও দাবি করা হয়েছে, ব্যাংকের এক কর্মী দিলীপবাবুকে জানিয়েছেন যে তৎকালীন শাখা ব্যবস্থাপক ব্যাংক ছাড়ার সময় ওই টাকা উত্তোলনের রসিদগুলি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। পাশাপাশি, কয়েকটি টাকা উত্তোলনের রসিদে তাঁর স্বাক্ষর জাল করে ব্যবহার করা হয়েছে বলেও অভিযোগ তুলেছেন তিনি।

ঘটনার পূর্ণাঙ্গ ও নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন দিলীপ কুমার দাস। তাঁর বক্তব্য, অনুমতি ছাড়া তাঁর সঞ্চয়ী হিসাব থেকে টাকা উত্তোলন হয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট অর্থ ফেরত দেওয়ার পাশাপাশি ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।

জানা গেছে, গুয়াহাটি জোনাল অফিস ছাড়াও কৈলাসহর শাখা, ধর্মনগর শাখা এবং আগরতলার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছেও অভিযোগের প্রতিলিপি পাঠানো হয়েছে।

তবে অভিযোগগুলির বিষয়ে ইউকো ব্যাঙ্কের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কিংবা তৎকালীন শাখা ব্যবস্থাপক সুরজিৎ মল্লিকের বক্তব্য এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। ফলে অভিযোগের সত্যতা, টাকা উত্তোলনের প্রকৃত কারণ এবং সংশ্লিষ্ট নথির বৈধতা তদন্তের পরই স্পষ্ট হবে।

ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসার পর গ্রাহকের হিসাব পরিচালনা, ঋণ প্রক্রিয়ায় স্বাক্ষরিত রসিদের ব্যবহার এবং ব্যাংকের নথি সংরক্ষণ ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এখন ব্যাংক কর্তৃপক্ষ অভিযোগের ভিত্তিতে কী পদক্ষেপ নেয় এবং তদন্তে প্রকৃতপক্ষে কী তথ্য সামনে আসে, সেদিকেই নজর রয়েছে।

াঙ্গন

এ-ডিভিশন ফুটবল লিগে চরম বিশৃঙ্খলা জরিমানা এড়িয়ে অনুমোদন বাঁচানোর ধান্দা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের দ্বারা (টিএফএ) পরিচালনায় আয়োজিত এই বছরের 'এ' ডিভিশন ফুটবল লিগ ঘিরে তীব্র জটিলতা ও অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে। ফুটবলের প্রসারের লক্ষ্যে রাজ্য ফুটবল সংস্থা (টি.এফ.এ) আগে থেকে চলে আসা ৮টি দলের সংবিধান সংশোধন করে দলের সংখ্যা বাড়িয়ে ১০-এ উন্নীত করেছিল। যথাসম্ভব দুর্গাপূজার আগে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সব লিগ ম্যাচ শেষ করার টিএফএ-র যথোপযুক্ত সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানাতেই হয়। এর মধ্যে ঐতিহ্যবাহী ঐকতান যুব সংস্থা দুর্গাপূজার মণ্ডপ নির্মাণ ও উৎসবকে প্রাধান্য দেওয়ায় আনুষ্ঠানিকভাবে লীগ টুর্নামেন্ট শুরু হওয়ার আগেই দল তুলে নেয়। কিন্তু বিপত্তি ঘটে অন্য দুই-তিনটি ক্লাবকে নিয়ে, যারা সরাসরি দল না তুলে কৌশলে মাত্র ৫/৭ দিন আগে ম্যাচ স্থগিত রাখার আবেদন জানায়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিযোগিতা শেষ করার বাধ্যবাধকতা থাকায় টিএফএ এই সূচি পরিবর্তন করতে পারেনি, যা আগে থেকেই ক্লাবগুলোর জানা ছিল।

প্রকৃতপক্ষে, ক্লাবগুলোর এই কৌশলী পদক্ষেপে ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। খেলার মাঠে ভালো পারফর্ম করে সুপার লিগে (চারটি দল) পৌঁছানোর কোনো সম্ভাবনা না দেখায়, মোটা অঙ্কের অর্থ খরচ করে বাকি ম্যাচগুলো খেলার চেয়ে টিএফএ-র নির্ধারিত ১০,০০০ টাকা জরিমানা দেওয়াকেই অনেক ক্লাব লাভজনক বলে মনে করছে। নিজেদের অস্তিত্ব ও ক্লাব বাজেট বাঁচাতে অনেক ক্লাব কর্তৃপক্ষ তাদের প্রথম সারির ফুটবলারদের সাময়িকভাবে বরখাস্ত (সাসপেন্ড) করতেও পিছপা হয়নি। মজার বিষয় হলো, এই সিদ্ধান্তের পেছনে কলকাঠি নাড়া একাধিক সংগঠক নিজেই টিএফএ-র বর্তমান বা প্রাক্তন কার্যনির্বাহী সদস্য, যার ফলে পুরো ফুটবল ব্যবস্থার নিরপেক্ষতা নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে।অন্যদিকে, ম্যাচ পরিচালনাকারী রেফারিদের ভূমিকা নিয়েও বিতর্ক দেখা দিয়েছে। টিএফএ-র পক্ষ থেকে বহিঃরাজ্যের রেফারি নিয়োগ করে উদ্ভূত সমস্যার অনেকটা সামাল দেওয়া সম্ভব হয়েছে। উল্টো নিজেদের দলের ফুটবলারদের মাঠের ভেতরের দুর্ব্যবহার, অশোভনীয় আচরণ বা ব্যর্থতাকে আড়াল করতে ক্লাব কর্তারা সব দায় রেফারিদের ঘাড়েই চাপাচ্ছেন। স্থানীয় রেফারিদের ছোটখাটো ভুলত্রুটিকে হাতিয়ার করে খেলোয়াড়দের বাঁচানো এবং নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকার এই সংস্কৃতির কারণে ত্রিপুরার ফুটবলের ভবিষ্যৎ এখন চরম অনিশ্চয়তার মুখে পড়তে বাধ্য হচ্ছে।

অমীমাংসিত ফরোয়ার্ড, টাউন ক্লাব ম্যাচ পয়েন্ট ভাগাভাগি করে মাঠ ছাড়ল দুই দল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত মর্যাদাপূর্ণ ''শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্স'' চন্দ্র স্মৃতি ''এ'' ডিভিশন ফুটবল লিগ ২০২৬-২৭-এর এক হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে ফরোয়ার্ড ক্লাব ও টাউন ক্লাবের ম্যাচটি ২-২ গোলে অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। আজ সন্ধ্যা ৬টায় অনুষ্ঠিত এই প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ম্যাচে উভয় দলই আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণে প্রতিপক্ষকে চেপে ধরার চেষ্টা করে। ম্যাচের শুরুতেই দাপট দেখিয়ে ফরোয়ার্ড ক্লাব জয়ের সম্ভাবনা তৈরি করলেও শেষ মুহূর্তের চমকপ্রদ প্রত্যাবর্তনে ম্যাচ সমতায় ফেরায় টাউন ক্লাব। এই ফলাফলের পর টুর্নামেন্টে ফরোয়ার্ড ক্লাবের এটি দ্বিতীয় ড্র, যেখানে প্রথম ম্যাচে তারা লাল বাহাদুর ক্লাবের সাথে ৩-৩ গোলে ড্র করেছিল; বর্তমানে ৫ ম্যাচ খেলে তাদের ঝুলিতে রয়েছে ৩টি জয় ও ২টি ড্র।

ম্যাচের শুরু থেকেই ফরোয়ার্ড ক্লাব আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে থাকে এবং মাত্র ১০ মিনিটের মাথায় এল. গেইজুয়ালা (জার্সি নং ০৭)-র দুর্দান্ত গোলে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায়। প্রথমার্ধের বাড়তি সময়ে (৪৫/২ মি.) ফরোয়ার্ড ক্লাবের টি. লেনিন সিংশ একটি হলুদ কার্ড দেখেন। এরপর দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ম্যাচের ৪৯তম মিনিটে কে. অরুণ সিংশ (জার্সি নং ১০) ফরোয়ার্ড ক্লাবের হয়ে দ্বিতীয় গোলটি করে দলকে ২-০ ব্যবধানে এক সুবিধাজনক অবস্থানে পৌঁছে দেন। অন্যদিকে ম্যাচ চলাকালীন টাউন ক্লাবের এ. ত্রিপুরা (৪ মি.) এবং এল. দারলং (৪৩ মি.) হলুদ কার্ড পান। দুই গোলে পিছিয়ে পড়েও টাউন ক্লাব মনোবল হারায়নি, বরং ম্যাচের শেষভাগে মারাত্মক আক্রমণের ঝড় তোলে।

ম্যাচের শেষ ১০ মিনিটে টাউন ক্লাবের অসাধারণ প্রত্যাবর্তন পুরো স্টেডিয়ামকে স্তব্ধ করে দেয়। ৮২তম মিনিটে আর. মোগ (জার্সি নং ০৭) টাউন ক্লাবের হয়ে প্রথম গোল করে ব্যবধান ২-১-এ কমিয়ে আনেন। এর ঠিক চার মিনিট পর, ৮৬তম মিনিটে রোনাল্ড সিংহ (জার্সি নং ০৯) এক দর্শনীয় গোল করে ম্যাচটিকে ২-২ ব্যবধানে সমতায় ফিরিয়ে আনেন। শেষ পর্যন্ত রেফারি বিপ্লব সিংহ শেষ বাঁশি বাজালে উভয় দলকে পয়েন্ট ভাগ করে নিয়েই মাঠ ছাড়তে হয়। এটি টুর্নামেন্টে টাউন ক্লাবের ৩য় ড্র, যেখানে ৫ ম্যাচ শেষে তাদের অর্জন ২টি জয় ও ৩টি ড্র। ম্যাচে সহকারী রেফারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন শিব শংকর জমাতিয়া ও জামাল হোসেন এবং চতুর্থ অফিসিয়াল ছিলেন সুশান্ত দাস।

রোহিত-শুভমনই বোর্ডের পছন্দ! তবু ২০২৭ সালের এক দিনের বিশ্বকাপের জন্য এক ওপেনারকে তৈরি রাখার পরামর্শ পাঠানের

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড নিজেদের পছন্দ জানিয়ে দিয়েছে। বোর্ড স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়ে দিয়েছে যে, ২০২৭ সালের এক দিনের বিশ্বকাপে ওপেনিংয়ে শুভমন গিলের সঙ্গে রোহিত শর্মাকেই দেখতে চাইছে তারা। তবু এক ওপেনারকে তৈরি রাখার পরামর্শ দিলেন ইরফান পাঠান। তাঁর মতে, যশস্বী জয়সবালকে তৈরি করে রাখা উচিত ভারতের।

সামনেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে তিন মাচের এক দিনের সিরিজ রয়েছে ভারতের। সেখানে বিকল্প ক্রিকেটারদের দেখে নেওয়ার সুযোগ রয়েছে বলে মনে করেন পাঠান। তিনি বলেন, "এটা তো প্রধান দল নয়। বুমরাহ, শ্রেয়স, অক্ষর, ওয়াশিংটনেরা এশিয়ান গেমসের জন্য খেলছে না। বিশ্বকাপের আগে বেশি ম্যাচ পাওয়া যাবে না। এই কয়েকটা ম্যাচের মধ্যেই বেঞ্চকে পরখ করে নিতে হবে।"

পাঠানের মতে, ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ ও এশিয়ান গেমস একসঙ্গে হওয়ায় শাপে বর হয়েছে ভারতের। তিনি বলেন, "দুটো প্রতিযোগিতা একসঙ্গে হওয়ায় ভাল হয়েছে। বাকিরাও সুযোগ পাবে। আমার নজর থাকবে যশস্বীর দিকে। পরের বছর বিশ্বকাপে ও নিশ্চয় বিকল্প ওপেনার হিসাবে থাকবে। কিন্তু যদি ওকে খেলতে হয়, তা হলে তার আগে ওকে পর্যাপ্ত সুযোগ দিতে হবে। না হলে ও তৈরি থাকবে না। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে সেই সুযোগ রয়েছে।"

কিন্তু এই সিরিজে তো রোহিত ও শুভমনও রয়েছেন। পাঠানের মতে, দলের ব্যাটিং অর্ডারে বদল করেও যশস্বীকে খেলানো যেতে পারে। এমন যেন না হয়, বিশ্বকাপে নামার আগে পর্যাপ্ত প্রস্তুতির সময় তিনি পেলেন না। পাঠান বলেন, "কী ভাবে ওকে খেলানো যায় সেটা দলকে ভাবতে হবে। তবে আমার মনে হয়, এই সিরিজেই ওকে খেলানোর সেরা সুযোগ। ব্যাটিং অর্ডারে বদল করে হতে পারে। যে ভাবেই হোক, এই সিরিজে আমি যশস্বীকে দেখতে চাই।"

পরের বছর দক্ষিণ আফ্রিকা, জিম্বাবোয়ে ও নামিবিয়ার মাটিতে এক দিনের বিশ্বকাপ। সেখানকার পিচ উপমহাদেশের থেকে অনেক কঠিন। বিশেষ করে পেসারদের বিরুদ্ধে ব্যাটারদের সমস্যা হতে পারে। তাই বিশ্বকাপে নামার আগে ব্যাটারদের ক্রিজে যতটা সময় সম্ভব কাটানো উচিত। সেই কারণেই যশস্বীকে প্রথম একাদশে দেখতে চাইছেন পাঠান।সীমিত ওভারের ক্রিকেটে ভারতের টপ অর্ডারে বর্তমানে তারকার ছড়াছড়ি। তবে সম্ভবত সবথেকে চর্চিত দুই ওপেনারের নাম হল বৈভব সূর্যবংশী এবং অভিষেক শর্মা। দুই তরুণ বাঁ-হাতি ব্যাটার নিজের আগ্রাসী ব্যাটিংয়ে বিশ্বের বোলারদের ত্রাস হয়ে উঠেছেন। এই দুই তারকার প্রশংসা করলেও, তাঁদের নিয়ে উদ্বেগও প্রকাশ করলেন প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার সন্দীপ পাতিল।সন্দীপ পাতিলের মতে দুই তরুণ ব্যাটারই বিধ্বংসী ব্যাটিং করতে সক্ষম, তবে বিদেশের মাঠে স্যুইং সহায়ক পরিবেশে তাঁরা সমস্যায় পড়েন। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে সন্দীপ পাতিলকে বলতে শোনা যায়, "আমি ওদের ব্যাটিং নিয়ে একটা কথা বলতে চাই। বৈভব সূর্যবংশী এবং অভিষেক শর্মাকে সম্মান জানিয়েই বলছি, ওরা যখন দেশের বাইরে সফর করে যেখানে বল হালকা স্যুইং করে, তখন ওরা সমস্যায় পড়ে। এই দুই তরুণ খেলোয়াড়কে নিজেদের খেলার এই দিকটায় নজর দিতে হবে এবং উন্নতি করতে হবে। ঘরের মাঠে সিংহ, বাইরে বিড়াল, এমনটা হলে চলবে না।"জুলাইয়ে ভারতের ইংল্যান্ড সফরে অভিষেক এবং বৈভব, কেউই তমন রান পাননি। পাঁচ মাচে অভিষেক শর্মা সেই সফরে মাত্র ১৩১ রান করছিলেন, বৈভব নিজের অভিষেক সফরে তিন ম্যাচে করেছিল মাত্র ৪২ রান। তবে তারপরে দুই তারকাই ফর্মে ফিরেছে। জিম্বাবোয়ে সফরেই দুরন্ত পারফর্ম করে বৈভব সূর্যবংশী সিরিজ সেরা হয়েছিল। অপরদিকে, সদ্যসমাপ্ত আফগানিস্তান সিরিজে অভিষেক শর্মা তো তৃতীয় ম্যাচে মাত্র ৩০ বলে শতরানই হাঁকিয়ে ফেলেন। অভিষেকের এই ইনিংস দেখে যে সন্দীপ পাতিল একেবারেই হতবাক হননি, সেকথাও তিনি স্পষ্টই জানিয়ে দেন। "অভিষেকের শতরান এবং ভারতের ছয় ওভারে ১০০ রান করা দেখে আমি অবাক হয়নি। এমনটা এর পরে আর হবে কি হবে না, সেটা আমি জানি না, তবে এক্ষেত্রে ওদের বাহবা দিতেই হবে। এই তরুণ ক্রিকেটারদের বর্তমান যুগে ব্যাট চালানোর ছাড়পত্র দেওয়া রয়েছে এবং ওরা, সেটা অভিষেকই হোক বা বৈভব সূর্যবংশীই হোক, সঠিকভাবেই কাজে লাগাচ্ছে। আমার মতে তো এটা অভূতপূর্ব" দাবি প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ক্রিকেটারের।

ক্রিকেট : দল বদল ও টোকেন সংগ্রহের কর্মসূচি শুরু

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর।। আগামী ২০২৬-২৭ ক্রিকেট মৌসুমকে সামনে রেখে খেলোয়াড় বদল (প্লেয়ার ট্রান্সফার) প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আনুষ্ঠানিক সময়সূচি ঘোষণা অনুযায়ী প্রথম দিনেই কয়েকজন ক্রিকেটার যথারীতি দলবদল ও টোকেন সংগ্রহের শামিল হয়েছেন। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন সংস্থার সম্পাদক সুব্রত দে স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আগেই জানানো হয়েছিল যে, যেসকল ক্রিকেটার আগামী মৌসুমে নতুন কোনো ক্লাবের হয়ে মাঠ কাঁপাতে চান, তাঁদের টিসিএ-র প্রধান কার্যালয় থেকে 'টোকেন ফর ট্রান্সফার' সংগ্রহ এবং জমা দিতে হবে। আজ, য় সোমবার থেকে তা যথারীতি শুরু হয়েছে। চলবে ২৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত (টিসিএ নির্ধারিত ছুটির দিন ব্যতীত) প্রতিদিন সকাল ১১টা থেকে বেলা ৪টা পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চালু থাকবে।

সংস্থার পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে, ক্লাব পরিবর্তন করতে ইচ্ছুক সমস্ত খেলোয়াড়কে অবশ্যই টিসিএ অনুমোদিত ক্লাবগুলোতে উপলব্ধ এবং গত ১৯ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত ট্রান্সফার সংক্রান্ত নিয়মাবলী মেনে চলতে হবে। নতুন মৌসুমে ঘরোয়া ক্রিকেটে স্বচ্ছতা ও খেলোয়াড়দের মসৃণ দলবদল সুনিশ্চিত করতেই এই নির্দিষ্ট নিয়ম ও সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে বলে টিসিএ সূত্রে জানানো হয়েছে।

দোষারোপের পালা হকি সংস্থায়

জার্সি নিয়ে বিতর্কের শেষ হচ্ছে না ভারতীয় হকিতে। এশিয়ান গেমসে নিজেদের প্রথম ম্যাচে পুরুষ ও মহিলাদের দল গেরুয়া জার্সি পরেই খেলেছে। অথচ, কয়েক দিন আগেই ভারতীয় হকি সংস্থার প্রধান দিলীপ তিরকে জানিয়েছিলেন, হকি দলের জার্সির রং গেরুয়া থেকে আবার বদলে নীল করা হবে। তা হলে কেন গেরুয়া জার্সি পরে খেললেন হরমনপ্রীত সিংহ, দীপিকারা? গত মাসে হকি বিশ্বকাপে প্রথম বার গেরুয়া জার্সি পরে খেলেছিল ভারত। তার পরেই তিরকে জানান, সংস্থার অনুমতি না নিয়েই জার্সি রং বদলে দেওয়া হয়েছে। তাই এশিয়ান গেমসে জার্সির রং আবার বদল করা হবে বলে জানান তিনি। এমনকি, এশিয়ান গেমস খেলতে ভারতের হকি দল রওনা হওয়ার আগেও জার্সি নিয়ে কথা বলেন তিরকে। তিনি বলেন, "ভারতের অলিম্পিক্স সংস্থা জার্সির রং নিয়ে আমাদের কয়েকটা বিকল্প দিয়েছে। আমরা ঠিক করেছি, প্রথম জার্সির রং হবে নীল। বিকল্প জার্সির রং হবে কমলা।" তার পরেও কেন গেরুয়া জার্সি পরে নামল ভারতীয় দল? হকি সংস্থার এক কর্তা জানিয়েছেন, তিরকে নিজেই এই জার্সি বেছেছেন। তিনি বলেন, "যে দুটো জার্সি বেছে নেওয়া হয়েছে সেটা হল নীল-সাদা এবং গেরুয়া। সভাপতি তিরকে নিজেই তা বেছেছেন। তা হলে তিনি কেন বললেন যে ভারত পুরো নীল রঙের জার্সি পরে খেলবে? এর জবাব তিনিই দিতে পারবেন।" এই কথা থেকে স্পষ্ট, জার্সির রং নিয়ে দোষারোপের পালা চলছে ভারতীয় হকি সংস্থায়।

উদয়পুরে শারদীয়া ইস্ট জোন ব্লাইন্ড ক্রিকেট টুর্নামেন্ট, ত্রিপুরা দল ঘোষিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর: আগামী ১ থেকে ৫ অক্টোবর পর্যন্ত উদয়পুরের জামজুরি মাঠে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে মর্যাদাপূর্ণ "শারদীয়া ইস্ট জোন ব্লাইন্ড ক্রিকেট টুর্নামেন্ট"। ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য ব্লাইন্ড ইন ত্রিপুরা (সিএবিটি)-র উদ্যোগে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় স্বাগতিক ত্রিপুরা ছাড়াও আসাম, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহার ক্রিকেট দল অংশগ্রহণ করবে। আগামী ১লা অক্টোবর সকাল ৮:৩০ মিনিটে টুর্নামেন্টের জমকালো উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায়, অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় এবং বিধায়ক অভিষেক দেব রায়সহ সিএবিটি-র শীর্ষ কর্মকর্তারা।

এই মেগা ইভেন্টকে সামনে রেখে রবিবার অফিস লেনস্থিত সিএবিটি-র কার্যালয়ে সম্প্রতি এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে ১৬ সদস্যের শক্তিশালী ত্রিপুরা স্টেট ব্লাইন্ড ক্রিকেট দল ঘোষণা করা হয়েছে। ঘোষিত দলে রয়েছে ১৪ জন খেলোয়াড় ও ২ জন অফিসিয়াল। ত্রিপুরা দলের সদস্যরা হলেন রঞ্জন দেব, বিশ্বজিৎ দেবনাথ, এম ডি আমজাদ হোসেন, সাগর কুমার দাস, সৌরভ সূত্রধর, নয়ন চন্দ্র রায়, রাজেন্দ্র পানুরিয়া, সুকান্ত সরকার, প্রসেনজিৎ দেবনাথ, কুশ শীল, সুশান্ত নমঃ, পাপন সূত্রধর, টুয়েলভকুমার ত্রিপুরা ও জনি ঋষি দাস। দলের কোচের দায়িত্ব পেয়েছেন অপূর্ব চক্রবর্তী এবং ম্যানেজারের দায়িত্বে থাকছেন অজয় দে। দল ঘোষণার সময় সিএবিটি-র চেয়ারম্যান হীরালাল সাহা, সভাপতি মাধব ঘোষ, সচিব সঞ্জয় ধন ভৌমিক ও কোষাধ্যক্ষ সুস্মিতা দত্ত রায় চৌধুরী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মরসুমে প্রথম হার আর্সেনালের! ১২৫তম বর্ষপূর্তিতে গত বারের চ্যাম্পিয়নদের হারাল ব্রাইটন, হেরেই চলেছে টটেনহ্যাম

চার ম্যাচ পর মরসুমে প্রথম হারল আর্সেনাল। ব্রাইটন অ্যান্ড হোভ আলবিয়নের কাছে ০-৩ গোলে হারল গত বারের প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়ন দল। অন্য ম্যাচে অ্যাস্টন ভিলার কাছে ২-৩ গোলে হারল টটেনহ্যাম হটস্পার। পাঁচ ম্যাচে এখনও জয়ের স্বাদ পেল না তারা।১২৫তম বর্ষপূর্তিতে নিজেদের ঘরের মাঠে আর্সেনালের বিরুদ্ধে খেলতে নেমেছিল ব্রাইটন। এই ম্যাচ দেখতে এসেছিলেন ব্রিটেনের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমার। এই ম্যাচে নিজেদের চেনা জার্সি ছেড়ে বিশেষ জার্সি পরে নেমেছিলেন ব্রাইটনের ফুটবলারেরা। বিশেষ দিনে সমর্থকদের আনন্দ দিলেন তাঁরা। ৩১ মিনিটের মাথায় পাস্কাল গ্রস এগিয়ে দেন ব্রাইটনকে। তাঁর ডান পায়ের মাটিঘেঁষা শট পোস্টে লেগে গোলে ঢুকে যায়। আর্সেনাল বার বার চেষ্টা করলেও গোলের মুখ খুলতে পারছিল না। বিরতির ঠিক আগে আরও একটি মাটিঘেঁষা শটে গোল করেন চারালামপোস কলটৌলাস। দু'টি গোলের ক্ষেত্রেই গোলরক্ষক ডেভিড রায়ার কিছু করার ছিল না।

দ্বিতীয়ার্ধে আর্সেনালের খেলা বেশি ঝাঁঝ লক্ষ্য করা গেলেও কাজের কাজ করতে পারেনি তারা। ৫৭ মিনিটে কর্নার থেকে অনেকটা লাফিয়ে হেডে গোল করেন চেমা আন্দ্রেস। তাঁকে মার্ক করেননি আর্সেনালের কোনও ডিফেন্ডার। ০-৩ পিছিয়ে পড়ার পর আর্সেনালের ফেরা কঠিন ছিল। কিন্তু তারা যে একটাও গোল করতে পারবে না, তা বোঝা যায়নি। ব্রাইটনের রক্ষণ ভাঙতে পারল না গত বারের চ্যাম্পিয়ন দল।

টটেনহ্যামের দুঃস্বপ্ন শেষ হচ্ছে না। আরও একটি ম্যাচ হারতে হল তাদের। এবার ঘরের মাঠে অ্যাস্টন ভিলা ৩-২ গোলে তাদের হারাল। বিরতির ঠিক আগে জোহান মানজাম্বি এগিয়ে দেন ভিলাকে। দ্বিতীয়ার্ধে ৬৭ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান নিকোলাস জ্যাকসন। ৭৯ মিনিটে ৩-০ করেন এমিলিয়ানো বুয়েনদিয়া।

তিন গোলে পিছিয়ে পড়ার পরে মাঠ ছাড়তে শুরু করেন টটেনহ্যামের সমর্থকেরা। শেষ দিকে ৮৬ মিনিট ও সংযুক্তি সময়ের একেবারে শেষ মিনিটে গোল করেন যথাক্রমে কোনোর গ্যালাঘার ও পল ভ্যান হেকে। তাতে অবশ্য খেলার ফল বদলায়নি। তবে চলতি মরসুমে এই প্রথম কোনও ম্যাচে গোল করল টটেনহ্যাম।

দিনের অপর দুই খেলায় জিতেছে এভার্টন ও নিউকাসল ইউনাইটেড। থিয়েরনো ব্যারির করা একমাত্র গোলে ইপসুইচ টাউনকে হারিয়েছে এভার্টন। ফর্মে থাকা হাল সিটিকে ২-১ গোলে হারিয়েছে নিউক্যাসল। ৩ ও ৭ মিনিটে গোল করেন যথাক্রমে জো উইলক ও লিউস হল। সেই ধাক্কা সামলাতে পারেনি হাল সিটি। দ্বিতীয়ার্ধে আলি চো একটি গোল করলেও হারে তারা।

পাঁচ ম্যাচ পর পয়েন্ট তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে আর্সেনাল। শীর্ষে থাকা ম্যাঞ্চেস্টার সিটির সঙ্গে পয়েন্ট (১২) সমান তাদের। তবে সিটি একটি ম্যাচ কম খেলেছে। আর্সেনালকে হারিয়ে তাদের ঠিক পিছনেই ব্রাইটন। ১০ পয়েন্ট নিয়ে তিন নম্বরে তারা। এভার্টন ৯ পয়েন্ট নিয়ে পাঁচ নম্বরে রয়েছে। হেরে পিছিয়ে পড়েছে হাল সিটি। ৮ পয়েন্ট নিয়ে সাত নম্বরে তারা। জিতে নিউক্যাসল উঠেছে আট নম্বরে। তাদেরও পয়েন্ট ৮। ইপসুইচ টাউন রয়েছে ১২ নম্বরে। তাদের পয়েন্ট ৬। টটেনহ্যামকে হারিয়ে ১৫ নম্বরে উঠেছে ভিলা। তাদের পয়েন্ট ৪। পাঁচ ম্যাচে দুই ড্র ও তিন হারের সঙ্গে ১৮ নম্বরে টটেনহ্যাম। ২ পয়েন্ট পেয়ে অবনমনের আওতায় তারা।বক্সের সামান্য বাইরে থেকে বাঁ পায়ে কোনাকুনি শট নেওয়ার জায়গা আছে আর লিওনেল মেসি তা কাজে লাগাতে পারবেন না, এমনটা সচরাচর হয় না। আজও যেমন দেখা গেল। মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) সান ডিয়েগোর বিপক্ষে নিজের পছন্দসই জায়গায় ফ্রি—কিক পেয়ে গোল করতে ভুল হয়নি আর্জেন্টাইন তারকার।

তবে মেসির দুর্দান্ত ফ্রি-কিক গোলের দিনে জিততে পারেনি ইন্টার মায়ামি। সান ডিয়েগো এফসির বিপক্ষে দ্বিতীয়ার্ধে এগিয়ে গিয়েও শেষ পর্যন্ত ২-২ গোলে ড্র করেছে মায়ামি। এ নিয়ে লিগে টানা চার ম্যাচ ড্র করল মেসির দল। ৪ গোলের ম্যাচটিতে ১২ মিনিটে এগিয়ে যায় সান ডিয়েগো। গোল করেন ডেনিশ ফরোয়ার্ড অ্যান্ডার্স ড্রেয়ার। ঠিক ১২ মিনিট পরই মায়ামি সমতায় ফেরে মেসির গোলে। ডান প্রান্ত থেকে মেসির নেওয়া ফ্রি-কিক বক্সে থাকা কোনো খেলোয়াড়ের গায়ে না লেগে সরাসরি চলে যায় দূরের পোস্টের দিকে। গোলরক্ষক ঝাঁপিয়ে পড়লেও বল ধরতে পারেননি।

এটি মেসির ক্যারিয়ারের ৭৫তম ফ্রি---কিক গোল। আর এমএলএসের চলতি মৌসুমে ২০তম। চার দিন আগে ক্রুজ আজুলের বিপক্ষে গোল করে মায়ামির হয়ে ১০০ গোলের মাইলফলক ছুঁয়েছিলেন তিনি।

সান ডিয়েগোর বিপক্ষে মায়ামি জিততে পারেনি শেষ দিকে গোল হজম করায়। ৭৪ মিনিটে লুইস সুয়ারেজের গোলে ২-১---এ এগিয়ে গেলেও ৮২ মিনিটে সমতা ফেরান ড্রেয়ার।

এই ড্রয়ে ২৬ ম্যাচে মায়ামির পয়েন্ট হলো ৪৬ (১২ জয়, ৪ হার, ১০ ড্র)। ইস্টার্ন কনফারেন্সের শীর্ষে থাকা ন্যাশভিলের চেয়ে তারা ১১ পয়েন্ট পিছিয়ে। নিয়মিত মৌসুমে মায়ামির হাতে এখনো আট ম্যাচ বাকি। মেসিদের পরের ম্যাচ আগামী রোববার কলম্বাস ক্রুর বিপক্ষে।

এশিয়াডে ফের হাতছাড়া সোনা! শুটিংয়ে দলগত বিভাগে রুপো জয় ভারতের

এশিয়ান গেমসে শুটিং থেকে একের পর এক পদক আসছে ভারতের ঝুলিতে। সোমবার পুরুষদের ১০ মিটার এয়ার রাইফেল দলগত বিভাগে রুপো জিতল ভারত। হিমাংশু ধিলন, পার্থ মানে এবং রুদ্রাঙ্ক্ষ পাটিলের হাত ধরে এল এই পদক। চলতি এশিয়াডে ভারতের পদকসংখ্যা বেড়ে হল ৩। তিনটিই রুপো।

৬০ শটের কোয়ালিফিকেশনে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করেন রুদ্রাঙ্ক্ষ। ৬৩১.৮ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় হন। হিমাংশু ৬৩০ পয়েন্ট নিয়ে সপ্তম এবং পার্থ ৬২৮.৩ পয়েন্ট নিয়ে পরের দিকে শেষ করেন। তিন জনের সম্মিলিত স্কোর দাঁড়ায় ১৮৯০.১। সোনা অবশ্য হাতছাড়া হয় ভারতের। ১৮৯৯.০ পয়েন্ট তুলে বিশ্বরেকর্ড গড়ে সোনা জিতে নেয় চিন। ১৮৮৪.২ পয়েন্ট নিয়ে ব্রোঞ্জ দক্ষিণ কোরিয়ার।

১০ মিটার এয়ার রাইফেলের দলগত বিভাগে এটি রুদ্রাঙ্ক্ষের দ্বিতীয় এশিয়াড পদক। হ্যাংঝৌয়ে ২০২৩ সালের আসরে এই ইভেন্টেই সোনা জিতেছিলেন তিনি। কেবল দলগত ইভেন্টেই নয়, ব্যক্তিগত ইভেন্টেও ভারতের আশার আলো রুদ্রাঙ্ক্ষ ও হিমাংশু। কোয়ালিফেকশন পর্বে প্রথম আটে থাকায় দু'জনেই ব্যক্তিগত বিভাগের ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছেন। রুদ্রাঙ্ক্ষ তৃতীয় এবং হিমাংশু সপ্তম হয়ে যোগ্যতা অর্জন করেন।

রবিবারও শুটিং থেকেই এসেছিল ভারতের জোড়া রুপো। এশিয়ান গেমসে প্রথম পদক ঘরে তুলেছিল ভারত। মহিলাদের ১০ মিটার এয়ার রাইফেলের দলগত বিভাগে রুপো জিতেন এলাভেনিল ভালারিভান, সোনম মাসকার ও বিদর্সা বিনোদ। পরে এলাভেনিল ব্যক্তিগত ইভেন্টেও রুপো জেতেন। অল্পের জন্য রুপো নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয় ভারতকে। ১৯০৪.২ স্কোরে সোনা জেতে চিন। সেখানে ভারতের পয়েন্ট ১৮৯৮। এলাভেনিল ভালারিভান ৬৩৩.৫ পয়েন্ট পেয়ে ব্যক্তিগত ইভেন্টে ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছিলেন। সেখানেও রুপো জিতেছিলেন। এটাই তাঁর প্রথম এশিয়াড পদক।

২০১৮ সালের জাকার্তা এশিয়াডে ১৯ বছর বয়সে অংশ নিয়েও ১০ মিটার এয়ার রাইফেলের ফাইনালে উঠতে পারেননি। গত বছর শিমকেন্টে এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে ২৫৩.৬ পয়েন্ট তুলে এশীয় রেকর্ড গড়েছিলেন এলাভেনিল। ২০২৬ সালে নয়াদিল্লিতে সেই খেতাবও ধরে রাখেন তিনি। গত এশিয়াডে ভারতীয় শুটারেরা মোট ২২টি পদক জিতেছিলেন। এরমধ্যে ৭ সোনা, ৯ রুপো এবং ৬ ব্রোঞ্জ। এবারও ভারতকে স্বপ্ন দেখাচ্ছেন শুটাররা।

'শামিকে দলে না রাখার কারণ বুঝতে পারছি না'

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ের অন্যতম কারিগর। অথচ সেই মহম্মদ শামিই এখন জাতীয় দলের বাইরে। বয়স ৩৬ পেরিয়েছে। চোট-পরবর্তী প্রত্যাবর্তনের পর ঘরোয়া ক্রিকেটেও নিয়মিত খেলছেন। তবু ভারতীয় দলে 'ব্রাত্য' তারকা পেসার। তা হলে কি ধীরে ধীরে নির্বাচকদের ভাবনা থেকে মুছে যাচ্ছেন শামি? ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে আসন্ন ওয়ানডে এবং টি-টোয়েন্টি সিরিজের দলেও জায়গা হয়নি অভিজ্ঞ পেসারের। এই পরিস্থিতিতে শামির পাশে দাঁড়ালেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক তথা প্রাক্তন জাতীয় নির্বাচক দিলীপ বেঙ্গসরকার। তিনি মনে করেন কিউয়িদের বিরুদ্ধে পরের টেস্ট সিরিজে শামিকে অবশ্যই সুযোগ দেওয়া উচিত।২০২৫ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালের পর আর জাতীয় দলের জার্সিতে দেখা যায়নি তাঁকে। জাতীয় দলে জায়গা না পেলেও ঘরোয়া ক্রিকেটে উজ্জ্বল 'সাহসপুর এক্সপ্রেস'। প্রায় দেড় দশক পর ইস্ট জোনের দলীপ ট্রফি জয়ের নেপথ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে তাঁর। এই পরিস্থিতিতে এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বেঙ্গসরকার বলেন, "শামিকে এত দিন ভারতীয় দলের বাইরে রাখা হয়েছে কেন, সেটা আমার কাছে পরিষ্কার নয়। ঘরোয়া ক্রিকেট হোক বা আন্তর্জাতিক মঞ্চ, ও যথেষ্ট ভালো পারফর্ম করেছে। শামি মানসম্পন্ন বোলার এবং ভারতীয় দলের জায়গা পাওয়ার দাবি রাখে।" জশপ্রীত বুমরাহর মতো একাধিক ভালো পেসার দলে থাকলেও শামির অভিজ্ঞতাকে উপেক্ষা করা উচিত নয় বলেই মনে করেন বেঙ্গসরকার। তাঁর কথায়, "বুমরাহর মতো আরও কয়েকজন ভালো বোলার দলে রয়েছেন ঠিকই। কিন্তু শামির মতো অভিজ্ঞ ক্রিকেটারকেও বাইরে রাখা উচিত নয়।" শামির ম্যাচ ফিটনেস নিয়েও পরামর্শ দিয়েছেন প্রাক্তন অধিনায়ক। তাঁর মতে, নিয়মিত ম্যাচ খেললেই শামির ফিটনেস আরও ভালো থাকবে। তিনি বলেন, "নিয়মিত বল করলে শামির ফিটনেস আরও ভালো জায়গায় থাকবে। কাজের চাপের কথা বলে ওকে ম্যাচের বাইরে রাখার যুক্তির সঙ্গে আমি সহমত নই। ফিটনেস ধরে রাখতে হলে ম্যাচ খেলতে হবে। পাশাপাশি নেটেও যত বেশি সম্ভব বল করা দরকার।" কেবল শামি নন, নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে জম্মু-কাশ্মীরের পেসার আকিব নবিকেও সুযোগ দেওয়ার পক্ষে সওয়াল করেছেন বেঙ্গসরকার। গত রনজি ট্রফিতে জম্মু-কাশ্মীরের ঐতিহাসিক সাফল্যের পিছনে আকিবের অবদানের কথা তুলে ধরেছেন তিনি। বেঙ্গসরকার বলেন, "নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে শামিকে দলে রাখা উচিত। কেন ওকে বাইরে রাখা হচ্ছে, সেটা বুঝতে পারছি না। একই ভাবে আকিব নবির কথাও বলতে হবে। জম্মু-কাশ্মীরের হয়ে ও অসাধারণ পারফরম্যান্স করেছে। রনজিতে দলের সাফল্যে ওর বড় ভূমিকা ছিল।" তিনি আরও বলেন, "রনজি ট্রফিতে ভালো পারফরম্যান্সও যদি ভারতীয় দলে নির্বাচনের মাপকাঠি না হয়, তা হলে এই প্রতিযোগিতায় ক্রিকেটারদের খেলার প্রয়োজনটাই বা কী? ওরা পরিশ্রম করছে। দলকে জেতাচ্ছে। উইকেটও নিচ্ছে। তার পরেও যদি জাতীয় দলে সুযোগ না আসে, তা হলে রনজি ট্রফিতে খেলে সময় এবং পরিশ্রম নষ্ট করার অর্থ কী? সেক্ষেত্রে বরং রনজি ট্রফিই বন্ধ করে দেওয়া উচিত।"

Page 3_5_7- JAGARAN 11.pmd 1 22-09-2026, 01:41

জাগরণ 22 September, 2026, Tuesday ■ আগরতলা ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ইং, ■ ৪ আশ্বিন ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার
■Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

দুর্গাপূজা এবং মায়ের গমন অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সব দপ্তরকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর: আগামী ২৩ অক্টোবর আগরতলায় অনুষ্ঠিত হবে এবছরের মায়ের গমন অনুষ্ঠান। গত বছরের মতো এবছরও মহারাণী তুলসীবতী উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের সম্মুখে মায়ের গমন অনুষ্ঠানের কেন্দ্রস্থল করা হবে। আজ মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত শারদ সম্মান এবং মায়ের গমন অনুষ্ঠান আয়োজনের প্রস্তুতি সভায় এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মুক্তধারা অডিটোরিয়ামে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই সভায় আগরতলা পুরনিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল, আগরতলা পুরনিগমের কর্পোরেটরগণ, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্তে, রাজস্ব দপ্তরের সচিব মিলিন্দ রামটেকে, আইজিপি আইন শৃঙ্খলা মনচাক ইপ্পার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

প্রস্তুতি সভায় বিভিন্ন ক্লাবের প্রতিনিধিগণ দুর্গাপূজা ও প্রতিমা নিরঞ্জনের সময় ডিজে বন্ধ করার আহ্বান জানান। প্রস্তুতি সভায় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা মায়ের গমন অনুষ্ঠান সুচারুভাবে আয়োজনের জন্য রাস্তার পাশে গাছ ছাঁটাই, বিদ্যুতের তার সরানোর কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার নির্দেশ দেন। পুজোর সময় অ্যাম্বুলেন্সের যাতায়াত ব্যবস্থা সহজ ও সুনিশ্চিত করার জন্য আরক্ষা দপ্তরকে উদ্যোগ নিতে পরামর্শ দেন।

তিনি বলেন, দুর্গাপূজার সময় পুলিশি ব্যবস্থা আরও কঠোর রাখতে হবে। মায়ের গমন অনুষ্ঠানের আরও প্রচার ও প্রসার প্রয়োজন। মায়ের গমন অনুষ্ঠান দেখার জন্য বিদেশি অতিথিদেরও আমন্ত্রণ জানানোর জন্য মুখ্যমন্ত্রী পরামর্শ দেন। তাছাড়া দুর্গাপূজা এবং মায়ের গমন অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে পর্যটকদের জন্য প্যাকেজ তৈরি করা যায় কিনা সে বিষয়ে উদ্যোগ নিতে মুখ্যমন্ত্রী আহ্বান জানান। দুর্গাপূজা এবং মায়ের গমন সুষ্ঠুভাবে আয়োজনের জন্য মুখ্যমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট সব দপ্তরকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

আগরতলা পুরনিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার বলেন, সকলের সহযোগিতা ও প্রত্যাশা পূরণের মধ্য দিয়ে দুর্গোৎসব এবং মায়ের গমন অনুষ্ঠানকে সাফল্যমন্ডিত করাই হলো সরকারের উদ্দেশ্য। নিরাপত্তা ও

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মানুষের পাশে পূর্বদয়া সামাজিক সংস্থা, সংস্কার করা ঘরে বিনামূল্যে পোশাক বিতরণ

আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর: সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াতে নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করল পূর্বদয়া সামাজিক সংস্থা। সংস্থার উদ্যোগে একটি পুরনো ঘর সংস্কার ও মেরামত করে নতুন রূপ দেওয়ার পাশাপাশি সেখানে সাধারণ মানুষের জন্য বিনামূল্যে পোশাক সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা ও প্রয়োজনীয় মানুষরা এই স্টল থেকে তাঁদের প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের ব্যবহারের উপযোগী পুরনো পোশাক সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সংগ্রহ করতে পারবেন। স্টলে বিভিন্ন ধরনের পোশাক রাখা থাকবে, যাতে যাঁদের প্রয়োজন তাঁরা কোনও খরচ ছাড়াই সেগুলি নিতে পারেন।

পূর্বদয়া সামাজিক সংস্থার কর্ণধার নীতি দেব জনগণের জন্য এই স্টলটি উন্মুক্ত করেন। তিনি জানান, ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের কল্যাণের কথা মাথায় রেখেই এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এটি সংস্থার পক্ষ থেকে দ্বিতীয় বিনামূল্যে পোশাক বিতরণ কেন্দ্র।

নীতি দেব আরও জানান, আগামী দিনে ত্রিপুরার বিভিন্ন এলাকায় এ ধরনের আরও স্টল চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে। এর মাধ্যমে সমাজের আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা এবং প্রয়োজনীয় মানুষদের সহযোগিতা করার চেষ্টা করা হবে।

তিনি বলেন, মানুষের পাশে দাঁড়ানো এবং সমাজের অসহায় ও প্রয়োজনীয় মানুষদের সহযোগিতা করাই তাঁদের সংস্থার মূল লক্ষ্য। ভবিষ্যতেও বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের পাশে থাকার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে বলে জানান তিনি।

গণ্ডাছড়া এডিসি ভিলেজে বিজেপির জোরদার প্রচার, ৯টি আসনেই প্রার্থী

গণ্ডাছড়া, ২১ সেপ্টেম্বর: আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর টিটিএএডিসি এলাকার ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন। হাতে আর মাত্র কয়েকদিন। এরপরই ব্যালটের মাধ্যমে ভোটারদের রায়ে নির্ধারিত হবে প্রার্থীদের ভাগ্য। নির্বাচনকে সামনে রেখে রাইমাভ্যালী এলাকায় প্রচারে জোর দিয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)।

দলীয় নেতৃত্ব ও কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে বিভিন্ন এলাকায় চলছে জোরকদমে নির্বাচনি প্রচার। গণ্ডাছড়া এডিসি ভিলেজে মোট আসন সংখ্যা ৯টি। আসন্ন ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচনে নয়টি আসনেই প্রার্থী দিয়েছে বিজেপি। এই ভিলেজের অধিকাংশ আসন নিজেদের দখলে এনে গণ্ডাছড়া এডিসি ভিলেজে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে প্রচারে নেমেছে দলীয় নেতৃত্ব।

গণ্ডাছড়া এডিসি ভিলেজে বিজেপির নির্বাচনি প্রচারের মূল দায়িত্বে রয়েছেন প্রাক্তন এমডিসি তথা প্রদেশ বিজেপির সম্পাদক ভূমিকানন্দ রিয়াং। তাঁর নেতৃত্বে ঘরোয়া সভা, উঠান সভা ও গলি সভার মাধ্যমে ভোটারদের কাছে পৌঁছনোর পাশাপাশি প্রতিদিন বাড়ি বাড়ি জনসংযোগ করা হচ্ছে।

সোমবার সকাল ৭টা নাগাদ শতাধিক দলীয় কর্মী-সমর্থককে সঙ্গে নিয়ে দুর্গাপুর গ্রামে নির্বাচনি প্রচারে বের হন ভূমিকানন্দ রিয়াং। সঙ্গে ছিলেন গণ্ডাছড়া ভিলেজের বিজেপি প্রার্থী সুস্মিতা রুদ্রপাল সাহা, প্রসেনজিৎ সাহা, বেবি শুক্লবৈদ্য, রঞ্জন ত্রিপুরা-সহ দলের নয়জন প্রার্থী।

প্রচারের সময় দলীয় প্রার্থীরা স্থানীয় ভোটারদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাঁদের বিভিন্ন সমস্যা ও দাবির কথা শোনেন। বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, নির্বাচনি প্রচারে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যাচ্ছে।

আসন্ন ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচনে গণ্ডাছড়া এডিসি ভিলেজের নয়টি আসনেই বিজেপি প্রার্থীরা জয়ী হবেন বলে আশা প্রকাশ করেছেন দলীয় নেতৃত্ব ও প্রার্থীরা। নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, এলাকায় ততই বাড়ছে রাজনৈতিক তৎপরতা। শেষ মুহূর্তের প্রচারে গণ্ডাছড়ায় নির্বাচনি উত্তাপ আরও বাড়বে বলেই মনে করা হচ্ছে।

নোয়াগাঙে এডিসি ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন ঘিরে সরগরম রাজনৈতিক পরিস্থিতি, কংগ্রেসের নির্বাচনি সভা

পানিসাগর, ২১ সেপ্টেম্বর: আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হতে চলা এডিসি ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচনকে কেন্দ্র করে পানিসাগর ব্লকের অন্তর্গত নোয়াগাঙ পঞ্চায়েত সমিতি এলাকায় রাজনৈতিক তৎপরতা তুঙ্গে। নির্বাচনের আগে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের উদ্যোগে নোয়াগাঙে একটি নির্বাচনি সভার আয়োজন করা হয়। সভায় দলীয় কর্মী-সমর্থকদের পাশাপাশি স্থানীয় সাধারণ মানুষের উপস্থিতিও ছিল উল্লেখযোগ্য।

নির্বাচনি সভায় উপস্থিত ছিলেন কৈলাসহর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা প্রদেশ কংগ্রেস নেতা বিরজিৎ সিনহা, ধর্মনগর জেলা কংগ্রেস সভাপতি-সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্ব। সভা থেকে আসন্ন এডিসি ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচনে কংগ্রেস সমর্থিত প্রার্থীদের পক্ষে ভোট দেওয়ার জন্য সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন জানান দলীয় নেতৃত্ব।

নোয়াগাঙ পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত সংশ্লিষ্ট এডিসি ভিলেজটি মূলত হালাম অধ্যুষিত এলাকা হিসেবে পরিচিত। এবারের নির্বাচনে এখানে মোট সাতজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। তাঁদের মধ্যে ছয়জন হালাম সম্প্রদায়ের এবং একজন ত্রিপুরী সম্প্রদায়ের প্রার্থী রয়েছেন। ফলে নির্বাচনের লড়াই ঘিরে এলাকায় ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক উত্তাপ তৈরি হয়েছে।

সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক বিরজিৎ সিনহা দাবি করেন, এলাকার মানুষ কংগ্রেসের পাশে রয়েছেন এবং আগামী ২৮ সেপ্টেম্বরের নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীরা বিপুল ভোটে জয়ী হবেন। তিনি অভিযোগ করেন, বর্তমান জোট সরকারের আমলে এক শ্রেণির মানুষকে পিছিয়ে রাখা হয়েছে। তাঁর দাবি, এখনও বিভিন্ন উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় বিদ্যুৎ ও পানীয় জলের মতো মৌলিক পরিষেবার ঘাটতি রয়েছে। বিরজিৎ সিনহা আরও দাবি করেন, কংগ্রেসের হাত ধরেই এলাকার প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব। একইসঙ্গে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচনি প্রচারে নামার আহ্বান জানান তিনি।

এদিকে, নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, নোয়াগাঙ এলাকায় ততই বাড়ছে রাজনৈতিক প্রচার ও তৎপরতা। শেষ মুহূর্তের প্রচারে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মসূচিকে ঘিরে এলাকার নির্বাচনি পরিবেশ আরও সরগরম হয়ে উঠবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

কৃষ্ণনগরে অটো ও আগরতলা শহরে বাইক চুরি, চার আসামি গ্রেফতার

আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর: আগরতলা শহরে পরপর যানবাহন চুরির ঘটনায় বড়সড় সাফল্য পেল পশ্চিম থানার পুলিশ। কৃষ্ণনগর এলাকায় অটো চুরি এবং শহরের বিভিন্ন এলাকায় বাইক চুরির ঘটনায় তদন্ত চালিয়ে মোট চারজন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। একইসঙ্গে ধৃতদের কাছ থেকে চুরি যাওয়া অটো ও বাইক উদ্ধার করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, সম্প্রতি কৃষ্ণনগর এলাকায় একটি অটো চুরির ঘটনা ঘটে। পাশাপাশি আগরতলা শহরের বিভিন্ন এলাকায় একাধিক বাইক চুরির অভিযোগও সামনে আসে। এ ঘটনায় পশ্চিম থানায় মামলা দায়ের হওয়ার পর তদন্ত শুরু করে পুলিশ।

তদন্তে নেমে বিভিন্ন সূত্র খতিয়ে দেখে সন্দেহভাজনদের চিহ্নিত করে পুলিশ। এরপর অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদ ও পরবর্তী তদন্তের ভিত্তিতে মোট চারজনকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতদের কাছ থেকে চুরি যাওয়া অটো ও বাইক উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

পশ্চিম থানার ওসি সনজিত সেন জানান, কৃষ্ণনগরের অটো চুরি এবং আগরতলা শহরের বিভিন্ন এলাকায় বাইক চুরির ঘটনায় তদন্ত চালিয়ে চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

তাদের কাছ থেকে চুরি যাওয়া অটো ও বাইক উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

পুলিশের দাবি, শহরে যানবাহন চুরির ঘটনায় জড়িতদের শনাক্ত করতে তদন্ত আরও জোরদার করা হয়েছে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে চুরি চক্রের সঙ্গে জড়িত অন্যান্যদের সম্পর্কেও তথ্য পাওয়ার চেষ্টা চলছে।

এনডিপিএস মামলায় গ্রেফতার মাদক কারবারি, জিজ্ঞাসাবাদে উঠে আসছে একাধিক নাম

আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর: সোনামুড়া থানার একটি এনডিপিএস মামলায় মাদক কারবারের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গ্রেফতারের পর তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে সোনামুড়া থানার বিশেষ পুলিশ দল। জিজ্ঞাসাবাদে মাদক কারবারের সঙ্গে যুক্ত আরও বেশ কয়েকজনের নাম উঠে এসেছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। পুলিশ সূত্রের দাবি, ধৃত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদের সময় মাদক কারবারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কয়েকজনের নামের তথ্য পাওয়া যায়। বর্তমানে ওই নামগুলির সত্যতা এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ভূমিকা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তের স্বার্থে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার আধিকারিকদের মাধ্যমেও প্রাপ্ত তথ্য যাচাই করা হচ্ছে বলে জানা গেছে।

তদন্তে অভিযোগের পক্ষে যথেষ্ট তথ্য-প্রমাণ পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে বলে পুলিশ সূত্রে ইঙ্গিত মিলেছে। তবে জিজ্ঞাসাবাদে উঠে আসা নামগুলির বিরুদ্ধে এখনও কোনও অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব নয়। উল্লেখ্য, একই মামলার সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে চলতি বছরের ১৯ জুন আরও একজনকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। তিনি বর্তমানে সোনামুড়া জেল হেফাজতে রয়েছেন বলে জানা গেছে। পুরো ঘটনার তদন্ত অব্যাহত রয়েছে। মাদক কারবারের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কিনা এবং ধৃত ব্যক্তির কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে তদন্ত কতদূর এগোয়, সেদিকেই নজর রয়েছে।

ঠিকাদারকে মারধর ও গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনায় আরও পাঁচজন গ্রেফতার, ধৃতের সংখ্যা ৭

আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর: বিশ্রামগঞ্জ আরডি ডিভিশন অফিসের সামনে ঠিকাদারকে মারধর এবং গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনায় আরও পাঁচজন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ। এ নিয়ে ঘটনায় এখনও পর্যন্ত মোট সাতজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গত ২৪ আগস্ট বিশ্রামগঞ্জ আরডি ডিভিশন অফিসের সামনে বিশালগড়ের ঠিকাদার প্লাবন সাহা ও সাগর নাথকে মারধর এবং তাঁদের গাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠে। ঘটনার পর বিশ্রামগঞ্জ থানায় মামলা দায়ের হয়। তদন্তে নেমে গত ৯ সেপ্টেম্বর এই ঘটনায় অভিযুক্ত দু'জনকে গ্রেফতার করে আদালতে পাঠায় পুলিশ।

এরপর মামলার বাকি অভিযুক্তদের গ্রেফতারে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছিল পুলিশ। সোমবার সকালে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ রামনগর এলাকায় অভিযান চালায়। সেখান থেকে আরও পাঁচজন অভিযুক্তকে আটক করা হয়। পরে তাঁদের দুপুরে আদালতে পাঠানো হয়।

ঘটনার বিষয়ে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিশ্রামগঞ্জ থানার ওসি অজিত দেববর্মা বলেন, "আইনের হাত থেকে কেউ রেহাই পাবে না। আইন আইনের পথেই চলবে।

আইন অনুযায়ী তাদের সাজা হবে।"

তিনি জানান, এই ঘটনায় আগে গ্রেফতার হওয়া দুই অভিযুক্ত এখনও জেল হেফাজতে রয়েছে। এদিকে, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পুলিশের ধারাবাহিক পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন বিশ্রামগঞ্জ এলাকার সাধারণ মানুষ। ঘটনায় জড়িত প্রত্যেকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিতকরণসহ একাধিক দাবিতে গণডেপুটেশন

আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর: অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিতকরণ, সমকাজে সমবেতন এবং অবসরপ্রাপ্ত অনিয়মিত কর্মীদের এককালীন ১০ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদানের দাবিতে গণডেপুটেশন দিল ত্রিপুরা অনিয়মিত কর্মচারী মঞ্চ। সোমবার মঞ্চের উদ্যোগে রাজ্যের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের অধিকর্তাদের কাছে এই গণডেপুটেশন প্রদান করা হয়।

এদিন ত্রিপুরা অনিয়মিত কর্মচারী মঞ্চের প্রতিনিধিরা স্বাস্থ্য অধিকর্তা, প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের অধিকর্তা এবং পঞ্চায়েত অধিকর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁদের বিভিন্ন দাবি তুলে ধরেন। দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও প্রতিষ্ঠানে অনিয়মিত কর্মচারী হিসেবে কাজ করা কর্মীদের চাকরির স্থায়িত্ব ও আর্থিক নিরাপত্তার বিষয়টি ডেপুটেশনের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়।

মঞ্চের পক্ষ থেকে মূল দাবিগুলির মধ্যে রয়েছেদীর্ঘদিন ধরে কর্মরত অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিতকরণের ব্যবস্থা করা, একই ধরনের কাজের জন্য নিয়মিত কর্মচারীদের সঙ্গে সমকাজে সমবেতন প্রদান এবং অবসর গ্রহণ করা অনিয়মিত কর্মীদের এককালীন ১০ লক্ষ টাকা অনুদান দেওয়া।

মঞ্চের প্রতিনিধিদের বক্তব্য, বহু অনিয়মিত কর্মচারী দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে দায়িত্ব পালন করলেও তাঁদের চাকরির ভবিষ্যৎ এখনও অনিশ্চিত। একই ধরনের দায়িত্ব পালন করেও নিয়মিত ও অনিয়মিত কর্মীদের মধ্যে বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে বলে তাঁদের অভিযোগ। ফলে কর্মজীবনে আর্থিক অনিশ্চয়তার পাশাপাশি অবসরের পরও অনেক কর্মী সমস্যার মধ্যে পড়ছেন বলে দাবি মঞ্চের।

এই পরিস্থিতিতে অনিয়মিত কর্মচারীদের দাবিগুলি মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলির কাছে আবেদন জানানো হয়। বিশেষ করে দীর্ঘদিন ধরে কর্মরত কর্মীদের নিয়মিতকরণ এবং অবসরপ্রাপ্তদের জন্য এককালীন আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করার দাবি জানানো হয়েছে।

গণডেপুটেশন কর্মসূচিতে অনিয়মিত কর্মচারী মঞ্চের প্রতিনিধিদের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট কর্মীরাও উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে চলা এই সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য সরকার ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এদিনের গণডেপুটেশনের মাধ্যমে কর্মচারীদের দাবিগুলি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে তুলে ধরা হয়েছে। এখন তাঁদের দাবির বিষয়ে প্রশাসন কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে, সেদিকেই নজর রয়েছে।

ভিলেজ কমিটি নির্বাচন: ভোটারগণ ভোট গ্রহণের দিন স্ববেতন ছুটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর: আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের অন্তর্গত ভিলেজ কমিটির সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। রাজ্য সরকারের সাধারণ প্রশাসন দপ্তর থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, টিটিএএডিসি"র অন্তর্গত ভিলেজ কমিটি এলাকায় যেখানে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে সেখানে ভোট গ্রহণের দিন সব সরকারি অফিস, আদালত, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং আন্যান্য সব প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে। যারা ভিলেজ কমিটির সাধারণ

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিশ্চিত করতে খোয়াইয়ে পুলিশের ফ্ল্যাগ মার্চ

আগরতলা, ২১ সেপ্টেম্বর: আসন্ন ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদের ভিলেজ কমিটি নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে তৎপর খোয়াই জেলা পুলিশ। নির্বাচনী এলাকায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা এবং যেকোনও ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে পুলিশের পক্ষ থেকে ধারাবাহিকভাবে ফ্ল্যাগ মার্চ করা হচ্ছে।

আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর রাজ্যে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদের ভিলেজ কমিটি নির্বাচন। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কোথাও যাতে অশান্তি বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না হয়, সেজন্য নির্বাচনী এলাকাগুলিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।

এরই অংশ হিসেবে সোমবার খোয়াই জেলা পুলিশের উদ্যোগে তুলাশিখর সাব-জোনাল এলাকা থেকে ফ্ল্যাগ মার্চ শুরু হয়। এরপর পূর্ব

রাজনগর ও কলাবাগান হয়ে পূর্ব তকছায়া এলাকায় পৌঁছায় পুলিশের দল। ফ্ল্যাগ মার্চে খোয়াই জেলা পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিক রঙ্গ দুলাল দেববর্মা, চাম্পাহাউর থানার ওসি সনেশ দেববর্মা, খোয়াই মহিলা থানার ওসি মীনা দেববর্মা, সেকেন্ড ওসি অজিত দেববর্মা এবং এএসআই শ্যামল দেববর্মা-সহ টিএসআর ও পুলিশকর্মীরা অংশ নেন।

পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নির্বাচনের আগে এলাকায় শান্তি ও আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা, সাধারণ মানুষের মধ্যে নিরাপত্তার পরিবেশ তৈরি করা এবং ভোটাররা যাতে নির্ভয়ে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন, তা নিশ্চিত করাই এই ফ্ল্যাগ মার্চের মূল উদ্দেশ্য। নির্বাচনের আগে খোয়াই জেলা পুলিশের এই তৎপরতার মাধ্যমে নির্বাচনী এলাকাগুলিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারের প্রস্তুতিরই ইঙ্গিত মিলেছে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2 22-09-2026, 01:27